মুকুর।

"Man is his ownstar and the soul that can
Render an honest and perfect man
Commands all light all influence all fate
Nothing to him falls early or toolate,
Our acts our Judgments are good or ill,
Our fatal shodows that walk by us still"

শ্রীদৌলত আহাম্মদ এম্, এম্, দাহার
প্রণীত।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র

কুমিল্লা উপেন-যন্ত্রে,

শ্রীকামিনী কুমার রায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৬বাং।

উপহার।



পরম ভক্তিভাজন—

স্বাধীন ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী—

শ্রীযুক্ত রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর

শ্রীকরকমলে।

মহাত্মন্!

আপনি ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন, ত্রিপুরা রাজ্য এখনও আপনার চক্ষে ভাসে। এই ত্রিপুরা রাজ্য, মুকুরে ভাতিলে আর যেন একটু পরিস্কার দেখা যাইবে। তাই মুকুর খানি ভক্তির চিহ্ন স্বরূপ আপনার করকমলে উৎসর্গ করিলাম। মুকুর, মুকুর ধর্ম্ম রক্ষা করিলে আপনাকে সুখী মনে করিব।

১৩১৯ ত্রিং
কুলুবাড়ী



চিরভক্ত—
শ্রীদৌলত আহম্মদ।

মুকুর।

সুরলোক।

চারিটি বাজিছে রাত্র।—সুখতারা পূবে,
অরুণে সংবাদ দিতে সুখ, উঁকি মেরে
আছে ব্যাকুলিত যেন। পূর্ণশশী হাসে—
হাসে খল্ খল্—কাষ্টহাসা হাসি প্রায়;—
প্রদীপের দীপ্তি যথা দীপক-প্রভায়।
নিশাচর নিশাচরী নিদ্রাশক্ত এবে।
হাকিছে উৎক্রোশ পাখী, শিবা হুয়াকায়।
ঝিঁঝি পোকা ঝিঁঝি রবে সুখে গান করে।
রূপাছেঁচা সঙ্গে সঙ্গে তালে "তুক্" ঠুকে।
বনোরাতা বাক্পাড়ে "কুক্কুরুৎ কুক্"
পীক উলুধ্বনি, মাঝে প্রকাশে কুহরে।

পুষ্পরাজি নানাজাতি ফুটিয়া বাগানে
মলয়-অনিল-বাস বিলাইছে নরে।
ধরণীর মহাসুখী মানব সকল,
করিছে দিনের স্বীয় কর্ত্তব্য নির্ণয়।
শুধু, ডাকিছে পেচক —চোক গেল ব'লে,
অভিপ্সিত অন্ধকার না হেরি তখন।
ধ্যানমগ্ন পুরঞ্জন মিশিয়া পরমে
কহিছে স্বগত উক্তি, শুনিয়া এখন
নৈসর্গিক ভাবাবলী নীরব ঝঙ্কারে।

পুরঞ্জন। নক্তন্দিব কিবা? চন্দ্র সূর্য্য তারাবলী
গ্রহ-উপগ্রহ, গাহে কার গুণগীতি?
বিনা তালে একস্বরে অমিত্র অক্ষরে?
শুনি একি, গায় ওই মোহিল পরাণ!

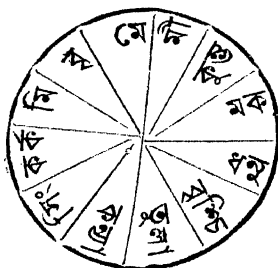
সূর্য্য। আমি সূর্য্য, সবিতা আমায় বলে লোকে।
আমা হ'তে পঞ্চভূত, হয়ে নিরণয়,

রাশি চক্রে ঘুরিতেছে "জীবন" নামেতে
অল ; উব; কছ; ডহ, মঠ, পথ; রত ;
নজ; ধভ; খঘ; গশ; দচ; আদ্যাক্ষরে ;
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা,
তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনে
করি ভোগ অহঃরহ দ্বাদশ রাশিতে।
আমাতে পরম আত্মা নব গ্রহরূপে
অমর সুদৃশ্য ল'য়ে আছে পরকাশ ;
মম সহচর হেথা সাতাশ নক্ষত্র ;
নর, দেব, রাক্ষসের জীবাত্মা গঠনে।
চারি বর্ণ ধরে জীবে, করম কারণ ;
আমাতে দাম্পত্য-যোগ পরীক্ষার তরে।
সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি পুরুষ স্বভাব ;
চন্দ্র-শুক্র নারীজাতি ; বুধ, শনি ক্লীব।
আধিপত্য করি মোরা রাশির উপর
কর্ম্মফল লভিবারে, জীব, ভবলোকে।

কুম্ভ-মকরেতে শনি, কর্কটেতে চন্দ্র,
মেষ বৃশ্চিকেতে মঙ্গল, সিংহে আমি,
ধনু মীনে বৃহস্পতি, বৃষ তুলা শুক্র
মিথুন কন্যায় বুধ, কর্ত্তৃত্ব করিছি।
আমা লয়ে হেথা যত জ্যোতিষ্ক মণ্ডল ;
চন্দ্রকলা, মম তেজে পক্ষ তিথি সনে।
কাল চক্রে দিন রাত, বারে, বারেবার
নন্দা, ভদ্রা, জয়া, রিক্তা, পূর্ণা, সিদ্ধিযোগ:
শুক্রবারে প্রতিপদ ষষ্ঠী একাদশী,
বুধবারে দ্বিতীয়া ও সপ্তমী-দ্বাদশী,
ত্রয়োদশী-অষ্টমী-তৃতীয়া মঙ্গলেতে,
শনিবারে চতুর্দ্দশী-চতুর্থী-নবমী,
গুরুবারে পঞ্চদশী-দশমী-পঞ্চমী,
গ্রহ মুক্তি করি সাধি জীবের মঙ্গল।
ওই ওই ওই ওত ! অশ্বিনী-ভরণী,
কির্ত্তিকার এক পাদে, মেষ রাশি ওই।

মৃগশিরা রোহিণীর প্রথমার্দ্ধ লয়ে
বৃষ রাশি, কির্ত্তিকার শেষে তিন পাদে।
মৃগশিরার শেষ, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসুর
ত্রিপাদে, মিথুনরাশি বৃষের বামেতে।
পুনর্ব্বসুর শেষপাদ, পুষ্যা অশ্লেষা
কর্কট রূপেতে চক্রে কর্কটের রাশি।
সিংহ চক্রে মঘা, পূর্ব্ব উত্তর ফল্গুনী
প্রথমের একপাদে সিংহ অবতার।
হস্তা চিত্রার আগ, উত্তর ফল্গুনীর
শেষ পাদ লয়ে ওই কন্যারাশি ঘুরে।
স্বাতি বিশাখার আগে, চিত্রার শেষার্দ্ধে
তুলারাশি। অনুরাধা-জ্যেষ্ঠায়-বৃশ্চিক
বিশাখান্তে। ধনু, মূলাষাঢ়া পূর্ব্ব দুয়ে।
শ্রবণা ধনিষ্ঠা পূর্ব্বে, উত্তর আষাঢ়া
শেষ তিন পাদ লয়ে মকর জনন।
শতভিষা; পূর্ব্বভাদ্রপদের প্রথম

তিন পাদে আর ধনিষ্ঠার শেষে কুম্ভ।
রেবতী নক্ষত্র ও উত্তরভাদ্রপদে
পূর্ব্বভাদ্রপদ শেষ, একপাদে মীন,
চক্র অন্তে উপনীত মেষের দক্ষিণ।



হস্তা, স্বাতী, মৃগশিরা, অশ্বিনী, শ্রবণা,
অনুরাধা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও রেবতী
ক্ষণে দেবগণ; উত্তর ফল্গুনী আর্দ্রা
পূর্ব্বভাদ্রপদ, পূর্ব্বফল্গুনী, ভরণী
আষাঢ়াদো, রোহিণী, উত্তরভাদ্রপদ,
নরগণ নবে;—ধনিষ্ঠা, কির্ত্তিকা, চিত্রা,

জ্যেষ্ঠা, মূলা, অশ্লেষা, বিশাখা শতভিষা
মঘাতে জনমি আত্মা রাক্ষসেতে আছে।
বিভুর কৌশল গুপ্ত—রহস্য বিস্তর!
শূন্যে মোরা অহঃরহ নানা আকর্ষণে,
প্রাণ ধ'রে অস্তিত্ব প্রকাশে করি ভোগ—
কর্ম্মফল—সুখ দুঃখ, সৃষ্টির বিধানে।
হেনমত পাতালেতে যত জীবগণ,
রাশি চক্রে ঘুরিতেছে, দশার শাসনে।
সোয়া দুইদিন চন্দ্রের, রবি এক মাস,
অষ্টাদশ দিন বুধ, মঙ্গল ত্রিপক্ষ,
শুক্র আটাশ দিন, বৃহস্পতি বর্ষ,
শনিয়ে আড়াই বর্ষ; বর্ষ দেড় রাহু,
এক রাশি ভোগ করি অন্যে করে গতি;
কালচক্রে গণে তেঁই রাশিতে নিয়তি!
কিন্তু গ্রহ পূর্ণ দৃষ্টি প্রতিরাশি প'রে,
জন্ম দশা অর্দ্ধ ভোগ করে স্বীয় হারে।

রবি ছয় বর্ষ ভোগে, চন্দ্র পঞ্চদশ,
মঙ্গল বরষ আট, বুধ সপ্তদশ,
গুরুয়ে উন্নিশ আর শুক্করে একুশ ;
ক্রমান্বয়ে শনি দশ, রাহু বার বর্ষ।
দানে তুষ্ট রহি মোরা, দশার প্রকোপে
যতকাল আত্মা আত্ম আয়ুতে প্রকাশে।
কির্ত্তিকাদি এয়ে আমি, সিংহ-অধিপতি,
তুষ্ট রহি মাণিক্য, গোধুম, স্বর্ণে, তাম্রে,
আতপ তণ্ডুল আর রকত চন্দনে
রক্তবস্ত্র দক্ষিণায় ধেনু বৎস পেলে।
আর্দ্রাদি চারিতে চন্দ্র, কর্কটাধিপতি,
রহে সুখে কাংস্য পাত্রে দক্ষিণা পাইলে—
চাউল, কর্পূর, মৌক্তিক, রৌপ্য আরও
ঘৃত পূর্ণ কুম্ভ, বৃষ, পাঁচ কাহণ কড়ি।
মঙ্গল মঘাদি এয়ে, তুষ্ট স্বর্ণাদিতে ;
আধিপত্য করে মেষ, বৃশ্চিক রাশিতে।

মিথুন কন্যায় বুধ, অধিপতি ভবে
হস্তা আদি চতুষ্টয়ে রহিয়া সতত;
নীল বস্ত্র, স্বর্ণ, পুষ্প, কাঁসা দ্রাক্ষা আদি
হস্তী-দন্ত পেলে তুষ্ট হয় আত্ম কোপে।
অনুরাধা ত্রয়ে শনি, কুম্ভ মকর-পতি;
মাসকলাই, তৈল, লৌহ বস্ত্রাদিতে তুষ্ট।
পূর্ব্বাষাঢ়া চতুষ্টয়ে গুরু, ধনু-মীন-পতি;
মিষ্ট-লুণ, পীত, রক্ত যুক্ত দ্রব্যে সুখী।
ধনিষ্ঠাদি ত্রয়ে রাহু, নহে অধিরাজ;
গো, গাধা, কম্বল, ঘোড়া, উপাদানে ক্ষম।
শুক্র দশা বাকী নক্ষত্রায়, তুষ্ট শুক্লাদিতে;
তুলা-বৃষ আত্মাধীনে করিছে শাসন।
(বিভুর রহস্য বড়) আমা এক সূর্য্য দিয়ে
এ সৌর জগত—গ্রহ-উপগ্রহ যত
স্থাবর-জঙ্গম শূন্যময়—সূক্ষ্ম-স্থূল
যার যেই কক্ষ পথে করিছে ভ্রমণ।

লোক যত, বুঝিবেনা লোক ভিন্ন গ্রহে।
ভিন্ন এক পৃথিবী মণ্ডল—নাম রাজ্য।
নামরাজ্য—কায়—অনুভূতি— দৃশ্যাদৃশ্য,
স্বর্গ-মর্ত্ত হেথা সেথা জীব প্রতিষ্ঠায়।
আমাকে লইয়া ভবে প্রকৃতি প্রকাশ
প্রাণী যত—নির্জ্জীব-সজীব ;—জন্তুপঙ্ক
পশু-পক্ষী-কীট, নানা ; পতঙ্গ মানব
স্থূলকায়—স্থূল-ধর্ম্ম-প্রাণ-শক্তি-বল
অনুভূতি,—রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ,
সূক্ষ্মকায়—তড়িত-অনিল-আলো-কত
জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল, সব জড়াজড় সহ-
করিতেছে যেন এক বিভুত্ব প্রকাশ !
ওই, ওত স্থূল ধর্ম্ম কঠিন আকারে ?
আকৃতিতে আয়তন রাখা ? তান্তবতা,
ঘাত-ভারসহণতা, ভঙ্গপ্রবণতা ;
দৃঢ়তা যথাদি হেন বিভিন্ন প্রকারে।

ওই এক ভরি স্বর্ণ, গেলত গলিয়া ?
যতরূপ হ'ল ক্রমে, ওজনে সমান।
হ'ল পাত, হ'ল তন্তু, স্বজাত ধরমে,
ভাঙ্গিলনা লৌহ ওটী দৃঢ়তা স্বভাবে।
কাচেতে মারিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া ফেলিল!
ভঙ্গপ্রবণতা ধর্ম্ম ইহাতে প্রচার।
পদাঘাতে বৃক্ষ ওটী পরিলনা সারা!
আঘাত সহিতে পারে, এইত কারণে ?
কাচের দণ্ডেতে ওত ভার ঝুলিতেছে ?
ভারসহণতা ধর্ম্মে পড়েনা ছিড়িয়া।
কেন কঠিনের ধর্ম্ম, কঠিন সকলে ?
শুধু এক, জীবগণ-কল্যাণ-সাধনে।
ওই আর স্থূলধর্ম্ম,—তরল আকারে।
সর্ব্বদিকে সমচাপ করে সঞ্চালন,
সর্ব্বত্র সমোচ্চভাব স্বীয় আয়তনে;
লঘুরে ভাসায়ে গুরু, তলে তল করে;

চাপে প্রতিচাপ দিয়ে ক্ষমতা দেখায়,
নিম্ন গতি অহরহ বিন্দু আকর্ষণে।
নদীর সলিল ওই—ওত ঝাড়ি-জল।
বোতলের, বাসনের বারিবিন্দু আর ?
ভরিতে কলস বুঝি—গাড়ুস্থিত জলে
পরীক্ষিয়া রাখি হ'লে স্বর্ণ-লৌহ ভারি ;
বিধাতার সৃষ্টির কৌশল, কি বিচিত্র !
দিতে যেন মানবেরে, বিজ্ঞানের বল।
ওই আর স্থূলধর্ম্ম, বায়বীয়ে হেরি
চাপে প্রতিচাপ, আর তাপে রূপান্তর !
বায়ু চাপে বস্তু ওই ঘন মনোহর।
তেঁই বলে নিম্ন বায়ু, ঘন উচ্চ হ'তে ;
লঘু বস্তু উঠে ঊর্দ্ধে প্রতিচাপ বলে।
তেজ প্রাপ্তে ঘন বায়ু উঠিছে ঠেলিয়া।
স্থূল-গুণ—আকৃতি, বিস্তৃতি বিভাজ্যতা,
প্রসারতা, আকুঞ্চতা, স্থিতি স্থাপকতা,

অনশ্বরত্ব, জড়তা আর সান্তরতা,
স্থূল দ্রব্যে নিয়তই, গুণে ফলিতেছে।
জড়ত্বের লয় হেতু, আছে স্থূল-বল।
বল হ'তে গতি, বেগ, ঘর্ষণাকর্ষণ।
জাগরণ-সুষুপ্তি-স্বপন জীবাণুর
শক্তিরূপে ক্রীড়া করে আমারি প্রভাবে।
আকাশ আকাশ—কিছু নয় শুন্যময়!
নীলাকার স্তর—বায়ুস্তর—শব্দ স্থান
তড়িত আদান—ভুবন নিদান—আয়ু—
আয়ু-কোষ—বায়ু—পঞ্চ ভুত এক পঞ্চে
প্রেম-ভালবাসা—শোকাদি বিচ্ছেদ-পীড়া
আহ্নিক-বার্ষিক গতি মধ্য আকর্ষণে।
যোগে অবিচ্ছিন্ন মোরা, মধ্যকক্ষে গতি—
কক্ষভ্রষ্ট নহি কভু—বিষমে দুর্গতি,
সহঅনুভুতি—তেজ—কৈষিকাকর্ষণে
সবে বলে সকলেই আমার বিধানে।

ঐককৈন্দ্রায়িক বৃত্তে, ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ!
আমি মধ্যে রহি, তবু সরিয়া হতাস।
মম তেজ-বলে দীপ্ত জ্যোতিষ্ক মণ্ডল।
হেতিগত চন্দ্র-আলো কবির সম্বল
জগতের যত সাধ, যত পরিমল
বিনা মূল্যে। (কৃতজ্ঞতা-উপকার দান)
ওই, ওযে অনিল-অনল-জল; ওই।
নাশীতোষ্ণ—কভু উষ্ণ—কভু সুশীতল!
স্মরিলে আপনি হাসি, হাসে গ্রহগণ।
কেমনে বর্ণিব ভাব? আসেনা ভাষায়!
বিভুত্ব কি, এ ওজন পরম রমণ?
কিবা মৃত্যু—কিবা ভয়—কি জানি শমন?
হরি হরি, আমি হরি, হরি কত জন!
ওকি বায়ু? নাকি জগতের আয়ু! বায়ু,
জগতের প্রাণ—ধর্ম্ম, সর্ব্বত্র পূরণ—
ঝড় ইহা মলয় পবন—তমঃশিব—

অক্সি-হাইড্রো-নাইট্রোজেন—ওজন, কার্ব্বণ,
কার্ব্বনিক এসিড্, অণু ফসফরাস,
তড়িত ইত্যাদি সদা বায়ুতে নিবাস।

এক পঞ্চে অক্সিজেন
চারি পঞ্চে না'ট্রোজেন
মিশিয়া বিশুদ্ধ বায়ু হ'ল ॥

এক নবম হা'ড্রোয়জন
আট নবম অক্সিজেন
মিলিয়া হইয়া গেল জল ॥

এক চতুর্থ নাট্রোজেন
তিন চতুর্থ হা'ড্রোজেন
যুক্ত হয়ে হ'ল আমোনিয়া।

এক তৃতীয় কার্ব্বণে
দুই তৃতীয় অক্সিজেনে
"কার্ব্বণিক এসিড" মিশিয়া ॥

বিজলি বা ফসফরাসে
অক্সিজন মিশে মিশে
ওজন হইল উতপত্তি।
ভিতরের তাপ পেয়ে
বাহিরের শৈত্য লয়ে
জল-বায়ু-মৃত্তিকা-প্রকৃতি ॥
যেই শিবে বিষ্ণু, সেই বিষ্ণু করি শিব,
আমি সাধারণ ব্রহ্ম।—দ্বিজ অবতার।
মম তেজ নাশে বিষ্ণু। আমি বিষ্ণু করি
শিব। শিবে রক্ষে হেতি;—আরামে আমায়
বায়ূ না রহিলে সাথে র'ত অন্ধকার;
সে আঁধারে, নিৰ্জ্জীব জগত র'ত সদা।
তাপালোক হইত নির্ব্বাণ,—একেবারে।
পরস্পরে আমি শূন্যে, জানে বিভু এক।
অমর বলিয়া মনে লয়, আমি ব্রহ্মে।
ব্রহ্মজ্ঞান, বিষ্ণুত্ব শিবত্বে, সৃষ্টি লয়।

বলিহারি বলিহারি ! কোথা সুখ রাখি ?
এ সব চিন্তায়, সুখ-পালন, নিয়তি ।
ওই এক শব্দ হ'ল "গুরুম, গুরুম"
গেল হেথা হ'তে যেন ভূতলে গড়ায়ে ।
আবার আসিল এক টুন্ টান্ টুন !
ধরাগত যেন নানা রাগিনী মধুর ?
বেস, কিসে শব্দ হ'ল ? বুঝিব বিশেষ,
ঘাতাঘাতে বায়ু কম্প, মেঘের গর্জ্জন ।
আপনি কাঁপিয়া বস্তু, কাঁপায় বায়ুরে,
সতত অস্থির শিব, নরের বিপদে ।
সুখী হেন, ভাব পরিবাদে—সুকোমলে ;
শ্রবণের পঠহ আঘাতে, সমতায় ।
মাটি, হেন, বায়ু রাশি, শব্দের চালক,
"মধু, চরা" করি করে কাঁপায় অনিল ।
শব্দ গতি, সেকেণ্ডেতে এগার শ ফুট
বায়ুর উপর দিয়া যাইয়া পঁহুছে ।

পাঁচ হাজার ফুট, জলে, ভূমে অল্প দূর,
যাতায়তে পদধ্বনি নিত্য শ্রুত হয়।
নিয়মিত পঞ্চাশৎ, হইয়ে কম্পন
সুমধুর তান, হয় ন্যাস, গ্রহ, মান।
শতবার কম্পানেতে মধ্যস্বর হয়;
বিশ হাজার কাঁপি বায়ু রহে চরাময়।
"ষ রি গ ম প ধ নি"—মিষ্ট ছয় রাগ
ছত্রিশ রাগিনী-স্তরে—সুখ-অনুরাগ।
আমার আলোকে সুখ, সুখ জগতের,
গ্রহ-উপগ্রহ সুখ, সুখ, ভাবুকের।
সরল রেখায় মম আলোগতি করে,
স্বচ্ছের ভিতর দিয়া আরো যেতে পারে।
আলো বিনা অন্ধকার হৃদয়-কন্দর।
তিমিরে তড়িত জ্যোঃতি, প্রতিভাত হয়।
প্রতিধ্বনি-প্রতিঘাত-প্রতিচাপ করে
সু প্রতিফলিত স্বচ্ছে—আলোবিম্ব-স্তরে।

ঘুরিছে সকল গ্রহ, উপগ্রহ, ভূমণ্ডল ;
আতমা, তড়িত হেন জন্ম জন্মান্তরে।
কর্ম্মফল ভোগে জীবে, দুঃখ-সুখ চক্রে—
নিয়তি, নীতির মার্গে, প্রফুল্ল জনন।
তপসিয়া নশ্বর ভূবন, অনশ্বরে,
তড়িতের অণু এক বিদ্যুন্মালা আমি।
মুকুর সুস্বচ্ছ চাঁদ-কায়, শুভ্র-স্নিগ্ধ-আলো
দিবা-বিভা জ্যোৎস্নায়—নিশে জিনি তারা,
তারামালা, সুসলিলে জ্যোতির্ম্ময়।
মুক্ত আত্মা, পরব্রহ্ম—নক্ষত্র-প্রভায়।
নাহি ধ্বংস তাড়িতের বস্তু বিনশ্বরে,
যদিচ নীরসে ইহা, চালিত না হয় ;
কাট, কাচ, কেশ, ধুনা, কাগজ সহ গন্ধক,
রেসমে তাড়িত গতি নাই, আছে অণু,
তবু তার কায়ের ঘর্ষণে, স্বীয় তেজ
ঋণ ধন দুই নামে, একই বরণে।

একই তড়িত—একই দম্পতি; তবু,
ঋণ ধন, জায়াপতি—ধন বিয়োজন।
বিদ্যুৎ মানবে—ঋণ ধনে যুক্ত হয়ে
যোগ আকর্ষণ আর স্বার্থ সংগঠন।
ধনে ধনে, ঋণে ঋণে, বিপ্র আকর্ষণে ;—
বজ্রনাদ-অরমণ নিস্বার্থ প্রণয়!
বিরহ বা ভালবাসা গুপ্ত সম্মিলন
গুপ্ত ভাব—গুপ্ত লাভ, ব্যক্ত কুমিলন।
কিন্তু অঙ্কে যোগাযোগে বিভিন্ন ধরণ।
ধনে ধনে, ঋণে ঋণে, যোগ সম্পাদন—
ঋণে ধনে বাদ ক্রিয়া—পৃথক করণ ;
লম্পটের প্রেমধর্ম্ম বাসনা পূরণ।
তড়িতই রূপ, সম্ভোগ্য লাবণ্য
আমি ভানু, ভাণু-অণু—অণু জ্যোতির্ম্ময়।
সুখ দুখ, অণুতে, মারুতে, তড়িতে ঘুরিছে!
না বুঝিলে দুঃখ, বুঝিলেই সুখ ভবে।

তত্ত্বজ্ঞান জনমিলে দুঃখ দূরে যায়,
প্রশ্নোত্তর অনর্গলে মীমাংসা উপজে।
চাহে যারে পায় তারে বলে কয়জন,
কেহ কেহ "নাহি পায় যাচিতব্য ধন"
তুমি সত্য, মিথ্যা কভু অবস্থা প্রকারে।
উদ্দেশ্যের পরিণামে রহস্য উদয়।
বাসনা যেখানে মম, যাইব সেখানে?
চাহিয়া ভূবন, আত্মজন, নরগণে,
পায়না বিধাতা, পায়না জগত আত্ম,
পায়না ইচ্ছিত সুখ, যাচিত সম্ভোগে;
হয় গতি পরিণামে নরক-আধারে।
পক্ষান্তরে দেবগণ চায়না বিষয়,
চাহেনা কিছুই কভু, কর্ত্তব্য মননে,
করে নিত্য আত্মত্যাগ, ভোগ বিসর্জ্জন।
বাঁচিতে চাহেনা, বাঁচিয়া অমর তাঁরা
না চাহিয়া কিছু; তবু, স্বর্গ সুখে সুখী।

বলিয়াছি স্বচ্ছ সনাতন ; তড়িত-ফলক
আত্ম স্বচ্ছ ভাবস্বচ্ছ, জ্যোতিস্ক ধারণ।
সবিতা চিন্তন কাছে, কি-ছার রমণ ?
অমোঘ সম্ভোগ মুখ্য "বিভুত্ব দর্শন।"
স্বত্ত্ব-রজোস্তম গুণ—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব।
তেজ-বায়ু-জল—আমি ফুল্ললীলাময়।
রবি সোম—অমাবস্যা রাহু-গরাসন
দাম্পত্য—আবর্ত্ত শুক্রে, দম্পতি মিলন—
চারি যোগ—পঞ্চ ভোগে কমলের অলি,
আমায় দেখায়ে নিজ, তনু তাপে, তাপে।
কে তুমি প্রেমিক ? অলি কি ? তুচ্ছ প্রেমী ! যা—!!
তবু, আমি ভালবাসি, কমল আনন !
লোকে বলে ভানু-প্রিয়া
অলি করে মধু পান ;
ও কিলো পদ্মিনি তোর
সতীত্বের—এত মান ?

সূর্য্যমুখী ভালবাসে মোরে, কুন্তীপ্রায়
দোহ্বদ পূরণ করে রবি সোমে বিভু।
প্রেমের মধ্যাহ্নরাগে হয়েছি অস্থির
মম তেজ উষ্ণনীর, তাপে কমলেরে।
অসতীর কার্য্য হেরে, কে পারে সহিতে?
কামরেখা-ভঙ্গিলীলা-নেহারি নয়নে?
অলি! করিলিরে সুখ তুই। আমি ছার!
আমি দূরে—নাহি বাণী মোর। আমি মূক।
ভুলালি কৃত্রিম গানে, গুণ গুণ তানে।
তেইত তোষিয়া তৃপ্ত, মকরন্দ পানে?
তোর নাসা, কুসুম মস্তকে; কর কলিপরে,
কর্ণে গুণ রূপে দৃষ্টি, অধরে অধর,
জিহ্বায় জিহ্বায় চুম্বি মদনালিঙ্গন?
"উহ্! আমি তা হেরিছি চোকে "দুর্ভাগা তপন!"
অলি তুই সুখ কর। আমি যাই চ'লে।
এই ধীরে চলিলাম, পশ্চিম গগনে।

চাহিবনা আর কারে।
তুচ্ছ প্রেম এসংসারে!
হায়, হাহুতাস, হাহাকার!
আমার যাতনা রাশি—
মানবের, জগতের
যাবতীয় নানা উপকার।
কেহ ধান্য শুকাইল, কতনা অঙ্কুর হ'ল
কমলিনী হেরি মোরে—মিথ্যা হাসে,
মুখ না হাসাল?
আমি পাপী, কুমুদে তাপিনু।
শাল্মলি চকোর ভাল, ভাল চন্দ্রপ্রেমী
গোধুলী সময়ে নিজে, হাসি হাসাইয়া
চলি যাই আমি, হাসুক সকল রাত্রে।
কাঁদিব দ্বাদশ ঘণ্টা, শিশিরাশ্রুপাতে।
কাঁদুক বিরহীজন মম সাথে সাথে।
নাচুক লম্পটগণ, চিত্ত-বিনোদিয়া।

হাস্থক কামিনী-বৃন্দ কাম বিলাইয়া।
সোম্! এক কলা থাক্, আজি প্রতিপদে
শোড়ষ বিভাগে রাগ, দিব আমি তোরে।
সহ অনুভূতি তোর, রবির লাগিয়া
হেরিব প্রণয় চিত্র, রজনী ভরিয়া।
শুক্লে আগে কৃষ্ণে শেষে, পক্ষ হারে তুই,
মমাভাতে উড়ি রোস্ গগন উপর।
ওইত কুমুদী হাসে, হৃদয়ে কৌমুদ পশে,
পদ্মিনী কেনবা জলে করিছে রোদন?
মুদিয়া আপন আঁখি, আমারি বিরহে থাকি,
সেত কই হাসেনা কখন?
ওহে কত দয়া! কত সুখ তায়!
কত মত উপজে আমায়!!
ভুলিবনা—ভুলিতে কি পারিগো!
আবার পূরবাকাশে হাসে
পুনঃ প্রেম আশাকাশে,
উদিতে উদিতে এই চলিলাম গো!

থাক্‌না ভ্রমরে মধু, আমারি মতন বিধু,
অকৃত্রিম ভালবেসে যায় ;
আপনি না দুঃখী হ'লে সুখ দিব কি ভূতলে?
সুখী কভু সুখ না বিলায়।
যদি সুখী সুখ দিত, উত্তরে দক্ষিণ পেত'
ভিক্ষা লাভে হ'ত কৃতদান ;
না রহিত সুরাসুর, জ্ঞানী-ষণ্ড সুবিমূঢ়,
সমতায় না রহিত মান।
ভূপঞ্জর সুবন্ধুর, না ভাবিত সুবন্ধুর
আকৃতি বিকৃতি রস ছলে ;
সরগ-নরক কিবা, কিবা রাত কিবা দিবা,
—ভেদাভেদ পাতালে ভূতলে।
তিষ্ঠ ক্ষণ, আসি, কুতুহলে।
রক্ত হ'তে শুক্র সৃষ্টি, তবু শুক্রে রক্ত পুষ্টি
ধৃষ্টতা চেষ্টতা দেহ বল,
রবি হ'তে সৃষ্ট সোম, সোম সঙ্গে মনোত্তম
মাতৃ-লোকে আত্মার সম্বল।

ভুলিব না। আমি কি ভুলিতে পারি প্রিয়ে !
তরুণ অরুণ ভাতি লয়ে আসি হাসি
—————হাস গো প্রিয়সি !
বিধাতার কি বাহার, চন্দ্র সূর্য্য তাঁর
মিশাইয়ে মাতৃ-লোক প্রেম অবতার।
হাসি কান্না জগতের প্রেম সুবাহার ;
সপ্ত লোকে সপ্তভাবে নিয়ত-প্রচার।
কমলের প্রেমে মত্ত আমি। মত্তা পদ্ম,
ভ্রমরের গুণ গুণ স্বরে—আমি তাতে—
কাম পঞ্চ বিনোদিত শরে ; বিনাইয়া
মধু আপনার ; সোহাগে গলিয়া যেন !
ওই আর জ্যোঃতিপূর্ণ। অনূঢ়া কুনতী
পূজিছে আমায় ধ্যানে বসি। মাতৃ-লোক
করি প্রতিষ্ঠান নিজ অঙ্গে—যমুনায়
হেতিগত জ্যোৎস্নায়, হেরিতে হেতিরে।
এলে চন্দ্র ! হ'ল অমাবস্যা, রবি-সোমে।

গুপ্ত সম্বোধন বুঝি, প্রেম সম্মিলনে !
অণুপুঞ্জ, জ্যোতিস্ক আমরা নভঃ প'রে,
পরস্পর অনুগ্রহে—গুপ্ত লীলাচার ;
করি গিয়ে চল "বর" দুর্ব্বাসার সার
কুন্তীর উচ্চারে মন্ত্র যমুনা সলিলে।
জীবন "মুকুর" মন্ত্রে, জীবন, স্রষ্টার
বিম্বির্বোক ? নাকি আর কার ? "রবি সোমে।"
চন্দ্র। রবি ! তুমি পুরুষ ; আমি স্ত্রী জাতি হেথা ;
কিন্তু কার্য্য ভেবে দেখ, দেহে বিপরীত।
তুমি রজঃ আমি স্বত্ত্ব—তুমি স্ত্রী আমি না।
আমি বীজ বৃক্ষে দেব ! তুমি ক্ষিতি-রস,
তুমিত্ব আমিত্ব যুক্ত দৃশ্য অবতার।
যাহা হো'ক, ব্রহ্মা-বিষ্ণু ভাবে দোহি দেব,
ত্বরাকরে পূরহ বাসনা কুনতীর
মমাণুতে—উভয়েরে পাবে সূত্রধর।
গুরুপত্নী, বৃহস্পতি-তারা, কামবসে,

চেয়েছিল এক দিন যবে ; রূপাভাসে
তোমারে পাইয়াছিনু শৃঙ্গারে মগন,
হ'ল বুধ ক্লীব। গুরু সাপে হব পরে
পার্থোরসে অভিমন্যু, সুভদ্রা জঠরে।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু মোরা, সুরলোকে বায়ু, শিব,
মাতৃ-লোক—কুন্তী মাদ্রী, পিতৃ-লোকে পাণ্ডু,
দেহ লোক—কর্ণ-অভিমন্যু—ভক্তি-চিত্র,
কর্ম্ম-লোক, আত্মদান—বৃষকেতু আর
পরিক্ষিত ; কর্ত্তব্যতা দেখাবে বাহার।
ভবলোক সর্ব্বব্যাপী আত্মা সনাতন,
শিবরূপে, পাগল সাজিয়া প্রেমভরে,
ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব-গ্রাসী করিবে সংহার,
সৃষ্টি পুষ্টি-সৃজন পালন, আত্মসহ।
পরলোক সমাধি পাইয়া তিন গুণ,
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব—তুমি আমি বায়ু তিন,
সদানন্দে ধরণীর পঞ্চত্ব লভিব ;
সুরলোক নিত্যধাম বুঝায়ে বিধানে।

জীবাণু আতমা, কভু নহে বিনশ্বর ;
টানে টানে ঘুরে সব নানা চক্রলোকে।
কিন্তু চন্দ্র-সূর্য্য-বায়ু নিয়ত আকাশে
রহিয়া কৌশলে ফিরি প্রাণী ব্যক্ত্যাচারে।
গুরুর সাপেতে আমি হনু শশধর
তোমারই তেজ বলে আছি সুধাকর।
লহ তবে, সুধি বায়ু, শিব সম্বোধনে,
গঠিতে শরীর ; নাম, পালিতে আপনে।
শাসিতে লোকের-লোক, আপন আয়ুতে।
ক্ষম-দোষ—ব্রহ্মতেজ অরুণ বিনয়ে।
অনিল আসিছে ওই ! হের প্রেমময় !
বিশ্বময় বিশ্বপ্রেমী শীতলি সবায়।
বায়ু। ওকে, কে তোমরা, ডাকিবে আমায় আজি ?
বাসনা করেছ চন্দ্র ! চাঁদ, থাক মধ্য হয়ে,
পরিতৃপ্ত হয়ে নিজে অন্যেরে তোষিতে।
কি কাজ করিব আমি বল প্রাণধন !

চন্দ্র }
সূর্য্য } মহাদেব ! প্রণমিছি, করিয়াছ দয়া ;
আশিষ করহ হ'তে বাসনা পূরণ।
সুরলোকী মোরা হেথা,—কত দয়া স্নেহ,
কত প্রেম ভাল বাসা হৃদয়ে সবার !
সহ অনুভূতি কত পরস্পরে প্রভো !
দেখাতে বাসনা এই, প্রেম সম্মিলন,
একতায়—একভাবে— সূক্ষ্ম-স্থুলী হয়ে
ক্রমে ক্রমে পিতৃ, মাতৃ, দেহ, কর্ম্ম, ভব,
পরলোকে ঘুরিবারে সুখে একাত্মায় ;
দেহীরূপে জীবাত্মায়—লীলা সম্পাদন।
বিভূত্ব তুলিবে দেহী, ঈশ্বর, ঐশ্বর্য
ত্রিগুনী জীবাণু সূক্ষ্ম, স্থুল বিদ্যমানে।
বায়ু। ভাণো ! তুমি পূর্ব্বচর, মধ্যচর, চাঁদ,
অনুচর আমি দোহে সর্ব্বত্র গমন।
ইচ্ছাময় যবে মোরা পূরিবে বাসনা,
একের কামনে কিম্বা অন্য কর্ম্ম যোগে।

হব বাণী একতায়, দেহ, কভু পুথি,
নিয়ত রহিয়া হেথা পরম আত্মায়।
আমি একা শিব! চন্দ্র তুমি একা বিষ্ণু।
সূর্য্য তুমি একা ব্রহ্মা! তিনে মিলি ধর্ম্ম।
বিষ্ণুভাবে বিষ্ণু, জল; মমভাবে বায়ু;
ব্রম্মভাবে শিল। একে মোরা দুই ভাবে
দ্বিজ বিষ্ণু; তিনত্বে একত্রে ইন্দ্র হয়ে।
বিষ্ণু শিবে এক আর বিষ্ণু আমি আরে
অশ্বিনীকুমার দ্বয়—বেয়াস-ভারতে
ব্রম্মা বিষ্ণু, গোপনে দম্পতি দেহ এক।
আমি সাধারণ দোহে, অর্দ্ধ অঙ্গে
তেই নরনারী ভবে অর্দ্ধ অঙ্গী হয়ে।
আমি অর্দ্ধে, ব্রম্মশক্তি নারী-জাতি হই;
আমি অর্দ্ধে, বিষ্ণু-শিব নরগণ রই।
মোরা যেই, কুন্তী মাদ্রী সেই; পাণ্ডু আর,
কেতকী দ্রোপদী এক—পাণ্ডব আমরা

অন্তভাবে ; একেতেই স্বর্গ মর্ত্ত ভাগে ;
"পাণ্ডব-দ্রৌপদী" ভবে রহস্য বুঝান।
কিন্তু স্বর্গ অভিমন্যু—স্থূল সূক্ষ্ম দুই
বুঝাতে অক্ষম ; সূক্ষ্ম কর্ম্মে ধূমকেতু,
পরীক্ষিত, ভক্ত রূপ, উক্ত শ্রীরাধার,
শিব-শক্তি আত্মদানে যথা সরস্তায়
"কর কারণ ওঙ্ক" মুদ্রাতে তাহায়!
যেন বৃক্ষ, বন-ব্যাধি—নিত্যগুপ্তোদরে
শুক্র হইতে অনল অনিল বায়ু-তেজে
বাসনার নিবৃত্তে মুক্তিতো আর।
হইবে না সহস্রাক্ষ ইন্দ্র দেবরাজ,
রবি-চাঁদ-অগ্নি-যোগে কাম কলেবরে।
কারণ সলিল—ফল, চতুর্ব্বর্গ ফল,
বরাদান স্নেহ-ধন, জগতের দল।
করিতে স্থবুদ্ধি হেথা নক্ষত্র-অঙ্কর
হয়েছে বাসনা মোহে, স্বর্গীয় সম্পদে?

কর তবে মম সনে ভাল যোগদান!
আত্মার ভ্রমণ দেহে—প্রথা প্রত্যাহারে
অত্রি পুত্র দুর্ব্বাসার শুন মন্ত্র-দান
কুন্তীরে সন্তুষ্ট হয়ে করিছে প্রদান।
মুকুর করিবে পৃথা, যমুনা সলিল,
বৃন্দারক দরশনে ভুঞ্জিতে রমণ।
ওই ওত এসে হেতি করিছে কামন
চাওনা ফিরিয়া চন্দ্র! চাহনা তপণ!
ওই মাতৃলোক কুন্তী করহ রমণ
সূক্ষ্ম ভাবে। "ভম্ ভম্, ভবম্ ভম্।"

সূর্য্য। ভবন্তীতে হেতি?
চন্দ্র। "ভম্ ভম্" ভবন্তীতে হেতি।
চন্দ্র।
সূর্য্য। } করি করম্ব, ওম্ "ক"।
বায়ু।

ইতি স্বরলোক।

মাতৃ-শোক।

—000—

রজনী প্রভাত প্রায় উষার আবেশ,
নাশীতোষ্ণ অনুভব স্নাত পত্র বায়ে
যমুনার সুনির্ম্মল সুস্নিগ্ধ সলিলে ;
বহে স্রোতঃ অবিরত তর তর স্বরে !
প্রাতস্নাত পবিত্র জীবন—হেন কালে
পশু প্রাণী বুঝে কিবা দেবের সম্বল—
আত্ম দৃষ্টি আত্ম প্রভা—মুকুর জীবনে।
মাতৃলোক করি সৃষ্টি কিন্তু একজন
অনূঢ়া কুমারী ওই, মজিছে সঙ্গমে ;
সুমন্ত্র উচ্চারি নিজে করিয়া তর্পণ।
সুখ !—সুখ-অশ্রু পাতে, আঁখি মুদি মুদি
কহিছে কেমন রঙ্গে স্বগত বচন।

কুন্তী। যদুবংশ অবতংশ শূরসেন সুতা,
পৃথা, প্রদত্তা আমি, পিতৃ-বন্ধু করে।

দানে পিতা, নিঃসন্তান জানিয়া তাঁহারে,
ধারা নগরের নৃপ কুন্তীভোজে নিজে।
তেঁই আমি কুন্তী নামে, ভগ্নী বসুদেব
ভক্তি দেখাইয়া নিত্য, পালক নির্দেশে।
সেবিনু কিশোরী হয়ে মুনি দুর্ব্বাসারে
ভক্তি যুত সযতনে, কায়মন প্রাণে।
দুর্ব্বাসার স্নেহ স্রোতে ছিল অহরহ,
আশিষিয়া প্রতিদিন স্বচ্ছন্দে মোরে,
মুকুরে মন্ত্র সহকার সুদীক্ষা প্রদানে,
আদেশিয়া পরীক্ষিতে সে হেন সময়।
নেহারি মুকুর-কেন্দ্রে হেরিনু আপন
তারপর, চাব কিবা স্বামী-সম্মিলন।
হে দর্পণ! এত পরিষ্কার তুমি? তুমি,
এত নিরমল? নিরখি আমার বেস?
তোমার ভিতর। কোন ধর্ম্মে কোন গুণে?
মন্ত্রে কিবা আছে ধর্ম্ম গুণ ভাল?

ওই স্বর্গ এই মর্ত্ত—নীচেতে পাতাল,
সপ্ততল, বিচিত্র বিমল, গুপ্ত লোকে।
চাহিছি পরীক্ষা করি মন্ত্র উচ্চারণ,
আশীর্ব্বাদ সে মুণির, স্বকর্ত্তব্য বল।
আত্মপ্রীতি কত প্রেম, রূপ লাবণ্যের
এই স্বর্গে চক্ষু কর্ণ, নাসা জিহ্বা ত্বকে
আভাসে চুম্বন, ওষ্ঠ; মিশিয়া অধরে;
বেণীগুচ্ছ, কায়স্পর্শ মর্ত্তে সুশীতল।
যষ্টি অস্থি সমাশ্রিত চুচুক সুন্দর!
স্তনদ্বয় পীনোন্নতে বর্ত্তুল আকার!
চাহিছে পিযুব যেন আমার কাহার
পরস্পর সুখ-তৃপ্তি, ভোগিতে অপার।
পৃষ্ঠবংশ মূলে মম, দুই শঙ্খবর্ত্ত—
দুই অনামিকা চারে বস্তি বা ত্রিকাস্থি
এই; নির্গম প্রবেশ দ্বার, দুই ভাবে।
নির্গমে ত্রিব্যাস—সম্মুখ পশ্চাৎ আর

অনুপ্রস্থ স্থতির্য্যক, প্রবেশে প্রথম
দুই ব্যাস। বস্তিভাগত্রয়ে শোভে এই।
ভগ-ঊর্দ্ধে, লোমোদ্‌গত কামাদ্রি শোভন!
প্রতিভাত ওই এযে যমুনা সলিলে;
অনূঢ়া তথাপি আমি, হেরি পঞ্চশরে
মুকুরে মগ্ন, ভোগবতী, সুভাগীরথীর—
ওই মন্দাকিনী ধারে, যোগ অনুসারে,
উঠাতে জোয়ার যেন যৌবন প্রভায়।
ওইত জরায়ু ওই, পেঁপের আকৃতি?
ফাঁপা এক গর্ভাশয় ঊর্দ্ধ মধ্য নিম্নে,
কি পেয়ে কি পেতে যেন শূন্য রহিয়াছে?
জরায়ুর ঊর্দ্ধ দুই কোণে ডিম্ব বহা
নালীদ্বয়, দুই পার্শ্বে অণ্ডাধার মিলে,
অন্তরে লুকায়ে তিন তিনের আশয়।
বাহ্যে ভগ ভগাঙ্কুর কামদ্রির শেষে,
ত্বক ঝিল্লে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ওষ্ঠ দ্বয়,

সম্মিলনে করিতেছে রতি উত্তেজিত,
ভগাঙ্কুর হয়ে সুখে বিচিত্র নির্ম্মিত।
জরায়ু ভগের মধ্যে যোনী সুপ্রণালী
উর্দ্ধে প্রসারিত হয়ে নিম্নে সংকীরণ;
সুকৌশলে, মূত্র ও প্রসব নালাদ্বয়,
বিটপ-সম্মুখে মুখ, সতীচ্ছেদ লয়ে।
সরলান্ত্র বিটপের কাছে। মূত্রস্থলী,
প্রসব দ্বারের ধারে; ওই নিম্নে হেরি।
জপিছি মুকুরে মন্ত্র জপি আরবার,
এই জপিলাম। একিরূপ সবিতার!
কে তুমি কে? কিসে এরে করিছ বিদার?
এই সতীচ্ছেদে মম, মন্ত্র উচ্চারণে?
তুমি সূর্য্য? আসিয়াছ বুঝি ভুগিবারে!
ভাগ্যফলে হাকি'ছনু মন্ত্রে রবিবারে!
কিন্তু ভয় হয় নাথ! করহ শ্রবন,
কেমনে মরীচিমালা করিব গ্রহণ?

অঞ্জনা। কি বল আমি তব পরশনে ?
ক্ষম প্রাণ ! ছাড় মোরে, করি প্রণিপাত।
নাপারি নাপারি উহু ! হও হে তফাৎ।
"নাথ নাথ" বল কেন, প্রবোধি মানে ?
সম্বর নিমেষ, পরে নয় ? আমি দুখ পেলে !
করহ বিদায় ক্ষণে লিঙ্গ পরিচয়।
সূর্য্য। জাননা কি, সোমবার রবির আশ্রিত ?
চন্দ্রগতে রমণীর, প্রিয়ে ! নাহি ভয়।
শুন আদিরস কথা, আজিরস তুলে
দুধে পোয়ারুটি যথা ভিজে উঠে ফুলে।
হবে প্রাণ জরায়ুতে জ্যোতি পূর্ণ লালে
উঠিবে জোয়ার ইথে যমুনা সলিলে।
চড়িয়া উভয়ে হেথা প্রেমের তরণী
ভোগবতী ভাগিরথী মন্দাকিনী হেয়া,
উতিয় কৌতুকে তীরে ভাটা নেহারিয়া;
বাহিয়া সোণারতরী ত্রিতিথি যাপিব।

“উপস্থ ইহার নাম অন্ত্রজ সম্বল,
কর্ম্মোৎসাহ, দয়া, ক্ষমা, সুখ-শান্তি,
দাক্ষিণ্য, আস্তিক্য, মৈত্রী ; ইথে অনুনীর ;
ক্রিয়া, ভাব, শক্তি এর অপূর্ব্ব রচন।
মূল, দেহ, মুণ্ডে, শিশ্নে সেতু সমুত্থিত
তন্তুময় রক্ত-নালী, কাম উদ্দীপন।
হেতিগত নিম্ন দিয়া জল প্রস্রবণ,
অনুপ্রস্থ লিঙ্গ মুণ্ডে প্রস্রাব কারণ।
অণ্ডকোষে এই দুই ধর, সোমধর,
মুস্ক লয়ে আছে স্থিতে, রেতঃ রজ্জু সহ
দুইভাগে ; মধ্যাগত হয়ে বস্তি-স্থান।
অণ্ডকোষ ঊর্দ্ধস্থলে শুক্র কোষ দুই
অণ্ডজাত শুক্র হেথা হয় সংগ্রীহিত।
সোমজল শ্বেতবর্ণ তরল পদার্থ
হেরিতে আটার মত, আম-গন্ধ ময় ;
জীবাণু অসংখ্য তাহে আছে অবস্থিত।

তব ভগাঙ্কুরে মোর শিশ্ন সংঘর্ষণ
হয়ে হবে, অণ্ড আর জীবাণু আহিত ;
তাহে জন্ম হবে পুত্র তেজ-গুণবান
মানসজ বলে মোর পাইবে আখ্যান।
স্ত্রীধর্ম্ম এই তব হইল সমান,
আমাতেই রজঃবৃত্তি নামে সন্নিধান।
জোয়ারে ছিট্‌কান রক্ত, ভাটা হয়ে আসে,
হইনু অধর্য্য হায় কামরতি বশে !
নাহি ভয়, রহ সুখে, কেঁপে আঁখি মুদে
মানস-উপস্থে তোমা করিছি লঙ্ঘন।

কুন্তী। আ মরিরে! কত সুখ! কি বর্ণিব হায়,
এমনি সম্ভোগ রতি কামে নাহি পায়।
অণ্ডাধার হতে অণ্ড জরায়ূতে এল,
এই অণ্ডে যেন এক জীবাণু পশিল ?
ঊর্দ্ধ নিম্ন হতে একি হল সম্মিলন !
বল প্রিয় ! ইথে কিবা হইবে পারণ ?

সূর্য্য। সুদতি! ভ্রূণ আবরণী কলা, ঝিল্লিতে;
হবে আর ঝিল্লি এক, রবে দোঁহে ভ্রূণ।
আস্ক প্রায় হবে ফুল—ফুসফুস ধরণে,
মধ্যে রাখি নাভি রজ্জু গ্রহণ বর্জ্জনে
একটী শিরায় আর দুই ধমনীতে;
ক্রমে ক্রমে জীব, এক করিতে পোষণ—
(বাৎসল্য করুণ দুই, আদি অবতার)
রবি সোম—কর্ণে পুত্র প্রসবিবে পরে;
নাহি লজ্জা মেল চৌক মন্ত্র সিদ্ধি ক্ষণ।
স্বয়ম্বর বরমাল্য করিয়া অর্পণ,
পাণ্ডুকে করিও প্রিয়ে! পতিত্বে বরণ।
তুমি রহ শিখে মন্ত্র, শিখায়ে আপন।
আমি যাই শিক্ষা দিয়ে সূক্ষ্ম সম্মিলন।
কুন্তী। আদিরস বাদী মোর, পাছে লাজ ভয়!
হল কর্ণ, কি হবে উপায়? বল ধাত্রি!
করিছি নির্ণয়, মঞ্জুষে ভরিয়া ইহা

দেহ ভাসাইয়া, যাউক চলিয়া স্রোতেঃ।
জানিলে মরিব লাজে মূঢ় জীব কুলে।
দেহ ধাত্রি লও এরে, মুকুরে—তরহ
দেহ ভাসাইয়া তরী, জানে লোকে পাছে
বরিয়া আপনি পতি দেব সম্ভোগিব।
ধাত্রী। "তনয় যদ্যপি হয় অসিত বরণ
প্রসূতির কাছে সেই কষিত কাঞ্চন"
সূর্য্যের তনয় কর্ণ, অপূর্ব্ব জনন!
অপূর্ব্ব চেহারা মরি, অপূর্ব্ব গঠন।
এমতি কুমারে দেবি! কেমনে ভুলিয়া
রহিবে না, আজীবন, প্রাণ বিনাশিয়া?
গাঙে কি স্ববংশ তারে দিলে ভাসাইয়া?
জীবন অতীতে জানি কেন এ দুর্গতি!
কর ক্ষমা দেবি, তারে, নাহি দয়া লেশ!
মাতা হয়ে পুত্রে কর, মৃতা-সুত জ্ঞান?
জাতকের কিবা দোষ, এহেন জননে?

নিজ দোষে আগন্তুকে কেন পরিহার?
বল কর্ণে সোহাগের স্নেহ সম্বোধন,
জননীর মত যত শুভ সম্ভাষণে।
কুন্তী। এসেছিছি আমি কর্ণে, জান থাকি তুমি।
কে বিশ্বাস করিবে একথা? কবে সবে,
জারজ তনয় এরে, মিথ্যে লজ্জা দিয়া
রটাবে কলঙ্ক তাপ, কলঙ্কিনী মোরে,
করিবে প্রচার ভবে জীব চরাচরে;
মিথ্যা সাক্ষ্য গণিবে তোমার, যত বল।
বুঝিবে কি তথ্য, কেহ, মুকুরে অন্তর?
হেগো! কাঁদিলেও, যত ইতি, হয় ব্যক্ত।
যত সুখ যত দুঃখ—যত সত্য, মিথ্যা—
কিন্তু রাখিয়াছি, পাষাণ হৃদয়ে চেপে
বিরহ অনল শিখা,—অশ্রু গাঁথা ব্রত,
কেমনে বর্ণিব? এত, ফুটেনা রাবে।
কাঁদি কাঁদি, নীরবে বসিয়া কাঁদি, ধাত্রি

এওএক সুখ, অশ্রু, না মুছ অাঁচলে।'

ধাত্রী। বুঝিলাম—মাতৃকা—মাতৃক-অপরাধ,
সূর্য্য হেন পিতৃরূপে! বলিব না আর
চিনেলেনা—জানিলেনা দিবেত বিদায়?
কি দিব বা দোষকার? হোক আপনার।

কুন্তী। কি বুঝিলে—মাতৃকা—মাতৃক অপরাধ?
একি জ্বালা—একি বাদ! নিদেশে বিষাধ?

ধাত্রী। এতে পাপ?—আমি ধাত্রী, মম মাতাগত
অপরাধ, না হবে বা কেন? দেখ ভাবি।

কুন্তী। সূর্য্য হেন পিতৃরূপে কি? বলিয়াছ ছলে।
বল মোরে সূর্য্য আর মাতৃকার ভাব।

ধাত্রী। মাতৃকা—ষোড়শদেবী, সূক্ষ্ম কল্পনার,
সূর্য্য আর দেবীর এদোষ, নাহি দয়া ব'লে।

কুন্তী। তাও নহে সত্য যেন, না হয় প্রত্যয়;
পিতৃরূপে বলিবার কারণ কি হয়?

ধাত্রী। সন্তানের দূরগতি পিতৃ-মাতৃ দোষে।

অপরাধ করে কেন আছ এত রোষে ?
কুন্তী। করি নাহে অপরাধ, বুঝিবার ভূল,
স্মশানে স্বরুজে জেনো সকলের স্থান।
ফল পুর করি ফুল্ল বুকে—এই হের,—
এই ওই নশ্বরের পিযুষ আদান।
থাক্ তবে—নিয়তি............।
ধাত্রী। স্বরের অ আদি বর্ণ বলিছি মাতৃকা
প্রকাশ্য উচ্চারে দোষ—নীরবে নির্দোষ।
আর বলিব কি ?——
কুন্তী। আমার আদেশ যদি করিবে পালন,
মঞ্জুষে ভাষায়ে দাও নাহি প্রয়োজন—
ছিল না পূরবে যাহা, রবেনা এখন ;
চলে যাক্, তিষ্ঠি ক্ষণ, কাল স্রোতঃকায়।
মকুরে মন্ত্রেতে হের সলিলের গায়,
কর্ণ কুন্তী ধাত্রী সূর্য্য একি যমুনায়।
কেন ধাত্রি ! কেন তবে, মিছা প্রতিক্ষায় ?

ভরিয়াছ ? নেহ, মঙ্গো ভাষায়ে দাও ।
ধাত্রী । "ধাত্রিধাত্রিধাত্রি !" দিন রাত "স্নেহময়ি"
প্রীতি নাহি, হেন সম্বোধনে । দুটী, ভাসে ?
নানা, না, না; স্নিগ্ধ হিয়া মিঠি আধ হাসে ।
শিশুর অধর সুধা চুম্বিয়া গ্রহণ
করি বলে, খোকাখোকা করি সংরক্ষণ ।
শুনি আধ আধ স্বরে, "মা মা" সম্বোধন ।
এ খোকার কেন দুর্ঘটন ? জ্বলে হৃদি !
করুণা ক্রন্দনা পূর্ণ, অশ্রু বিসর্জ্জন,
নাহি ভাগ্যে পালিবারে, সূর্য্যের নন্দন ।
হেগো ভাসাইছি এই ? গেল কি বালাই ?
(বুঝিলাম)
পুত্র কেহ নাহি চায় কেহ নাহি পায়
কেরকার পরভাগে, সব ভেঙ্গে যায় ।
মানদণ্ড রবে স্থির, ওজনে গো নাই,
দুগ্ধ ধারা দিয়ে গুপ্ত জানাবে গোসাই ।

মস্তিস্কের স্নায়ু

কুন্তী। এয়ো হব স্বয়ম্বরে, জানেত গোসাই?
মুকুরে মন্ত্র, না জপিব ধাত্রি! নিবে গো?
"লব এই সূক্ষ্মাপঞ্চে পঞ্চ অবতার,
নিজে শিখে শিখাইব, ছিল কল্পনায়,"
পালিবেত সুকুমার রাখ মনে আশা,
রাখ ভাষা রোষপূর্ণ ভর্ত্রী ভাণু ভায়।
সূক্ষ্ম তত্ত্ব জানে কেগো? জানে কত জন?
জানে সুরসিক ভবে, জানে সুপ্রেমিক,
জান কবি, বাগ্মী যত, ভাবে অপ্রতুল;
জানে আর তিরস্কৃত দেবত্বে বাতুল।
মাতৃলোক রহস্য কি, বুঝে কয় জন?
মাতৃ জঠরেত জন্ম লহে তিন্ গণ?
নারী ধর্ম্ম, হা আপসোস, বুঝে নাগো, না—
কর্ণ কিগো বুঝিবে না অনূঢ়ার ধন।
কর্ণ পেয়ে মাতৃলোক করিছি নির্ণয়.
মাতৃলোক তৃতীয়েই দ্বিতীয় রহস্য!
ধাত্রি! সুরলোক ওই, সূক্ষ্ম আতমার,
জন্মান্তরে, সূক্ষ্মাপুরি গুপ্ত মাতৃলোকে,

চেতনা, লইয়া যেন আত্ম অহঙ্কার।
ধাত্রী। দেবি! দেখাবে মুকুরে মন্ত্র মোরে?
বেস্ ভাল! হেরিছি সঙ্গম, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম!
অনুস্যূত কল্পনার, কল্প-প্রেম-রতি,
দর্শকের চিত্তহর—আতমা-মিলন।
কিছার পুরুষ সঙ্গ, কিছার দম্পতি!
বিভুর বিভুত্ব সূক্ষ্ম অপূর্ব্ব বাহার!!
কম্বু নাসে হয় যেন অজপা উচ্চার,
তথা ভগাঙ্কুর ভাল, শিশ্নে হুহুঙ্কার!!
বুঝিলাম দেখিলাম,
সব যত ভুলিলাম;
মমতা পরতা, কিন্তু পরতা মমতা
ভম্ম ভবম্ ভবন্তীতে হেতিহেরি;
করিতে করঙ্ক ওম্ "ক"
হেগো! হয়েছে ভবিক।
ইতি মাতৃ-লোক।

পিতৃ-লোক।

———o———

কে জানে এমন মগ্ন মত্তে নাহি তত্ত্ব
তাঁর ? মাথালের ভিতরেতে রয়েছে কুৎসিত ?
তৃষ্ণাতুর নাহি মরে মরিচিকা জ্ঞানে
জানেনা বলিয়া ধায় সলিল কারণে।
পাণ্ডুরাজ নেহারিলা সুযোগ সুন্দর,
করিছে সুযোগ বিধি বাসনা পূরণে।
নীরব বিহগকুল নীরব কানন
পশু পক্ষী যত প্রাণী চাহে সম্মিলন,
প্রকৃতি নীরবা হেরী প্রকৃতির ভাবে
নাহি তত্ত্ব আছে মাত্র বাসনা মিলন।
যোজিয়া মারিয়া শর
লাভেতে অলাভ উঃ বিষম নিয়তি !
বানবিদ্ধ হয়ে মৃগ পরিল ধরনী।
নিদাঘে চাতক যথা নবঘন আশে

ঊর্দ্ধপানে দৃষ্টিমাত্র পাইল অশনি।
কাঁপিছে ধরনী সঙ্গে কাঁপিল মারুৎ
কাঁপিলেক জীবকুল মুনীর চিৎকারে।
মৃগ ভ্রমে মুণিবধ হেরি মহারাজ
বিঁধিলা প্রাক্তনে হেন আত্মগ্লানি শরে

পাণ্ডু। হ'ল ভ্রম? নাহি মোর আত্মতত্ত্ব উহ্!
বাণে বিদ্ধ করিয়াছি, কিমিন্দমে আজ?
নহে মৃগ, মৃগ ভ্রমে করি শরাঘাত,
করিলাম ব্রহ্মবধ, কি হবে আমার?
নাহি দোষ, কেন তার পাশব ব্যাভার?
হয়েছে উচিত শাস্তি, বৃথা অনুতাপ।
আত্মগ্লানি কর্ম্মপোকে; দিল অভিশাপ
"পত্নী সহবাস কালে পাইবি পঞ্চত্ব"
"যেম্নি কর্ম্ম তেম্নি ফল" নীতির বচন,
হবে কিযে পরিণামে জানে ভগবান।
যাহুক রতির ইচ্ছা, যাহুক বাসনা,

পক্ষান্তরে করিলাম অমরত্ব লাভ।
তবে লাজ! কুন্তী মাদ্রী, স্বপত্নী স্বভাবে,
বুঝিবে কি জানি মোরে, সঙ্গম অক্ষমে!
"বিধাতা মঙ্গলময়" যা হয়েছে ভাল।
অভিশাপ নহে ইহা বটে আশীর্ব্বাদ।
জানিলাম কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মফল সার,
পিতামহ দৌহিত্রাদি বদ্ধ কর্ম্মপাশে।
নিয়তি কি করিতেছে খণ্ডিত ভাবনে?
করে নাই, করিবে না, না পারে কথন।
পরাশর পিতামহ, পিতামহী মম,
সত্যবতী, মাতা অম্বালিকা সতমতা
অম্বিকা, অম্বিকা-দাসী, বৈমাত্রেয় ভাই
বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র! একি আতমায়।
বদ্ধ রয়ে করমের ব্যবস্থায়-পাশে,
জীবাণু, অহঙ্গে ফিরি বিভিন্ন প্রকার।
আমি বা কি, তাঁরা বা কে, আত্মা-অণু কিবা?

নাহি তাগ্যাসিন্ধু কভু জীবনের বিভা।

মনেলয়।

মস্তিস্কই মন যেন হৃদ্‌রক্ত-প্রাণ,
মন-প্রাণ-অণু কিবা ভাবিব এক্ষণ।

অণু কি ?

মস্তিস্কের অণু ক্ষুদ্র অদৃশ্য মস্তকে,
ভাণু যথা নিরখিছি সুনীল আকাশে।
ভাবিছি রহস্য এর মুহুমুহু বহু,
কিন্তু তার, তত্ত্ব কিছু না হয় উদ্ধার।
দুর্ভেদ্য মিমাংসা শুধু বড় চমৎকার,
কল্পনার শাস্ত্রপুরে বিজ্ঞানের মতে

মস্তিস্কের অণু ?—

প্রবেষ্টিত অস্থিময় কঠিন প্রাচীরে
করোটী গহ্বরে মস্তিস্কের অণুস্থিত।
অণু সেরিব্রাম, সেরি বেলাম, সীতা,
যুক্ত এক ত্রিঝিল্লে, মাতৃকা মূলাধার,

মাতৃকা মূলাধার যুক্ত আর ত্রিঝিল্লে।
অনুলম্ব ছেদিপূর্ব্ব দুই অণ্ডাকার,
ধরিছে অপূর্ব্ব শক্তি অপূর্ব্ব বাহার,
তৃতীয় বন্ধনী শ্বেত, চতুর্থ পিয়ারা
পারা, স্তম্ভ প্রায় কপাল উচ্ছ্রয়ে ন্যস্ত
খর্পরের রন্ধ্র নীচে রথচূড়ে গাথা
মেরুরন্ধ্র ত্রয়ে ইথে হ'য়ে অনুস্যূত।

তাতে।

স্নায়ুগ্রন্থি, যোজক বন্ধনী কক্ষচয়ে
পাঁচখণ্ড সেরিব্রাম, শুভ্রধুম্র ছেদ-ভাজে
বসা, লোণ স্নেহ এই তিন উপাদানে,
সুগঠিত স্মৃতিগ্রন্থ বড় গোলা ঘর।
স্বষ্ট যত দৃশ্যাদৃশ্য, জীবাণু সঞ্চার
মস্তিস্কের অণুপুঞ্জে প্রকৃতি অণুস্থান।

আর।

সেরিবেলাম, সেরিব্রাম প্রকারে গঠিত,

কিন্তু, এর দুই ভাবে ক্রিয়া দুই রূপ,
পেশির সুস্বস্থ কার্য্যে করি নিয়োজন,
দেহভার সম্ভাবে রাখে অনুক্ষণ।
উল্লম্ফন, উত্তোলন, গমনাগমন,
ইহার সাহার্য্যে সব হয় সম্পাদিত।
ইহাদের মাঝে,—
সবচেয়ে মাতৃকার ক্রিয়া মহোত্তম,
জীবের জীবনী শক্তি এর মূলাধার।
মস্তিস্ক, ফুস্ফুস্, হৃদি, অক্ষুণ্ণ রাখিয়া
আঘাতিলে মাতৃকায় নিমিষে মরণ।
ঐক কৈন্দ্রায়িক বৃত্ত, শক্তি অনুসারে
চারি কেন্দ্র, যথা যত ব্যাসার্দ্ধের হারে।
প্রতিঘাত, স্বৈরিণী, নিয়মন আরও
শক্তির সাধন ওই স্নায়ু সমস্যায়।
হেরি।
করোটী মস্তিস্ক আর পৃষ্টবংশ মজ্জা,

একরূপ শক্তি অণু স্নায়ু উৎপাদক।
মাতৃকা যোজক যুগ্ম, স্নায়ু মোহানায়
অপূর্ব্ব শক্তির ক্রিয়া প্রতিভা মনের।
মন্ মস্তিষ্কের অণু, ত্রিগুনী মাঝার
স্নায়ুতে মনের গতি নিত্য বিদ্যমান।
স্থুল, সিদ্ধি, সাধক প্রবর্ত্ত যোগাচারে
চারিমুক্তি মন-ভক্তি তত্ত্ব নিরাকার।
মন-বসা, মন-লোণ, মন-স্নেহ আর
জল.বায়ু শুভ্রধূম্রে তিন উপাদান।
মন এক ছাপা কল, প্রাণ তার মসী,
মনে প্রাণ যুক্ত হয়ে শক্তি বর্ণে কালী।

বর্ণে।

প্রাণ—শ্বেত লাল বর্ণা অপতেজ বায়ু;
এল্বোমেন-সর্করা, লোণ আর বসা
তন্তু ফাইব্রিন সবে, একটী সমষ্টি
জীবন, মনেতে প্রাণে পললাণু দেহী।

প্রাণ পথ ধমনী ও শিরা নাড়ী যত,
মন পথ সারা দিয়া করে করন্ধ "ক"।
মস্তিস্কের স্নায়ু—
একত্রিশ স্নায়ু ওই মেরু রজ্জু গত,
থাক্ এরা ; মস্তিস্ক উদ্ভবে হেরি ওই,
যুগ্ম স্নায়ু ওত হেন জ্ঞান সুগ্রাহিকা ?
ষড় অনুভূতি সাধে দ্বাদশ প্রকারে।
নাকে যুগ্ম ঘ্রানেন্দ্রিয় ঘ্রাণ গরহনে ;
নয়নে ত্রিযুগ্ম এসে দরশনে রত,
একে চার দ্বিসহায় গতির সাধিকা।
চক্ষুকর্ণ নাসিকায় জিহ্বা মুখ গালে
যুগ্ম এক চৈতন্য সাধিকা ; আর এক
চর্ব্বনের গতি নিত্য করিছে সাধন।
ষষ্ঠ চলচ্ছক্তি, সংসাধিকা অতি ভাল ?
সপ্তম দ্বি দুই ভাগে শ্রবনের কাজে
আছেরত। আর তিন, দ্বাদশ ব্যতীত

চৈতন্য সাধিকা শ্রেষ্ঠ জীবন-কারণ।
শেষোক্ত মনের পথে প্রাণ প্রেসীমন,
হৃদপিণ্ডে স্বাস যন্ত্রে, অন্নবহা নালে
উপনীত হইয়াছে প্রাণ অনুরাগে,
স্বর, স্বাস, ত্যাগ ক্রিয়া করি সম্পাদন।
মন প্রাণ অণু যুক্ত জীবাণু সকল,
প্রেম রসে ভাসি করে লালা নিঃস্বরণ।
দ্বাদশে দ্বাদস বিদ্যা, মহা বিদ্যা বাণী ;
অবিদ্যা পার্থিব মুদ্রা, লক্ষ্মীর সম্পদ।
সহ অনুভূতি স্নায়ু শ্রীরাধা কৃষণে
ব্রহ্ম শিব শক্তি তারা দম্পতি যুগলে।
মিলে মিশে লক্ষ্মী বাণী লিখা বক্তৃতায়।
বাণীশ্বর ও আওয়াজ বা উচ্চারণ
গীত-বাক্যাবলী। লক্ষ্মী মুসী কিম্বা কালী
কবি কাব্য দম্পতি বা যুক্ত অণুতায়।

অণুকত ?

অগণ্য অণুর সংখ্যা, কিবা, মন প্রাণ
অথবা জীবাণু বল ব্রহ্মাণ্ড সমান।
এই না ভুবনে যত সৃষ্ট জড়াজড়,
প্রত্যেক অণূর মাঝে, সব সংস্থিত।
হেরিছি সহস্র প্রাণী সজীব নির্জ্জীব
সমস্ত খেয়াল ভাসে মস্তিস্ক অণুতে।
হেন আর ঘ্রাহে ঘ্রাণ, শুনে নানা কথা।
করি অস্বাদন রস, পরশি বোধন
কঠিন কোমল; খুলি স্তরে স্তরে মাথে,
আকৃতি সভাবে সব পাইয়াছে স্থান।

অণুতত্ত্ব।

কে করে অণুর তত্ত্ব, বিভাজ্য প্রথায়?
মূল উপাদান সার চিহ্ন বিধাতার?
কে শুনে অণুর গাঁথ।—বিবেক-ভারতী?
কে করে এ ক্ষুদ্র স্থান, ব্রহ্মাণ্ড-ভবণ?
সতত প্রমাণ অণু পরিদরশনে?

কে করে পরশ প্রাণ মনঃ আলিঙ্গনে ?
কে করে মানস জিহ্বে, রস আস্বাদন ?
কে করে অণুর ঘ্রাণ, অমোঘ গ্রহণ ?
শ্রীকৃষ্ণের বংশীস্বর, রূপ শ্রীরাধার।
ধেয়ানে পরশে স্মৃতি সিদ্ধি যোগাচারে
যুগল মিলন-রস, বিম্বে যমুনার
কুম্ভকেত রতি গন্ধ, কে লহে রাধার ?

হায় !

তন্ন তন্ন তন্ন, পুঙ্খানু পুঙ্খানু করি
দেখিতেছি অণু ; কিন্তু, অণু, অণু নহে,
পরমাণু ; ভাবে তণু ভাণুর সমান।
দৃশ্যভাব তেহেনেই, দেহে অবিকল।
আমিত্ব অণু যা কার ? তবে চেতনতা,
কোথা গত ? কোথা [illegible] ? সকলি তাঁহার।
এ বিশ্বের, এ বিশ্বপতির অন্বয় ;
অণুলুপ্ত অণ স্বর, হইবে নির্ব্বাণ ;

আবার জ্বলিবে দিপ্তি, আত্ম মনঃ প্রাণে
করিতে অংণুর তত্ত্বে, জীবন-সংকার।

সন্দেহ,

তবে মৃত্যু ভয় কিবা? বাসনা আবার?
যাঁর ধানী তাঁর ক্রিড়া, আমিত্ব তাঁহার?
ক্রিড়ার পুতুল আমি, আমিত্ব সংসারে।
তাঁহার নিদেশে কভু হইব যোয়ার,
জীবন বুদ্‌বুদে ভাসি; হইব আবার;
ভাটাসহ একেবারে নয় সুবিলীন
অসীম কালের ক্রোড়ে সু আট্‌লণ্টিক
সুপ্রশান্তে·························
বাজিব তাঁহারি ঘণ্টা নিয়মে তাঁহার।
ঋণধন, মনঃপ্রাণ, অণুচক্রে ঘুরে;
বাজি বেস্! বেস্ বেস্; কতযে বাহার?
ঘুরিব না বাজিব না বন্ধ হ'লে আর,
ছাবি যবে পর হাতে, কেন অহঙ্কার?

কত দয়া !

নানা ; ছাবি এর পরিমিত পানাশন,
বিধিমত মস্তিষ্কের অণু সংপুরণ ।
বিকারে বিহার এর বাসনা গহ্বরে
অনিয়মে মস্তিষ্কের অণু সংহরণ ।
বিকার, ছয়টী দৃশ্য, মরিচা ঘড়ির
অণু তত্ত্বে ছয় সাপ ; জ্ঞান উন্মেষণে
ছাবি দেয় তিনাঙ্গুলে, লিখনি সহায় ;
যুগপৎ কাল নামে, অণুত্ব অমর ।

অণু 'বিভু' ।

বুঝিলাম অণু স্বর, অণু মূল ধাতু,
অণু মনঃ প্রাণ অণু ক্ষুদ্র, আতমার,
সত্ত্ব রজোস্তম নাম, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ;
শুদ্ধ অণু পুঞ্জে বড়, ভানুর নির্ম্মাণ ।
স্বাগত ভবান ভানু ! জীব অণু তত্ত্বে
কর আজি মস্তিষ্কেতে করস্থ ওম্ "ক" ।

করিলাম স্থির।

নাহি কিছু প্রয়োজন যাব চৈত্ররথে,
নৈমিষ কাননে যাব, যাব হিমালয়ে,
শ্রীগন্ধমাদনে যেয়ে শত শৃঙ্গে যাব,
বরষ আতপ শীত যথায় বিরাজে।
দেবী-ক্রীড়া নেহারিয়া গঙ্গার সলিলে,
যাব স্বর্গে স্বামী পত্নী, বাসনা বর্জ্জনে।
পুত্র পিণ্ড বিনা নাকে পারিব কি যেতে?
পিতৃ ঋণ কিসে হবে উদ্ধার ভুবনে?
পুত্র উৎপাদিতে কুন্তি, করিব নিদেশ,
মাদ্রী তার অনুগতে পূরাবে বাসনা।

স্বপ্নে যেন!

একি স্বপ্ন বিনা ঘুমে মিথ্যা কল্পনায়?
নাকি সহস্রারে? আমি সত শৃঙ্গে যেন!
কি ভাবিয়া কি ভাবিছি কল্পনা অসার!
ক্রমশঃ হাঁটিয়া এনু জল্পনা আমার।

ধরম, পবন, ইন্দ্র, হাকগো কুনতি।
মন্ত্রে পুত্রত্রয় লভ যোগে সিদ্ধেশ্বরি !
ভবন্তী যখন তুমি কে কবে স্বৈরণী ?
মাদ্রী অনুগতা তব সতা সোহাগিনী ;
চাহে দীক্ষা, কর তারে মন্ত্র দান পরে,
মুকুরে সঙ্গম পায়, যেন আশ্বিনেয়।
হবে তবে, মাদ্রীসুতদ্বয়ে, পঞ্চ পাণ্ডু
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন, নকুল সহদেব ;
পিতৃ-লোক-পাণ্ডব নামেতে পঞ্চ পুত,
স্বর্গের মোহন দূত রহি পঞ্চ দ্বারে।
দর্শন, স্পর্শন, ভোগ ত্রিবিধ মিলন
ভোগ, স্পর্শ, নরাসুরে, দৃষ্টি দেবগণে।
নর-সুরাসুরে, সুসম্ভোগ ত্রিমিলন,
দেব দৃষ্টে, নরে স্পর্শে, অসুরে কুভোগে
হাসি ভাল দেবতার, হাস্য দরশন
রূপ, রস, শব্দ গন্ধ প্রেমিকের ভোগ।

স্থূলী-নর, স্পর্শ করি নারী সেবা করে,
দর্শনে স্পর্শন চাহি দেবত্ব সংহারে।
অসুর কদলী বৃক্ষ, কলা করে থোরে,
অর্দ্ধ খণ্ড করি ফল অর্দ্ধ খণ্ড ধরে।
অসুরে শৃঙ্গারবৃত্তি, পক্ষী পশ্চাচার,
নরের পরশ শুধু কিঞ্চিৎ বাহার।
দেবের কেবল দৃষ্টি, কটাক্ষ মিলন,
প্রেম পাশে বাঁধাবাঁধি—সুখ সম্মিলন
কানিন ক্ষেত্রজ পুত্র, মাতৃ-পিতৃ-লোক,
সূক্ষ্ম তত্ত্বে সূক্ষ্ম ভোগ কল্পনা-শৃঙ্গার।
যদি শক্তি থাকে বক্ষে, দুই মহাদ্বীপে,
দুই লোকে, সূক্ষ্ম সুখ দুই অনুরাগে।
দেবী-প্রাণ, দেব মন সম্মিলন সুখ!
সুখ অহঙ্কারে বিধি, সু[illegible] পরিহার।
জানিয়াছি ভবিতব্য, বিধাতার দান,
নিরাময় মনঃপ্রাণে সুখেরি আদান।

আত্মতত্ত্বে আত্মোৎসর্গ, তেয়াগ পদ্ধতি,
শুনগো ধমনীদ্বয়! তনুয়ে কি কয়।
শুন কি তনুর কথা
তনু যে কি কয়।
তনুয়ে মনের সুখ শুন।
তনুর কথা। "মনা ভাই যাও তবে উড়ে।"
কে তুমি অতিথি!
যাবে নাকি?
কত কাল রহিবে এখানে?
ছিলনা এখানে যারা
আসিল'ত কত তারা
আবার চলিয়া গিছে
যার যেই স্থানে?
তুমি কি রহিবে হেথা,
করিয়াছ মনে?
কেনহ খেলিছ হেথা?

দেখেও দেখনে নাকি ?
এয়ে গেল কত জন,
করি খেলা সমাপন,
আয়ু-সূর্য্য অস্তনিতে
খেলা সাথি ফেলি ?
নাহি কি তোমার রাত্র,
খেলিবে এখনে ?
পাঠক কি তুমি ?
পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ রবে ?
পাশ হ'ল কত জন,
নর হ'ল দেবগণ,
ফেল হয়ে রবে তুমি
পড়িতে কেবল !
উপযুক্ত হবে কবে ?
নাহি দৃঢ়পণ !
হবে,-পাঠক-দর্শক ?

তুমি বসে রবে কতক্ষণ ?
টিকেট লইয়া এলে
তামাসায় কুতুহলে,
যবনিকা পড়ে গেল,
গেল কত জন।
এখন রয়েছ বসে, মূঢ় অভাজন ?
মনে মনে মহাজন ?
দেউলিয়া-আশা কারবারে ?
আসলে মুনাফা করে
হাট ক'রে গেল ফিরে !
স্বপনের এক মেলা
রহে কতক্ষণ ?
বিদেশে কি মোহে জানি,
ভুলিছ আপন।
"না না ; না না"
যেন বলিতেছে ;

হেন মনে লয়।
তবে কি পথিক তুমি ?
বৃত্ত পাশে ঘুরিতেছ
সতত ভ্রমণ ?
কোন বিন্দু হতে গতি,
কোথা যেতে কর মতি ?
পরিধির চাপ অৰ্দ্ধে
থামিছ যেমন ?
বাসনা এখানে র'তে ?
নারিবে কখন !
সব ভুল,
তুমি পিঞ্জরের পাখী এক
ত্রিভুবন-বৃত্ত-আসি,
সম পরিধিতে তুমি,
অন্তর্দ্দিক দিয়া সদা
বেড়াইছ সুখে।

ভাঙ্গিয়া যেতেছে খাঁচা
হেরনা নয়নে !
ওরে ভাই !
ও কে মন প্রেম ?
ভাল বাসা মম ছাঁদ,
ছিরে যায় কত বাঁধ,
সেরামতে নাহি দৃষ্টি,
তব অভিমান—
রহিবে আমায় নিত্য ?
বেহায়া বে মান !
আসিহে !—
সর্ব্বস্ব, তব ভাই !
পাঠ্যালয়-নাট্যালয়,
পান্থশালা শোভাময়,
অতিথি নিবাস আর
প্রেম-লীলা ভূমি,

শাসের পিঞ্জর রাজ্যে
রণক্ষেত্র আমি।
আমি,
নবদ্বারে সুশোভিত ভায়া
পিঞ্জরই তব দেহ
তোমা পেয়ে মনোহর,
ভবিষ্য বিরহে কাঁদি
আমি অহরহ।
তুমি ভেগে খাঁচান্তরে
করিবে গমন।
কর্ম্মপাশে বদ্ধ পাখি তুমি
আরো জাতে বিহায়স।
গিয়াছ উড়ন ভুলি,
মুক্তদ্বারে মুক্তি-বুলি,
ভক্তিমার্গ-শুন্য কেন্দ্রে—
আমার বাহিরে

আত্মতত্ত্বে আত্মপ্রীতি
পরে কিহে মনে ?
পরস্পরে নাহি পরিচয়,
এক ঠাই দুই ভাইয়ে।
যত প্রেম মাখা মাখি,
কেবল বিলাসে থাকি,
আর নাহি লাগে ভাল,
গেলে উড়ে যাও।
যাহ যার কাছে ছিলে
স্বেচ্ছায় সেখানে।
ভালবাসা যৌবন সময়ে ;
বিচ্ছেদেও এঁই কালে।
যদি ভালবাসি থাক,
মম অনুরোধ রাখ,
দশম দরজা দিয়া
নিজে উড়ে যাও।

এসনা বিষ্ণুর মাঝে
বাসনার টানে।
যাবে নাকি?
যাহ ভাল!
হাট তিন বার,
ডে'কে "ভাই"
এক দুই তিন গ'ণে,
তিন লাফে তিন দিনে,
উঠি মম শির প'রে
উড়ি শুন্যে ধাও।
হলে মুক্ত খুলিদ্বার
যাহ উড়ে মনে!
যাবে নাকি? মনাভাই!
যাও তবে উড়ে।

মাদ্রী। বেস বেস,——;

কুন্তী। রাখ; শুন! মন, বলে তনুভরে!

মনের গান। তনু তোরে ভুলিব কেমনে?

কোন প্রাণে দিলেরে বিদায় ভাই!

অমি তবে উড়ি যাই যাই।

মুখে না ফুটে কথা!

এই কি প্রেম প্রথা?

আজি কি কুদিনে ভাই

বুঝিছ বালাই।

তবে যাই যাই যাই ভাই!

হাসিয়া নাচিয়া

কোলা কোলি দিয়া

আমোদে মাতিয়া

বিরহে ভাসিয়া

নীরবে কাঁদিয়া

চলে যাই—।

তনু তোরে ভুলিব কেমনে?

হা, তনু তোরে ভুলিব কেমনে?

আরো

সুখে থাক তুমি হে,
আমি চলি যাই হে,
বাসনা গিয়াছে মোর
আমি ভবে নাই—;
অনন্ত সে ব্রহ্মময়ে,
আমি ভবে নাই !
কোথা জানি যাই
ওরে ভাই !
মৃদু মৃদু বায়ে দোলে,
উঠিয়া কাহার কোলে,
সকলি ভুলিয়া যেন,
কোথা চলি যাই—
পবিত্র শান্তির জলে,
অবগাহি কুতুহলে,
মধুর মধুর বোলে

হরি গুণ গাই

তনু তোরে ভুলিব কেমনে ?

হারে, তনু তোরে ভুলিব কেমনে ?

হা

নিমিষেতে কাল

ভা

কোথা চলে গেল ?

ধন্য হে ভ্রাতৃত্ব-প্রেম,

বিয়োগ সাফাই—

তরুলতা দম্পতি এ ছাই।

ধন্য ধন্য নিরবাণে

এক গেল আর সনে,

আগে হাসি পরে কান্না,

ভাইয়ে ভাইয়ে ঠাঁই,

বিরহ যাতনা যত

সকলি হয়েছে হত

আর কিছু নাই ভাই।
আর কিছু নাই।
তবু যেন—
তনু তোরে ভুলিব কেমনে ?
ওরে
তনু তোরে ভুলিব কেমনে ?

পাণ্ডু। শুনিলাম বুঝিলাম বিয়োগ যন্ত্রনা।
কত যে মমতা প্রাণে কত যে মমতা !
পুরঞ্জয়, শক্ত্যাভাবে সতী-দেহ লয়ে
করিয়াছে পীঠস্থান পূরব গোলার্দ্ধ।
মমতা, মমতা নহে, পরতা কেবল,
পুরঞ্জন কেন জানি কাঁদে দেহ তরে ?
পুরন্দর ভ্রমে অঙ্গে শচী ইচ্ছা করে।
জন্মই মৃত্যু, ভাবী বর্ত্তমান কলে।
ওইত মুকুরে হেরি কুন্তী-মাদ্রী সুতা
পঞ্চভুত পঞ্চ প্রাণে দ্রোপদীরে লয়ে

সূক্ষ্মভাবে সূক্ষ্ম তত্ত্ব করে উদ্বোধন ?
বুঝিলাম, গর্ভ হতে হ'ল দেহ স্থল,
হয় দেহ লোক ; কর্ণ অভিমন্যু স্থূল,
ভক্তি চিত্র ; অনুষ্ঠান ভক্তি দম্পাতির
পিতৃ-মাতৃ-লোক। কুরুক্ষেত্র রণস্থল।
সূক্ষ্ম স্থূলে নাশানাশ, দৃষ্টান্ত বাহার।
চন্দ্র- সূর্য্য অবতার, কর্ণ-অভিমন্যু
শুক্রের শোনিতে স্থূলী, হবে যুদ্ধে ক্ষয়।
"সূর্য্য-সুত ষড় রথীসনে চন্দ্র অবতারে
অভিমন্যে বধিছে দ্রোণের বক্রব্যূহে
তারপর অভিমন্যু-পিতা বৃহন্নলা
বধে সূর্য্য-সূত কর্ণে বিষম সমরে"
এই চিত্র যেন ওই ভাতিছে মুকুরে ;
কি রহস্য জানিবা গোপনে ? কুন্তী মাদ্রী !
কর্ম্মলোক আত্মদান, তনয় দোহার
বৃষকেতু পরীক্ষিত, চতুর্থ মুকতি।

দেখাবে বাহার চিত্রে মমতা বিচ্ছেদে ।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম প্রার্থী পাবে না নির্ব্বাণ,
আত্মোৎসর্গ, সালোক্যাদিত্রয় এরা ভবে ;
নারিবে করিতে নিজে মায়ার ছেদন ।
পাগল পাগল তারা । পাগলত নয় তারা ;
পাথস প্রকৃতি ইন্দ্র, মুক্ত চরাচরে
ভাল যাঁরা তাঁরা শুধু স্বভাবে পাগল ;
আছে বলে মায়াবসে আত্ম অহঙ্কারে ।
পাগল পুরুষ শ্রেষ্ঠ, বিশ্ব প্রেমী যাঁরা
বিশ্ব আত্মবৎ জ্ঞানে করে সর্ব্ব ভোগ ।
পাগলের পরলোক, সূক্ষ্ম অবতারে
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ফিরে নাম চক্র ধরে ।
কেহবা পাগল নিজে, গ্রন্থের আকারে,
বাণী-মুক্ত হয়ে রহে সাকার বচনে ;
কেহ বা ফিরেছে নিত্য বক্ বক্ করে,
ধরণীর নানা স্থানে স্বভাব বর্ণিয়া ।

পাগল ব্যতীত যত সুখী দুঃখী হেথা,
কভু জন্মে কভু মরে নশ্বর সংসারে।
আমি কি পাগল তবে? নহি আমি প্রেমী।
তবে প্রেম ছলে কেন, পিতামহ ধ'রে
যত, পুত্রাদি দর্শন? মুকুর প্রভাতে?
ওইত সঙ্গম ভাসে, মুকুরের চিত্রে?
আত্মনাশে ভার্য্যা শক্তে যেন মুনিশাপে?
বৃথা যোগ যাগ তবে, বৃথা অনুষ্ঠান।
বৃষকেতু পরীক্ষিতে হয়ে স্বার্থকতা,
হইবে মুকত শ্রেষ্ঠ ব্যাস পরিবার।
মাদ্রি! চল তবে কুন্তী ছেড়ে এবে,
করিব শৃঙ্গার তোমা মহা অনুরাগে।
কামুকের মৃত্যু প্রথা, দেখাব মিলনে,
নিয়তির সম্পাদন কর্ম্ম অনুসারে।
বনে পর্য্যটন ভাল বনে স্ত্রীরমণ;

রমণ শমন দৃশ্য সংহার-পাবন।
মদ্রে সূতে ! লুকহ কিরলে, আস !
শত শৃঙ্গে শত ভোগ করিগে গোপনে ॥
মাদ্রি। স্পর্শন সম্ভোগ দেব ! বিবেক বর্জ্জিত।
কেন তাহে অভিরুচি পীবর স্বভাবে ?
পতীর অনুজ্ঞ সাধ্বি করিবে পালন,
থাক্ থাক্ মনোব্যথা কবনা এখন।
বুঝিলাম নাথ ! আজি কর্ম্মের নিয়তি,
সঙ্কেত করিছে যম, সহ সুমরণ ।
জন্মিমে মরিতে হয় যখন সংসারে ?
মরিব চিতায় এক কি ভয় স্বামিন !
পাণ্ডু। কেন মাদ্রি ! তোমার কি দোষ এর মাঝে ?
তুমি কি দিয়েছ শেল মৃগীর অন্তরে ?
আমার মরণে তব হইবে মরণ ?
সত্যই কি প্রিয়তমে ! দোহে একাত্মায় ?
তবে সুখ, দুইজনে এক সাথে যাব ;

অভিশাপ নহে তবে সম্পূদ উহায়
মাদ্রী। হিতে বিপরীত জ্ঞান, হয় মৃত্যুকালে।
নতু ত্যক্তবৃত্তি, কেন করে সম্ভাষণ?
থাক সব। ভাবি আগে নিয়তি সঙ্গত।
ভাবি কি পতঙ্গ প্রেম প্রদীপের সাথে।
আশ্রিত লতিকা ছেড়ে তরুটী কখন,
পরেনা একেলা ঝড়ে সমূলে উৎপাটি;
আশ্রয়ের সনে হয় আশ্রিত মরণ,
দম্পতির ধর্ম্মে কেন, হব বিস্মরণ?
ভর্ত্তা-অর্দ্ধাঙ্গিণী ভার্য্যা, সহধর্ম্মাপত্নী,
কামুক কামিনী প্রাণ—কামরতি এক।
প্রাণ গেলে শব দেহে থাকেনা বাহার;
অর্দ্ধদেহে কেন তবে, হবে কু-ব্যভার?
নারীধর্ম্ম তিন তিথি না হেরি যখন,
করিবে রমণ স্বামী,—নিশ্চয় মরণ।
হো'ক তবে প্রিয়তম! স্ব-ইচ্ছা পূরণ,

নাহি ভয়, তুমি যে মরিবে, প্রাণ পোড়ে।

পাণ্ডু। অপরঅজিতা লতা তুমি, আমি এই
করবীর গাছে যবে লয়েছ আশ্রয় ;
মুকুলে কুসুম রাখি কর আলিঙ্গন,
বল সুখে আখি মুদি "আহা মরি মরি।"
আসিয়াছ আড়ে ?
এই জড়িলাম।
এত বুঝি লয় ?
ফুল প্রাণে মুকুল পশিল হায়।
অণুরেণু সুপরাগে চুমি চুমিল !
মুকুল ফুটিয়া গেল,
মরি হায় হায় !
মধুপানে যম আলি
শৃঙ্গার লালায়।
কেশলতা, গাছে বেরিল,
পুষ্পাঙ্কুরে কলি-শিশে

সুখে ঘর্ষিল।

বিষ দুই ফল ধরে, কবরী দুলায় !

তরু বল্মী ভুতলে লুটায় !

করি করম্ব ওম্‌ক।

ইতি পিতৃ লোক।

দেহলোক।

অপরাহ্ণে চারি বাজে সুধী কর্ণবীর

নিদ্রোত্থিত হয়ে হেরে পদ্মাবতী ধারে,

আরসি চাহিয়া বসে কুন্তল করিছে;

প্রতিবিম্ব দম্পতির নিরখি গোপনে।

সামায়িক স্বভাবের প্রতিকৃতি স্মরে

কহিলেন তত্ব কথা এ হেন প্রসঙ্গে;

কর্ণ। দেহ লোকে আত্মতত্ত্ব অতি সুখময়।

তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিলে দুঃখ নাহি যায়।

সুখ আছে বটে নিজ তত্ত্ব মীমাংসায়,

হেরিলে বিভৎস কত মরি কিন্তু লাজে।
মানসিক গুণ দেহে আত্ম অলঙ্কার,
ষড় দোষ রিপু সবে করিছে মলিন।
গুণ-দেব অলঙ্কার, গুণ দেবতার,
দোষ মানবের দোষ হেতু নরকের।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎশর্য্য
এই দেহ কাচে, বহির্দ্দিক হ'তে চেলে,
ভিতরেতে দেখা যায়, মনে আত্মসুখ,
কাচপাতে দৃষ্টি প্রায় ভিতর দিকের।
ধ্যান পারা দেহ কাচে লাগাইয়া আগে,
চেয়ে অন্তর্দ্দিক পরে বুঝিব মুকুর,
বুঝিব মুকুর দেহে গুণ বুঝিবার,
গুণত্বের গুণ স্বাচ্ছ্য গুণ চাহিবার।
"রূপং রূপ বিবর্জ্জিতস্য" ভবতো
"ধ্যানেন যৎ কল্পিতম্" ব্যস বৈকল্য
"স্তুত্যনির্ব্বাচনীয়তাহিখিল গুরো

দূরীকৃতা জন্ময়া। ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং
ভগবতো যত্তীর্ণ যতীর্ণ যাত্রা দিশা,, দর্শনে।
জানিয়া ত্রিকাজ দোষ চেল ব্যাস ক্ষমা।
আত্মতত্ত্বে ব্যাস ভাব পড়িয়াছে মনে॥
দেহান্তরে সূক্ষ্মতত্ত্বে গুণভাতি যত,
নিরন্তর অমিতাভে প্রতি ফলিতেছে।
লুকান তিমীরে আলো, জ্ঞানের তীবর
নাশেবহ্নি জলে যথা—বিচ্ছেদে মিলন।
দোষ অগ্রে গুণ গেলে দোষ করে ম'রে
কেবর নরত্বে তেন সমূলে সংহারে।
ধ্যান, পারা—মন, তীর্থ—সূক্ষ্ম দেহ, কাচ—
স্তবোচ্চার, অহঙ্ আতমা,তীর্থ যাত্রী।
প্রোক্ততত্ব আত্মতত্ব কার্ত্তব্য সাধন,
দোষ নাশে জীবনের যুদ্ধ মহারণ।
হেরিছি দর্পণ, ইথে আছে কি আমার?
আছে কাচ, আছে স্বাচ্ছ্য আছে পারা আর,

মূক্তিতত্ব পরাপরা প্রকৃতি আমার।
কাচ, সূক্ষ্ম স্তুতি স্বর; স্বাচ্ছ্য দৃষ্টি কাচে—
মূলবোধ গ্রন্থাবলী—দোষতত্ত্ব পাঠ,
ধ্যান পারা কাছে লিপ্ত সূক্ষ্ম ব্যবহার,
আছে যত সুখনীতি কর্ত্তব্য কর্ত্তার।
গুণ-বাণী, নম্রতা, ধীরতা, ক্ষমা, দান,
নিরবৃত্তি, সত্তরজোস্তম,—কেলী বৃক্ষক্ষার
এই পঞ্চ সম্মিলনে কাচোচ্চার মম,
নিয়ম, নিয়তি বশে, সমর প্রথায়।'
কাচের ভিতরে রিপু হেরিব যখন,
পারা দিয়া সেই কাচ লেপিব তখন,
তদন্তর স্বাচ্ছ্য দৃষ্টি করি সু-কৌশলে
ষড় অরি বিনাশিয়া হইব অমর।
সূর্য্য-স্থূল বিনাশিবে ইন্দ্রের নন্দন?
স্থূল নাশে কুরুক্ষেত্রে করিব সংগ্রাম।
পিতা পুত্র মিলে যুদ্ধ করিব সমরে,

জীবনের যুদ্ধ ইহা করিতে প্রমাণ।
স্বভঙ্গ প্রবণ কাচ, দেহ বিনশ্বর—
ভগ্ন কাচে পারা স্বাচ্ছ্য সঙ্গে সঙ্গে যায়।
ভঙ্গুর এ দেহলোক এ ধরণী মাঝে,
না ভাঙ্গিতে বিভু আজ্ঞা পালনই সার।
যার বস্তু সেই নিজে ফেলিবে ভাঙ্গিয়া।
স্থূলত্ব সংহারি নিজে সূক্ষ্মত্বে আসিয়া
সূর্য্যের তনয় কর্ণ, সূর্য্যেরত নয়?
দেখাইব পিতৃ ভক্তি লুঠিআ আত্মজ।
মাতৃ ভক্ত হয়ে আরো করি আত্মদান,
যার কাচ তাঁর সাঁচে দিব পদ্মাবতি!

পদ্মাবতী। সুধিলে আমায় বেস্, পড়ে কিহে মনে,
শিক্ষাকালে গুরুদেব পরশু রাম শাপ?
ব্রাহ্মণের হোম ধেনু ভঙ্গন অজ্ঞাতে?
তদ্ধেতু ও ব্রাহ্মণের এক অভিশাপ?
মৃত্যুকালে না পাবে ব্রহ্মাস্ত্র রথ চক্র

পৃথিবী করিবে গ্রাস, ব্রহ্মবরচসে।
গুরু ব্রাহ্মণের বাক্য না হয় লঙ্ঘন,
প্রাণেশ্বর! চাহ মুক্তি প্রাণ বিসর্জ্জন।
যার হস্তে হতে মৃত্যু করিছ বাসনা,
তাঁর পুত্র কর বধ অন্যায় সমরে;
সপ্তরথী ব্যূহচক্রে অভিমন্যু বধ,
করহ হইবে তব মৃত্যুর কারণ।

কর্ণ। কৈমনে জানিলে প্রিয়ে! হয়েছে স্মরণ;
যমুনায় স্তোত্র কালে মাতৃ উপদেশ।
অভিমন্যু, চন্দ্রইত গুরুপত্নী হ'রে?
করিব নিধন তাঁর কর্ম্ম অনুসারে।
চন্দ্র যুক্ত হবে, সূর্য্যে সমর প্রসঙ্গে,
নিরবানে, ব্রহ্ম হবে ইন্দ্রে সুশীতল।
স্থূলত্ব বিলোপ—সূক্ষ্ম হয় দেহ লোপে।
তনুত্যাগ নহে মৃত্যু বীরত্ব প্রভাবে,
বীর ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের শুধু যুদ্ধ করা,

নক্ষত্র হইতে সূক্ষ্ম স্বরগ উপরে।
দেহ স্থূর দ্বিতীবর, ধিবরে দ্বিলোক,
প্রণালী উপরে তরী কুরুক্ষেত্র রণ।
পদ্মাবতী। প্রাণপতে! ব্রহ্মলাভ সহায় আমার
সুব্রাহ্ম মূহুর্ত্ততেই সেবহ আমায়।
আমার দর্পণ এটী নহে কি তোমার;
আমার অর্দ্ধাঙ্গ তুমি হেরত সুন্দর?
তুমি কাচে ওই স্বাচ্ছ্যে তব পারা আমি
দুই মহাদ্বীপ তায় নেহার কেমন!
পরস্পরে আছে প্রেম সহ অনুভুতি,
হাসি কাঁদি সুখ দুঃখে অশ্রুবারি ক্ষয়।
রব সূক্ষ্মে স্থূল আশা করিয়া বর্জ্জন,
স্থূল নাশে কুরুক্ষেত্র আঠার সমর।
কর্ণ। নাহি ব্রীড়া বল প্রিয়ে মন খুলে মোরে,
স্থূল নাশ, কেনইবা উদিল ইচ্ছায়?
স্থূলভাব কোন কাজে নাহি দেবি! মোর,

আছে কি তোমায়, বল থাকিলে কাহার।
পদ্মাবতী। বেস্ বেস্, সানু প্রস্থ গহ্বর কি নয়?
উচ্চতা কি হয় কভু নীচতা না রলে?
বিরহের দুঃখ বিনা, মিলনে কি সুখ?
নরক ব্যতীত স্বর্গ বুঝিবে কেমনে?
প্রদীপ কি ভাতে দেশে? অন্ধকার বিনে?
মনে ভেবে দেয় নাথ! শৃঙ্গার লঙ্ঘন,
আত্মজন্ম হয় কিসে আত্মজ অভাবে?
বুঝ নাই সূক্ষ্ম তুমি। স্থূলী অভিমন্যু,
উত্তরার পাণি গ্রাহী, সুত সুভদ্রার।
তুমি যথা পাণ্ডবের বৈপিত্রেয় ভ্রাতা,
সেহ তেন বৈমাত্রেয় কৃষ্ণা—পঞ্চ সূত।
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেব,
জানি [illegible] সাধারণ দ্রৌপদী জঠরেঃ
প্রতিবিন্ধ্য, সূত সোম, শ্রুত কর্ম্মা আর
শতানীক, শ্রুতসেন এই পঞ্চ জনে।

পঞ্চ স্বামী হল যাঁর পঞ্চসূত তাঁর
পঞ্চ সূক্ষ্ম পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চ প্রাণ হরে।
যেন্নি স্বশ্রূ তেন্নি বউ
কার চেয়ে নহে কেউ
ভেবে দেখ সূক্ষ্ম স্থূলে তোমরা কেমন,
আমি ও উত্তরা সঙ্গে, হইব যেমন
কর্ণ। হাঁ বটেতাই বটেত সুন্দর? দাম্পত্য
দম্পূতি যুগলে প্রশ্নে হবেত উত্তর?
পদ্মাবতী। কল্লে নেও উত্তর উত্তর, সুসত্বর!
আমি দিব সদুত্তর অতি শীঘ্রতর।
কর্ণ। প্রিয়ে! কাম উপজিল মোর,
রাখিতে কি আছে জোর?
পদ্মাবতী। পতে! পায়ে ধরি নাহি নারীধর্ম্ম
কর ধ্যান পরিণতি।
পরে গেল পারা।
স্বাচ্ছ্য চাহ ওই।

হবে সূক্ষ্ম অবণতি।
আমি তীর্থ।
কাম আর রল কি এখন ?
দৌপদীর স্বয়ম্বর আছে কি স্মরণ ?
কর্ণ। বুঝিলাম আত্মনাশ কামের সময়।
পত্নী হয়ে মিষ্টি নিন্দা করিলে আমার।
হতেছে বিষম ক্রোধ তব ব্যঙ্গোক্তিতে ;
বল্ কিসে ইথে রক্ষা ? এলো পাপিয়সি
পদ্মাবতী ! সম্ভ্রম হইতে প্রেম থাকে বহুদূর,
দম্পতির চাতুরালী সুখ, সুখ কত !
কর ক্ষমা, না বুঝিয়া করেছি অন্যায়।
কর ধ্যান কৃষ্ণলীলা রাধা মান ভঙ্গ।
পরে গেল পারা।
ধর তবে দুই হাতে।
হবে ক্ষতি তোমারই;
আমি কথা না কব কখন।

আমি তীর্থ।

ক্রোধ আর রল কি এখন ?

তব অঙ্গ রাজ্য কথা হয় কি স্মরণ ?

কর্ণ। হারে ঔদাসিন্য মোর !!

রাজ-দ্রোহী প্রজাগণ।

সকলেই লক্ষপতি।

সর্ব্বস্ব এদের আমি করিব হরণ।

টাকার সমান লাভ আছে কি ভুবনে ?

মূঢ় হয়ে প্রজাগণ কেমনে রাখিবে ?

পদ্মাবতী। রাজা কিহে ধনের কাতর ?

রাজা হবে দানেতে তৎপর।

কর ধ্যান-মম প্রীতি।

পরে গেল পারা।

মোরে যদি কেহ নেয় করিয়া হরণ,

লাগিবে কেমন ?

কত দুঃখ পাবে স্বাচ্ছ্যে ?

আমি তীর্থ।

পরস্ব হরণে পাপ।

লোভে দান্—

দাতা হচ্ছ পুত্র দিয়ে ব্রাহ্মণ পারণে।

কর্ণ। একি কথা? একি পদ্মা! হেরিছি স্বপন?

কোথা পুত্র! কারে আমি করাছি ভোজন?

অভাগিনী! আত্মহা হইব এইক্ষণ।

কি ভীষণ! এইত দম্পতি পুত্রে যেন,—

হায় হায়—

——————————একি রিপু?

ওনা।

মুকুরেতে প্রতিবিম্ব ভাবী।

পদ্মাবতী। আভাসেই সূক্ষ্মতত্ত্ব গিয়াছ কি ভুলে?

[illegible] ধ্যান আত্ম দৃষ্টী—

পরে গেল পারা।

গজদন্ত বাহিরিয়া প্রবেশে না কভু।

সত্যবাদীর সত্য স্বাচ্ছ্য ।

ব্রাহ্মণে সু-ভক্তি ।

ব্রহ্মতীর্থ ।

আত্মঘাতী মহাপাপী !

মোহে ধৈর্য্য ।

ওই ও মাংসাশী বৃদ্ধ আসিছে যেমন ?

কর্ণ । আমি রাজা । হব প্রকৃতি রঞ্জন ।

ব্রাহ্মণের চিরভক্ত দাতা মহাজন ।

পুত্র মাংসে ব্রাহ্মণেরে করাব ভোজন ।

ওকি কথা ? না—পারিব না ।

ওইত বাসনা যেন পুত্র প্রতিক্ষায় ?

বৃষসেন ! কেন মত্ত ব্রহ্মবধে ?

ব্রাহ্মণ সে, নহেত রাক্ষস ?

আমি এ রাক্ষসে বধ ।

করে ধরি ভাই ! কি বলিছি !

ওকি পদ্মা রাখ তারে ধরে ?

পদ্মাবতী। স্নেহভক্তি বৃত্তাকারে।
স্নেহ ভক্তি বৃত্তাকারে।
করধ্যান বিশ্বপ্রেম।
পরেগেল পারা।
বিম্বিছে প্রতিভা স্বাচ্ছ্য।
মদেতে মিমাংসা।
পরিধি-অন্তরে ব্যাসভীর্থ।
বিবেক ভারতী যোগে কর্ত্তব্য সাধন ;
ক্ষিপ্রতা পাইতে বুঝি নাহি দৃঢ়পণ ?
লক্ষ্য ঠিক নাহি তব অর্জ্জুন মতন !
পর্ব্বত পবনে কেন হইবে কম্পিত ?
কি ?
কর্ণ। লক্ষ্য নাহি মোর অর্জ্জুনের প্রায় ?
পার্থ দৃশ্য বেশী তার প্রেমিকা কপটা
আজি ক্রীড়া পরাজয় হইলে পাণ্ডব,
করিয়াছে অপমান কৃষ্ণা দুঃশাসন।

অজ্ঞাত বাসের কালে সৈরিন্ধ্রীর বেসে
দস্যাধীনে করি কাজ পেয়েছত মান ?
কীচকের পদাঘাত সভার মাঝারে।
কত যশ পাঞ্চালীর তৃতীয় পাণ্ডবে !
সূর্য্যের নন্দন আমি, মহা তেজবান
আমি ত হেরিনা কারে আমার সমান ?
তুমিও উত্তম প্রিয়ে আদর্শ রমনী,
কর্ণের মহিষী বলে যশাশ্বিনী তুমি।
"অশ্বত্থমা হত ইতি" ভাসে এ দর্পণে,
যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর স্বর্গগতি লাভে !

কেমন ?

পদ্মাবতী। আত্মদোষে কর ধ্যান, ভাবি পরগুণ।

লেগে গেল পারা।

তীর্থ যজ্ঞসেনী ?

স্বাচ্ছ্য সুবিচার।

সত্যভামে কি কহিছে জান সব কথা

শুনি সদাচার উক্তি আলোচি আপনে ;
"সত্যভামে ! কাম ক্রোধ অহঙ্কার, আমি
পরিহরি রত থাকি পতির সেবায়।
সহধর্ম্ম দেখাইয়া অনশনে থাকি।
স্বামী অনিন্দিত কিছু না করি গ্রহণ।
গৃহেতে আসিলে স্বামি, আসন উদকে,
করি আনন্দিত। না করি ভোজন স্নান
শয়ন কথন, না হেরি আপনা পতি,
অভুক্ত বস্থাতে কিম্বা অসুপ্তাবস্থায়।
ভতৃগণ বশীভুত মম, নেহরিয়া
সতকতী, উদ্যমশীলতা, শুশ্রূষায়।
পত্যয়নে ধর্ম্মকরা করিয়াছি বোধ ;
স্ত্রীলোকে পতিসেবা, সনাতন ধর্ম্ম।
পাণ্ডবের যাবতীয় পোষ্য বর্গভাব,
করেছেন সমর্পন বিশ্বাসি আমারে।
ভৃত্যগণ কৃতাকৃত যত বিধ কাম

জ্ঞাত আমি। গৃহোপকরণ ভোজ্য গৃহে
পরিস্কৃত, সুন্দর বিশুদ্ধ করি রাখি।
খাদ্য দ্রব্য রক্ষা করি সংযত হইয়া।
পরিচারকেরা আগে করিলে অশন,
করিলে শয়ন, আমি খাই শুই পাছে।
শুইয়া সবার পরে জাগি কিন্তু পূর্ব্বে ;
সেবিয়া নির্ম্মল বায়ু প্রত্যুষ সময়।”
আর শুন মন প্রাণে কৃষ্ণ ভক্তি কথা
শোকাবেগ যত তাঁর বাস্পপূর্ণ কণ্ঠে
“সখি আমি তব বিভো ! পত্নী পাণ্ডবের
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভগ্নী ভবে, তবু অভাগিনী !
পাইলাম অপমান কৌরব সভায়
হইনু আকৃষ্ট আরো শত লোক মাঝে।
নাহি স্বামি নাহি পুত্র বুঝিয়াছি আমি
নাই ভ্রাতা পিতা মাতা নাহি বন্ধুজন।
তুমিও নহত মোর, থাকিলেকি এত ?

এত উপহাস রটে এত অপমান ?
কি শক্তি রাখিছে হে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগং
আছে তব সম্বন্ধ প্রভুত্ব চারি ভাব
সখ্য ও গৌরব মতে ইথে রক্ষনীয়,
রক্ষাকর স্নেহভরে দ্রৌপদী তোমার”
বাস্তবিক, নিরদোষ নাহি ভবে কিছু,
সদোষ বিদোষ ভাবে সব কর্ম্ম যোগে।
চোরে চোর তিরস্কিরো ঔপহাস্য হয়,
আপনার দোষ লোকে কেন না ভাবয় ?
“নিজে দোষী, সবে গুণী” এই জ্ঞান ভাল,
মাৎসর্য্য প্রভাব নাথ না হয় উচিত।

কর্ণ। জানিলাম, রমনীর অত্যাধিক প্রেমে
কপটতা, ভালবাসা, সুস্বার্থ পরতা,
পুরুষের নিত্য হেন মিথ্যা কুবচন
আপনার পরাক্রম দেখাইতে নামে।
তোমরা রমনী জাতি নাহি চাহ ভক্ত,

অথ সিংহাসন (তক্ত)······চাহ শক্ত।
আমরা পুরুষ শুধু মিথ্যা জয়ে মত্ত
স্বার্থ পরাজয় করি স্বর্গ সুখ লয়।
স্থূল দেহী অভিমন্যু করিয়া নিধন
আপনার সূক্ষ্ম দেহ করিব বিলয়।
অঙ্গ রাজ্যে আমি রাজা তুমি পাটরাণী
ভক্তি মার্গে যাব চ'লে চাবনা এস্থান।
পদ্মাবতি! চল মোরা নিভৃতে রহিয়া
শুনি গিয়া উত্তরার অভিমন্যু উক্তি
স্থূল না নাশিলে সূক্ষ্ম না হবে উদ্ধার,
ওইত মুকুরে যেন করে তারা শুম্‌ক?
অভিমন্যু। পূর্ণ তিথি প্রেণী আজি চৈত্র জোৎস্নায়,
উত্তরে চাকোর পাখী করে সুধা পান,
ফুটিছে কুমুদরাজি সুখ সরোবরে,
তাপসে অনিল ফুল রেণুগন্ধ চেয়ে।
ভানু ওই হরি হয়ে করে প্রত্যাহার

শীতগুর আলোরাশি কেমন বাহার।
মম কি মুকুল মধু করিতে গ্রহণ
(ফুটিছে কলিকাপর্ণ গেল তিন দিন)
কে জানি সুধিছে কিবা দোষগুণ স্বরে ;
কাঁপিছে ইহাতে পাপ্‌ড়ি থর থর করে।
রক্ত মকরন্দ দানি শ্বেত মধু পানে
হলে তৃপ্তা যেন তার প্রফুল্ল আনন।
প্রণয় দর্পণে একি হেরিগো আবার
একটী স্নেহের চিত্রে চন্দ্র অবতার।
এয়কিগোআমায় যেন করিবারে গ্রাস,
সরিছে সম্মুখ পানে দম্পতির মাঝে ?
পৃথিবীর মত এক চক্রব্যূহ লয়ে
ওকে ফিরে করিবারে চঁাদর গ্রহণ ?
বয়স শোড়ষবর্ষ হয়েছে যুবক
কত আসা এ সময় কত বিলক্ষণ
ইথে কার দ্বেষ এই চক্রব্যূহে

সপ্তরথি সেজে রণে মারিছে হুঙ্কার ;
কিং কর্ত্তব্য কিং কর্ত্তব্য ? ভাবিয়া কর্ত্তব্য
গনিছে বিপদ যেন ভীষণ দূর্ব্বার !
জয় পন্থা বিনির্ম্ময়ে আছে মোর জ্ঞান,
শিখিয়াছি রণক্রীড়া পিতার নিকট।
দ্রৌপদী নন্দন পঞ্চ, পঞ্চ পাণ্ডবের
চারিটী খূড়াত ভ্রাতা বৈমাত্রেয় এক
সূক্ষ্ম তত্ত্বে নিয়োজিত সূক্ষ্ম অবতার ;
আমি স্থূল কৃষ্ণ-ভগ্নী সূত সুভদ্রার।
যাইব যে রণে বুঝি আভাস ইহার
রণ প্রতিবিম্ব তুলি ভবিষ্য প্রভায়।
ওষ্ঠেতে অধর তুলি দীর্ঘস্বাস ফেলি
আবার অধর দন্তে করিয়া গ্রহণ
অনন্য মনস্কে প্রিয়ে কপাল নেহারি
তর্জ্জনী মধ্যমা দিয়া নাশাগ্র ধরিছ ;
অন্য হস্ত অনামিকা কপোলে পরশি

কি ভাবিছ প্রিয়তমে বলিতে চাহিয়া ?
ফেলি অশ্রু ফোটা দুই হাসিলে ইষৎ ?
হা
চমকি উঠিলে কেন স্বজিহ্বা কামরে ?
প্রিয়ে !
নেহারি এভাব তব কাঁপি থর থরি
রোমাঞ্চনে উঠিতেছে অঙ্গ শিহরিয়া।
বলিবে কি ?
প্রিয়ে ! বলিবেত ?

উত্তরা। না না, আর কিছু নহে নাথ ! ভাল কথ
দুই নায়ে পদ দিয়ে আছি যে ফাপরে।
সংশাশুরীর কথা, হইল স্মরণ।
ভাবিলাম তুচ্ছ প্রাণ তুচ্ছ মম মন।
স্নেহ ভক্তি দুই পাশে বাঁধি দুই হাতে
টানিছে ধেয়ানে যেন প্রেমব্যূহ মাঝে ?
তুমি যেন এর মধ্যে যেয়ে ধীরে ধীরে

নিরদয় হয়ে রবে চাহিবেনা ফিরে।
বোধ হয় সুখ দুঃখ সংসার মাঝারে
কখন হাসায়ে স্থূলে কাঁদায় আবার;
কিবা প্রয়োজন ব'লে? বলিবনা আর,
কর্ম্মফল ভবিতব্য তোমার আমার।
যাই আমি বলিব না হবে প্রাতঃকাল,
বলিব তোমারে পরে যদি পাই কাল।

অভিমন্যু। এ কেমন? পতি মুখে দাড়ালে উত্তরে
কোষ খুলি দেখায়ে নে অসির বাহার।
ভীষ্মদেব রথধ্বজ ছেদিবার তরে
করিতেছে যেন এক সঙ্কেত প্রচার।
আছে ফল দেবব্রতে ইচ্ছামৃত্যু বর
আশীর্ব্বাদে দাস রাজ বটে ভীষ্মনামী।
শরশর্য্যা ওই হের মুকুরে আহার,
স্থূলীর মুকুরে দৃষ্টি কত চমৎকার!

উত্তরা। বটে বটে প্রাণ প্রাণ বলনা আখ্যান?

অজীর্ণ বসনে কেহ করে পরিহার ?
সুন্দর পিঞ্জর ছেরে যায় কোন পাখী ?
অমিয় রূপের ছটা চায় নাকি আখি ?
চারিকাল মানবের চতুর্ব্বর্গ ফল
চারিটী আশ্রমে কাজ চারি মুক্তি বল।
প্রথম বয়সে বিদ্যা শিখে নরগণ,
দ্বিতীয়ে স্বার্জ্জনে লভে শ্রেষ্ট মূলধন।
তৃতীয়ে সে ধনে করি পুণ্যের সঞ্চার
চতুর্থ কালেতে ভাবে সদাত্মা চিন্ময়।
মধ্যম বয়সে সুখ দাম্পত্য প্রণয়ে
উপজাত হয় স্নেহ তাহার আকারে।
শিশুবৃদ্ধ কদাচিৎ উৎসাহী সমরে,
যুবক কিসেতে তায় যায় মহাস্বপ্নে ?
বিবাহ করেছি বটে না হ'ল সন্ততি
আশার আভাসে জানি কি হইলে নতি ?
হারে প্রাণ ! আর কি বৈচিত্র্র আছে ভাল ?

বীরত্বে কি আছে সাধ বুঝি নাহি আমি!
মাকরের জালে সে নিজে মরি যায়,
প্রদীপে পতঙ্গবৃত্তি যেইমতে হয়,
বাসনা উপজে ইথে নাহি মৃত্যু ভয়,
যমের শমন বীর কুরুক্ষেত্র রণে।
বীরত্ব কি বুঝিয়াছ দান সদোত্তর,
বীরঙ্গনা নহ বলে দিবেনা উত্তর?
কেমন, তাইত?
বলিবে প্রিয়সি?

অভিমন্যু। "বাঁচাতে জীবন নহে, বাঁচিতে উত্তমে"
উত্তমতা সনে মৃত্যু বড়ই মঙ্গল।
জীবনের মধ্যভাগে নানা ফল ধরে,
যৌবনে উত্তমেতেঁই সকলেই বলে।
এই কালে হাসি ভাল, ভালরূপ কায়
ভাল সুফলের আলো ভাল সমুদয়।
প্রাণে প্রাণে মিশামিশি মিলনের সুখ

যৌবনেতে চাওয়া ভাল নিত্য আত্মলোক।
"মৃত্যু ভয়" দূর কথা জান প্রিয়ে ভবে,
"মৃত্যু-সুখ" সত্যনাম দেহ পরিত্যাগে।
যদিচ বিচ্ছেদ লোকে এক দিকে হের
সম্মিলন সুখ কিন্তু পর পক্ষে পাব।

শুনহ পরম কথা

শুক সারি বিহায়স উড়িত বিমানে,
বিশ্রাম করিত কভু বসি বৃক্ষ ডালে।
একদিন দম্পতিয়ে রথ চূড়ে থাকি
হেরিল পিঞ্জরে এক পাখী ঘুড়িতেছে।
পোষক পোষিত পালে সুখাদ্য প্রদানি
তুষ্ট করিলানা পক্ষিনীর হিয়া।
সারি ধর্ম্ম নেহারিয়া শুক কহে হাসি
আমিত তোমারে নিত্য অতি ভালবাসি।
সারি বলে বুঝিয়াছি যাহ পিঞ্জরেতে
আশা পূর্ণ করি তার মোরে অতঃপরে—?

পক্ষী বলে কেন হেথা করিবে গমন ?
তুমি হেথা র'তে কেন তার সম্মিলন ?
বাসনা করিছি আমি হয়ে সোহাগিনী
করিতে পিঞ্জর মুক্ত আবদ্ধা পক্ষিনী।
যদি মোরে ভালবাস যাহ তার কাছে
মুক্ত ক'রে এসে পরে পাবে মোরে পাছে।
"আচ্ছা তবে যাই" শুক সম্বোধিয়া "সারি"
কহিলেক "এইক্ষণে আসিলাম উড়ি।"
এতেক কহিয়া শুক পিঞ্জরে পশিল,
চঞ্চু চঞ্চু মিশাইয়া আলিঙ্গন দিল।

হায় !

প্রবেশী ভুলিল শুক পূর্ণসারি কথা,
চায়না ফিরিয়া তারে ভুলি পূর্ব্ব কথা।
যদি এ সারির কথা শুক মনে প'রে
যুক্ত সারি সহ আসে শুন্য উড়া করে ?
পিঞ্জরের পরিত্যাগে কাঁদিবে কি শুক ?

অথবা পূরব ভ্রান্তা মুগ্ধাবদ্ধা সারি ?
তেয়াগি আসিলে সুখে হাসিবে মিলনে,
শুক্ সারি দ্বয় তিনে উড়িয়া বিমানে।
খাঁচা ভাঙ্গা পাখী কিন্তু যায় খাঁচান্তরে,
কাঁদিয়া অস্থায়ী গৃহে নিজে ভিন্ন হেরে।
দেহেগতি দেহান্তরে মৃত্যু নাম তার,
দেহ ত্যাগে স্বর্গ প্রাপ্তি কল্যান দম্পতি
আমি শুক তুমি সারি এ দেহ পিঞ্জরে,
আছে আর সারি দেশে চাহে পূর্ব্বস্মরে।
সে সারির নাম বিভু হেরে চক্ষু শুক,
তুমি শুক আমি সারি দ্বি আকার ধারী।
সারি সঙ্গে শুক সাজি শুক সঙ্গে সারি
ক্লীব সেই নিসকাম, কামে দ্বি আচারী।
উভয় মিলিয়া যদি যাই খাঁচান্তরে,
হইবে মরণ ভাব জানিও নিশ্চয়।
যদি এ পিঞ্জর ছেড়ে যাই শূন্যে উড়ে

হইব মুকত তায় স্বর্গীয় গৌরবে।
মুকুরের যত ভাতি মঙ্গল কারণ
আমি কুরুক্ষেত্রে গিয়ে দিব মহারণ।
ভাঙ্গিবে পিঞ্জর এই সপিঞ্জর পাখী
আমি কি গিয়েছি কলে তোমার পিঞ্জরে ?
উত্তরা। স্থুলতন্বী ! মুকুরের হেরিছ ওই কি কি ?
অশ্বত্থামা ঐশিকাস্ত্র বিদারে পিঞ্জর
কিন্তু বাসুদেব তায় শুকরূপে পালে।
গিয়াছ বা আছ হেথা না বুঝ সন্ধানে ?
তোমার পরম কথা হ'ল পরীক্ষিত
উড়ে যাব যেন দোহে হয়ে পরীক্ষিত।
পিঞ্জর রহস্য আরো করাও শ্রবণ
যত শুনি তত ভাল লাগে প্রাণধন !
অভিমন্যু। প্রিয়তমে ! একদেহে দুইটী বিভাগ,
হস্ত পদ চারি, মধ্য, মস্তক লইয়া।

হৃদয়ের মধ্যে হৃদি চেতনার স্থান
তিনাঙ্গুলী, প্রাণরক্ত যাহে অবস্থিত।
ঊর্দ্ধ নিম্ন দুই ভাগে গরভ প্রকোষ্ট
হেথা চারি, রক্ত বিশুদ্ধতা তরে স্থান।
রক্তবহ শিরাদ্বয় সদোধ্ব শোণিত
ঊর্দ্ধস্থ দক্ষিণ হৃদে হয়ে উপনিত
ক্রমশঃ প্রকোষ্ট ফিরি হয় বিশোধিত।
আকুঞ্চন প্রসারণে হৃদি নিয়োজিত।
আকুঞ্চনে রক্ত পশে ধমনীর মুলে
প্রসারণে সর্ব্বদেহে হয় সঞ্চালিত।
এই দুই হৃৎ ক্রিয়া হইলে রহিত
মৃত্যু বলে জান প্রিয়ে! হয়ে সুবিদীত!
হৃদি বামে ফুসফুসের আছে পরকাশ
দক্ষিণ পারশে ক্লোম পিপাসার স্থান।
অগ্রমাংস পীড়াকর হৃদিতলে বুক
সারে তিন ব্যামে দীর্ঘ অন্ত্রনাড়ী এক,

সঙ্কোচ বিস্তারে কণ্ট, গুহ্যদ্বারাবধি
তিন ভাগে আমাশয়, গ্রহণী, উণ্ডুকে
কফ পিত্ত বাতাশয় এই দোষ ত্রয়ে,
তার নিম্নে গুহ্যনাড়ী আছে নত মুখে।
উদরের দুই পার্শ্বে যকৃৎ পিলীহা
রক্তাশয়, মূত্রাশয় লিঙ্গবস্তি পুরে।
যোনিতে আবর্ত্ত তিন শঙ্খাবর্ত্ত প্রায়
গর্ভাশয় তৃতীয়া আবর্ত্তে সংস্থিত।
জরায়ু আকার রুই মৎস্য মুখাকৃতি
অভ্যন্তর সুবিস্তৃত সূক্ষ্ম দ্বারখানি।

আমাশয় কফ স্থান।

বর্ণে শ্বেতকফ, পরশে শীতল স্নিগ্ধ
ভারে গুরু·নিয়তই স্বভাবে পিছল,
বিলম্বেতে কার্য্যকরী রসে সুমধুর,
পেলে সাধ হয় কিন্তু বিকৃতির কালে।
কফ ক্রিয়া অগ্নিমান্দ্য, অতি নিদ্রা, শৈত্য,

স্নিগ্ধতা কাঠিন্য গৌরব, শ্বেত বর্ণতা,
অজীর্ণতা, কণ্ডু, সোথ, স্তৈমিত্ত, পিত্ততা,
স্রোতঃ সমূহের রোধ সম্পন্ন কারিতা।

গ্রহণীই পিত্তাশয়।

দ্রব পিত্ত, স্বভাবতঃ উষ্ণ তীক্ষ্ণ পূতী
পক্ক অপক্ক পীত, নীল—রসে কটুরস ;
বিদগ্ধে অমলরস। পিতের ক্রিয়ার
দাহ, রক্ত সন্তেষিতা, পীত বর্ণতা,
পাক, স্বেদ, ক্লেদ, স্রাব আর অবসাদ,
মোদারোগ, পতন ও মূর্চ্ছা বিঘটায়।

পক্কাশয় বায়ুস্থান।

বায়ুরুক্ষ গতিশীল, সূক্ষ্ম সুশীতল,
যাবতীয় ধাতু আর মতলাদি চালক ;
আশুকারী, খর, মৃদু, যোগবাহী, লঘু
স্বাসোৎসাহ প্রশ্বাসাদি চেষ্টা যোগবৃত্তি
ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি বেগ যত কার্য্য বিধি।

মল মূত্র অনির্গম অথবা চালক
সপন্দন কষায় স্বাদ স্তম্ভ অঙ্গভঙ্গ,
রোমশ্মশ্রুাদি কর্কশতা, সছিদ্রতা শ্যাব,
অস্থিরতা স্পর্শাজ্ঞতা বেদনা কম্পন,
রসাদি শোষন হয় হয়ে বায়ু ক্রিয়া।

দেহলোক ধাতুর গঠিত।

রস রক্ত অস্থিমজ্জা মাংস মেদঃমণি
রয়েছে সছিদ্র ত্বকে হয়ে সুবেষ্টিত।
দুগ্ধের সরের প্রায় ত্বকের উৎপত্তি
দৈহিক উষ্মার রক্ষি জল বায়ু শোষ
করে স্বেদ বিনির্গম রোমকূপে ত্বকে ;
যেই চর্ম্ম পীড়াকর, যদিচ সুরূপ।
সপ্তত্বকে যত রোগ ভয় এসে ভে'বে।
আদ্যত্বক বর্ণের আশ্রয়, সিদ্ধ আদি
পদ্মিনী কণ্টক, রোগ চর্ম্ম যত হয়।
তিলকালক ও ন্যছ, ব্যঙ্গাদি দ্বিতীয়ে,

আজেল্লিকা, মসাক, তৃতীয়ে চর্ম্ম দল ;
কিলাস, কুষ্টাঙ্গ ব্যাধি চতুর্থে উদয়।
কষ্ট ও বিসর্পরোগ পঞ্চমে জনম ;
ষষ্ঠত্বক ধান্য স্থূল, অর্ব্বুদ, অপচী
গলগণ্ডী, শ্লীপদ, গ্রন্থি পীড়াকর।
বিদ্রধি, অর্শাদি শেষ ত্বকে ভগন্দর,
আঙ্গিক সৌষ্টব নাশে উপজিয়াত্বকে।
কলা কিম্বা ঝিল্লে ধাতু ভাগ।
তন্তু সমাবৃত কফজড়িত পাতলা
আবরণ রাখি হয় ধাতুর আরম্ভ।

ধাতু স্থান।

যদিচ সর্ব্বত্র ত্বক মাংস রক্ত হেরি
যকৃৎ প্লীহায়.তবু বটে রক্তে স্থান।
সূক্ষ্মাস্থি উদরে মেদ মজ্জাস্থু লাস্থিতে,
শুক্র সর্ব্বব্যাপি আছে এই দেহ লোকে।

অস্থি খণ্ডে দেহ বিনির্ম্মিত।

অস্থি দেহে তিনশত সুশ্রুতের মতে
চরক ঋষির মতে তিন শত ষাইট,
একশত চল্লিশ অস্থি চিকিৎসক কহে
ক্রমে ক্রমে কহি শুন কড়ি অবহিত।
হস্ত পদে প্রত্যেড় অঙ্গুলে তিন তিন,
দশা দশ, পদ হস্ত তল কুর্চ্চগুল্‌ফে ;
একটী একটী পদে পাঁচটী হস্ত পৃষ্ঠে
উরুতে ও জানুতে জঙ্ঘায় দুই করি।
কনুবধি মসিবন্ধ হস্তে দুইখানি
কনুয়ে বাহুতে গুহ্যে, ত্রিকে যোণি লিঙ্গে
এক এক করি, প্রতি পার্শ্বে ছয়ত্রিশ,
পৃষ্ঠে ত্রিশ বক্ষে আট দ্বিনিতম্বে দুই,
গ্রীবে নয়, কণ্ঠে চারি দুই চক্ষে দুই,
দন্তে রদ বত্রিশটী নাশিকাতে তিন
কর্ণ শঙ্খ ললাট, তালুতে এক এক।

মস্তকে ছয়টী আছে মানুষে নেহারি।

অস্থিমালা পঞ্চজাতে।

তরুনাস্থি—চক্ষুকর্ণ গুহ্য নাসিকায়।
কপালাস্থি—মস্তকে বক্ষনে শঙ্খে,
গণ্ড, তালু, স্কন্ধ, জানু নিতম্বের স্থিত।
বলয়াস্থি—হস্ত পদ পার্শ্বদ্বয়ে বক্ষেঃ
পৃষ্টোদর গুহ্যেতে যে বক্র অস্থি রহে।
সছিদ্র নলক অস্থি। ডেণ্টিন রচক।

রদ চারিভাগে।

ঊর্দ্ধে দুই নিম্নে দুই ছেদন চারিটী।
তেহেন প্রকারে আছে যৌবন ডেণ্টিন।
ঊর্দ্ধে চারি নিম্নে চারি ব্যগ্র সংস্থিত।
পেশণ বারটী দন্ত পাটে ছয় করি।

অস্থি সন্ধি দুইশত দশ।

গুল্ফ জানু মনিবন্ধ বঙক্ষণ স্কন্ধেতে
মস্তক মধ্যেতে শঙ্খ কর্ণ গণ্ড স্থলে

একটী করিয়া সন্ধি দুই দুই করি
বৃদ্ধাঙ্গুলে নেত্রদ্বয়ে ভুরুর উপরে,
শঙ্খ প'রে হনুদ্বয়ে আছে সপ্রকাশ।
কটিদেশ, গলনালী, অঙ্গুলে তিনটী;
কপালাস্থির মস্তকে পাঁচ; আটটী
বক্ষঃস্থলে গ্রীবায় করিয়া; আঠারটী
ক্লোমস্থান নিবদ্ধ নাড়ীতে, চব্বিশটী
পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্টদন্ত করি দন্তমূলে
বত্রিশটী; সন্ধি শঙ্খনাক, শ্লেষ মিশ্র
পিচ্ছিল পদার্থে সন্ধি শঙ্কোচ বিস্তৃতে।
স্নায়ু শিরা ধমনী
পেশীজাল কণ্ডরা
সেবনী মর্ম্মস্থান,
স্থূলে বিদ্যমান।
প্রিয়ে! মর্ম্মস্থান লয়ে দেহে এত অভিমান?
মরমে পাইলে পীড়া যায়, সুখ জ্ঞান।

থাকেনে দেহেতে প্রাণ না রহে গৌরব,
পালায় দেহের সব জানিয়া রৌরব।
মাংস শিরা স্নায়ু সন্ধি অস্থি, পঞ্চবিধ
মর্ম্মনাম পঞ্চ কার্য্যে নিত্য পঞ্চভাবে।
বিশল্যঘ্ন, প্রাণ নাশক—সদ্যঃ কালান্তরে,
বৈকল্যকর, পীড়াকর, পঞ্চভূতে "এ"।
উনিশ মরম স্থান সদ্য প্রাণ হর,
তেত্রিশটী কালান্তরে প্রাণ নাশ হেতু।
বিসল্যঘ্ন তিন, চুয়াল্লিশ বৈকল্য কর,
অষ্ট পীড়াকর দেহে প্রাণাহাত স্থান!

মাংস মর্ম্ম।

তলহৃদি, ইন্দ্রবস্তি, গুহ্য, স্তন রোহিত।

অবস্থিতি আঘাতের ফলঃ

তলহৃদি—মধ্যাঙ্গুলি মূলাগত
সরল রেখায়
স্থিত পাদমূল মাঝে।

পদতলে বেদনা হইয়া মৃত্যু হয়।

ইন্দ্রবস্তি—পার্ষ্ণি জঙ্ঘার সন্ধি

মৃত্যু হয় শোনিরে ক্ষয়ে।

গুহ্য—আঘাতে সদ্য মৃত্যু।

স্তনরোহিত—স্তনাগ্র পার্শ্ব দুইএর;

রক্তোদয়ে কাশ স্বাসে মৃত্যু।

(শিরা মর্ম্ম।)

নীলধমনী, শৃঙ্গষ্টক, মাতৃকা, স্থপনী,

অপাঙ্গ হৃদয়, নাভি, কর্ণ স্তনদ্বয়

অপলাপ, অপস্তম্ভ, উর্ব্বী লোহিতাক্ষ

পার্শ্ব কন্ধি বৃহত্যাদি স্তন দোচারটী।

অবস্থিতি আঘাতের ফলঃ

নীলধমনী—ধমনী চারিটী কণ্টনালী দুইধারে,

দুই নীলা দুই মন্যা ভিনে অবস্থিত।

বোবা, বিকৃতস্বর, রসজ্ঞান হীন

হয়ে আঘাত কালে।

শৃঙ্গাটক—চক্ষু কর্ণ জিহ্বা নাক

এই চারে সন্তর্পিত শিরা।

সদ্যঃ মৃত্যু হয়।

স্থপনী—ভ্রূদ্বয়ের মধ্য।

শল্য বাহিরিলে মৃত্যু,

পাকি গলি গেলে প্রাণ রক্ষা

অপাঙ্গ—চক্ষুর বহির্নিম্নে ভ্রূপ্রান্ত।

অন্ধ বা দৃষ্টির ক্ষ্যতি।

হৃদয়—স্তনদ্বয় মধ্যে।

(আমাশয় দ্বার)

সদ্য মৃত্যু হয়।

নাভি—আমাশয় পক্কাশয় মধ্য

(শিরামূল) সদ্য মৃত্যু হয়।

স্তনমূল—স্তন নিম্ন দুই দিকে।

কফোদয়ে কাশ স্বাসে মৃত্যু।

অপলাপ—অংশকুট অধোভাগ।

রক্ত, পূয়ে পরিণতে মৃত্যু।

অপস্তম্ভ—বক্ষস্থল দুইদিকে

বায়ু বহা নাড়ী।

বায়ু পূর্ণে কাশ স্বাসে মৃত্যু।

উর্ব্বী—উরুদেশ মধ্যস্থল।

রক্তক্ষয়ে পদ সরু হয়।

লোহিতাক্ষ—উর্ব্বী উর্দ্ধে কুচ্‌কি নিম্নে

উরুমূলে।

রক্তক্ষয়ে পক্ষাঘাত হয়।

পার্শ্বসন্ধি—জঙ্ঘাদ্বয় উপরেতি,

জঙ্ঘা পার্শ্বদ্বয় ধ্যধ্য

রক্তপূর্ণে কালান্তরে মৃত্যু।

বৃহতী—স্তনমূলে সমসূত্রে

মেরুদণ্ড হতে দুই

শ্রাব হয়ে কালান্তরে মৃত্যু।

ফণ—নাসারন্ধ্র মাঝে।

ঘ্রাণশক্তি নাস।

বিটপ—কুঁচকি কোষ মধ্যে।

ষণ্ডতা বা শুক্রাল্পতা।

(স্নায়ু মর্ম্ম।)

আনি, বিটপ, কক্ষধর, কুর্ব্ব কুর্ব্বশিরঃ

অংস, বস্তি, ক্ষিপ্রাদি, বিধুর উৎক্ষেপ

অবস্থিতি আহতের ফলঃ

ক্ষিপ্র—বৃদ্ধাঙ্গুলি তর্জ্জনীর মাঝ।

আক্ষেপ ও উপদ্রব মৃত্যু।

কুর্ব্ব—ক্ষিপ্র প'রে দুই পার্শ্বে।

পদকম্প চলিবার কালে।

কুর্ব্বশিরঃ—গুল্‌ফ সন্ধি অধোভাগে,

দুই পার্শ্বে।

রোগ 'ফুলা' হয়।

আনি—জঙ্ঘা ঊর্দ্ধে তিনাঙ্গুল।

ফুলে উঠে চলচ্ছক্তি নাশে।

বস্তি—কট্যান্তর রক্ত আমাশয়!

অস্মরী ব্যতীত রোগে মৃত্যু।

অংস—বাহু গ্রীবা মধ্যস্থল।

বাহু স্তব্ধ হয়।

বিধুর—কর্ণ পিট নিম্নে।

বধিরতা ঘটে!

উৎক্ষেপ—কেশ অগ্র শঙ্খঘরপর।

স্থপনীর মত।

(অস্থি মর্ম্ম।)

অংসফলক, কটিকতরুণ, শঙ্খক, নিতম্ব।

অবস্থিতি আঘাতের ফল!

কটিক তরুণ—কঠি নিম্নে মেরুদণ্ড পার্শ্বে।

রক্ত ক্ষয়ে পাণ্ডু কিম্বা বিরূপে মরণ

নিতম্ব—দুই পার্শ্বে শ্রোনীকান্ত পরে

পক্কাশয় আবরণে লাগা।

নিম্ন দেহ শুষ্ক হয়ে

দৌর্ব্বল্যে মরণ।

অংসফলক—মেরুদণ্ড দুই পাশে

পৃষ্ট দণ্ড প'রে

ত্রিক সন্ধি সংবদ্ধ।

বাহুদ্বয় অবশে শুকায়।

শঙ্খ—ভ্রূকর্ণ ললাট মাধ্য।

সদ্য প্রাণ হর।

(সন্ধি মর্ম্ম।)

গুল্‌ফ মনিবদ্ধ জানু কুর্পর সীমন্ত,

অধিপতি কুকুন্দর, কৃকটি কাবর্ত্ত।

অবস্থিতি আঘাতের ফল।

গুল্‌ফ—পদ জঙ্ঘা সন্ধিস্থল।

পদ খঞ্জে খঞ্জতা।

জানুসন্ধি—জঙ্ঘোভয় সন্ধিস্থল।

খঞ্জতা আহতে।

কুকুন্দর—নিতম্বের গত।

নিষ্ক্রয় নিস্পন্দ।

কৃকাটিকা—মস্তক ও গ্রীবা মধ্যে।

মস্তক সঞ্চালে।

আবর্ত্ত—নিম্ন ভ্রূ, দ্বয়পর।

অন্ধতাদি।

সীমন্ত—মস্তকের পঞ্চাস্থির মিল।

উন্মাদাদি ভয়।

অধিপতি—মস্তকের শিরা সন্ধি,

লোমাবর্ত্ত নীচে।

সদ্য মৃত্যু হয়।

(থাক্‌এবে।)

স্থূলী ভীত ছয় মর্ম্মে দুঃখ পাবে বলে,
ভীরু দেহী সতত নিশ্চয়। কর দৃষ্টি।
গুহ্য, নাভি, হৃদি, সাঙ্খ, শৃঙ্গাটক আর
অধিপতি, কর্ণ পাণ্ডবে বা ভাবে,
জানিয়া রহস্য ময় এই দেহ লোকে।
বক্রীতের প্রাণহর কুরুক্ষেত্র রণে।

উত্তরা। সন্ধির প্রকার নাথ ! কেন না বলিলে ?
পঞ্চ মর্ম্মে কেনইবা পঞ্চক্রিয়া হয় ?
যদি ক্লান্ত হয়ে থাক বলোনা অধিক,
বল মোরে দয়াকরে সংক্ষেপেই নয় ?
অভিমন্যু। "পুরুষ প্রসঙ্গ" ওই মুকুরেতে হের,
হইব নবীন-লক্ষ্মী, বলিবে আমায়' 'এ"
দেহকাব্যে কাল্যাক্ষরে নির্ম্মলে ভাতিয়া,
রহিব উভয়ে যেন আমোদে মাতিয়া।
ওই হের অষ্ঠ সন্ধি কোর, উদূখল,
সামুদ্গ, বয়স তুণ্ড, প্রতর, মণ্ডপ,
তুনন সেবনী আর শঙ্খাবর্ত্ত গণি।
শিরাদিতে পেশী পাঁচশত, ওই হের
করিতেছে দেহলোকে সদা কার্য্যক্ষম!
সূর্য্যের প্রপুত্র মন্ত্রী সুত, খুড়া মোর
জেটার ভাতিজ্যে স্থলে ভাই, স্থূল দেহে!
হের আর চিত্রগুপ্ত চতুর্দ্দশ যাম,

সমরাজ কর্ম্মচারী সেহ একজন।
গ্রাসোন্মুখ, ব্যাধিমুখ করিয়া ব্যদন
দেহ লোকে, অমর হইয়া নিজ ভাগে।
পর উপকার রত চণ্ডিকার বলে
সুকবি কঙ্কন ব্যখ্যা করিবেক পরে।
দেহ লোক, তত্ত্বজ্ঞানে অসার জগতে।
শুনিবেক দেহৈশ্বর্য্য (দৌলত আহাম্মদ)
দেহ মরামর উক্তি কাব্যের বচনে।
স্থূলদেহী, রণ ধর্ম্ম বুঝিবে তখন।
রণে মরি হব জয়ী করিয়াছি পণ।

যাই নীরবে উত্তরে!
তুমি রবে কি উত্তরে?

উত্তরা। প্রশ্নময়ী নাম আমি নামেতে উত্তরা,
দেহ লোকে কেন মোরে বল চিতহরা?
যমের কেন বা ইথে এত অত্যাচার,
মরমের পীড়া পেয়ে প্রাণের সংহার?

অভিমন্যু। তবু আর বলিব উত্তরে ? কি উত্তর !
প্রাণ প্রিয়ে ! শুনে শেষ কর এই বারে
অগ্নিগুণ সেই মর্ম্মে সদ্য প্রাণ হয়,
মতান্তরে, মাংস মেদঃ অস্থি মজ্জা শুক্র
পঞ্চধাতু মিল স্থান নামে যেই মর্ম্ম।
সৌম্যাগ্নেয় গুণ আছে দ্বিতীয় মরমে
অথবা শেষোক্ত চারি ধাতু যেই স্থানে।
বায়ু গুণ তৃতীয়ে বা তিন ধাতু যথা।
চতুর্থে সোমতাগুণ—যথা দুই ধাতু।
অগ্নি বায়ু যথায় বা এক ধাতু শোধ
সতর্ক রহিবে দেহী দেহ বিদ্যমান,
দুঃখ হেতু যবে মর্ম্ম আদি দৈবিকের।
পানাশন শ্বাস ক্রিয়া মল মুত্র ত্যাগে
আদি ভৌতিক দুঃখ, বিধির বিধানে।
শোণিতের চতুর্ব্বিধ মুল উপাদান
ক্ষয় হয়ে গেলে হয় ক্ষুধা তৃষ্ণা জ্বাল।

জল বায়ু খাদ্যে হয় তিন সংপূরণ
পাকাশয় কষ্ট ইচ্ছা তৃপতি কারণ
যবক্ষারে ও অঙ্গার খনিছ তরল
পদার্থ এবারে হয় মিত দেহ কল।
পাকে রসেতে গ্রাহ্ জন্মে রক্তকণা
ক্রমে ক্রমে সপ্তধাতু পরিমিত গণা।
সপ্ত ভাল, মাছ মাংস দুগ্ধ ডিম্ব চিনি,
মাখন ঘৃতাদি আলু আর যত আনি
তণ্ডুল গোধুম যবে অথ রুটী ছাতু
চিবিয়ে চুষিয়ে, শ্বাস বায়ু আয়ু-ধাতু।
রূপ লাবন্যাদি ইথে হয় উপজাত
পঞ্চ অনুভূতি লভি দেহে অবিরত।
দিবাকর সুধাকর জল ধরাগত
বিনা করে উপভোগ করি দেহে মর্ত্ত।
কিন্তু দোষ ত্রয় তাপে হয়ে প্রকোপিত
মল মূত্র রোধে স্রাব করে অনমিত,

অভিগমনের ফলে আধ্যাত্মিক তাপ,
নাশে এ দেহের কান্তি রাখে কার বাপ ?
দেহ লোকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম সার ভার
অসংযম উপভোগ মৃত্যু হয় লাভ।
ভুগিছি ভুগিব আর যত কাল রব
কামভাবে মরি জিয়ে দেহেতে ঘুরিব।
ত্রিতাপে দেহীর হয় কদাচিৎ সুখ,
পিতামহ সহস্রাক্ষ রূপান্তর দুঃখ।
রণক্ষেত্রে তনুত্যাগ ক্ষত্রিয়ের নীতি
দেহেতে সম্ভোগ বৃত্তি মৃত্যু পরিণতি।
থাক্ প্রিয়ে, সব কথা ভাসিছে মুকুরে,
কর্ম্মলোকে দেহপুরে বুঝে নিত্ত পরে।
মৃত্ত, ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যাইছে সত্বরে
সমর প্রাঙ্গণে দিব বীরত্ব স্বভাব।
শোড়ষ বয়স্ক আমি নাহি দেহারতি
নশ্বর স্থূলত্ব যবে হবে সূক্ষ্মে নাশ।

স্থল অবনীর যত স্থলী হস্তিনার,
না রহিবে কিছু, সুক্ষ্মে হইবে মূর্দ্ধত।

উত্তরা। বলিব না কিছু আর যাও তবে ধবে!
স্বগতে আমিও কিছু করিনি চিন্তন।
শ্বেত বাহন, ফাল্গুণ, কিরীটী বিজয়,
ধনঞ্জয়, সব্যসাচী, জিষ্ণু, কৃষ্ণার্জ্জুণ,
বীভৎস্য, কৌন্তেয়, পার্থ শ্বশুর আমার,
দিবেকি যাইতে রণে যুবক স্বামীরে?
দিলে দিক্ আমিরব শ্বাশুরীর সনে,
আমি কিন্তু যাইব না, যাব না সমরে।
অশ্বত্থামা আত্ম প্রিয়ে এই দোষ তার,
কিন্তু দেহী শুরত্বে অসীম জিষ্ণুপারা।
কি ফলে সমরে জানি গর্ভবতী আমি?
যা হয় হবার হবে? দেখিব নিয়তি;

অভিমন্যু। ভেবনা ভবন্তি! আর
কৃত কর্ম্মে ওম্ "ক্"

শ্রীকৃষ্ণ সহায়।

চলিলাম আমি।

ইতি—দেহলোক

কর্ম্মলোক।



শিশুর শৈশব ক্রিয়া কত মধুময়।
ধুলাবালী খেয়ে খেয়ে খেলে কত সুখে
বৃষকেতু শুভক্ষণে বাল্য সখাসনে
খেলিতেছে ভক্তিপ্লুতে শ্রীরাধিকা সনে।
ক্রিয়া মন্ত্র, শিক্ষা দুটী পরে—আহ্লাদে,
দৌড়া দৌড়ি উদ্যানে প্রাঙ্গনে করিতেছে
অকস্মাৎ কেন হায় পিতৃভক্ত বিষু
হয়ে পিত্রাহিত নিজে হয়ে সশঙ্কিত,
ভাবীছে প্রাক্তন স্বীয় কর্ত্তব্য রেখায়
মুহূর্ত্তের আমিতাভ পন্থা মিমাংসায়।

বৃষকেতু। কিং কর্ত্তব্য, আজি এই বিষম শঙ্কটে ?
প্রত্যোৎপন্ন মতিত্ব কি অতুল.সম্পদে ?
বিষম নিয়তি যোগে বিষম প্রলয়।
কেন আজ হৃদয়ের নিভৃত গহ্বরে ?
অনিন্দ্য অভ্রান্ত সিদ্ধ শান্তি সমবায়
করিব নিমিষে কিবা মিমাংসা নির্ণয় ?
লিখা পড়া নাহি জানি নাহি বোধ ভাল,
শুভা শুভ ঘট, কিবা জানি পরিণতি।
স্বগত ভাবিয়া ঠিক স্বগতে বুঝিব
শান্তিলাভ যাতে তায় পরাণ বিলাব।
বিলাব দেহের মাংস উৎসর্গে তাঁহারে
যে করেছে সৃষ্টি মোরে তাঁরি ইচ্ছা তরে।
না জানি জগতে কিছু ভকতি ব্যতীত,
জানি শুধু মা বাপের মুখোশুনা কথা।
আজন্মে শুনেছি কত ভক্তি সুরঞ্জিত
নানা হিত উপদেশ স্নেহ প্রণোদিত,

প্রতি দিন তিরাশি হাজার দুই শত।
আছে কি সময় এত কথা স্মরিবার?
পুণঃ আলোচনা করি বুঝিতে আবার?
ভয় গোপে রোধে গুরুজন? স্নেহধন।
আত্মদান যেন তারে পারিণ পারাণী,
দেখিব ইহাতে সুখ শান্তি কিবা আছে?
"বিধাতা মঙ্গল ময়" সদোদেশ্য তাঁর
আদিষ্ট অদৃষ্ট ভাল ভাব গ্রহীতায়।
পাপ তাপ মন্দকর্ম্ম দুরাদৃষ্ট যত,
শুধু মিথ্যা, সকলই ভাল তাঁর কাছে।
জীবনে যা হইয়াছে, হইতেছে, হবে,
মঙ্গল নিশ্চয় ভাগে ভাল পরিনাম।
যদি নাহি হয় ভাল? সন্দেহ আমার!
আমি মূঢ়, যাহবার রাখে শক্তি কার?
যে প্রমাণ সিদ্ধান্ত জগতে "কর্ম্মফল"
অন প্রমানিত হলে নিত্য অখণ্ডিত!

ইচ্ছাময় বিশ্বপতি ইচ্ছায় তাঁহার
ইচ্ছিত সাধন সিদ্ধ হয় অনিবার।

তবে

না বুঝিয়া আকস্মিকে কেহ দুঃখ গণে,
কেহ তায় সুবেশেই করিছে গ্রহণ।
গ্রহুক, বা না গ্রহুক ঘটিবে ঘটায়
বুঝুক অশান্তি, শান্তি হইবে ইচ্ছায়।
অবশ্যম্ভাবী যবে ভবিতব্য ভবে,
ললাটের দোষ দেওয়া নহে পুরুষ্কার।
ইচ্ছাময়! ইচ্ছাপূর্ণ হউক আমায়”

(কি সুন্দর ভক্তিকথা)

কত সুখ, কত শান্তি তাঁর, উচ্চারণে,
কত প্রেম ভালবাসা উপজে কথায়
অপ্রতিম সুবদন প্রতিভাত করে।
“বিধাতা মঙ্গলময়, ভাল তাঁর কাজ”

যে বুঝিছে

"ইচ্ছাময় ইচ্ছাপূর্ণ হউক আমায়"

তাও বুঝে।

কিবা মৃত্যু, কিবা ভয়, সাহস ভীরুতা ?
সৃষ্টি বা লয় তাহা জনম মরণ;
জন্ম নাশে, পালন কেবল ফল—সাধ্য।
যম যে সময়—নীতি, কাল প্রতিষ্ঠায়।
পশু প্রাণী এ জগতে তরুলতা সহ
নির্জীব সজীব ভাবে কত সম্প্রদায়!
কত জাত, কত দৃশ্য, কত কু, কত সু,
আবশ্যক সাধারণ জাত ভিন্ন আর।
সকলের দৃশ্য, ভাব নহে একাকার,
সকলেই ধরে কিন্তু আত্ম বিধাতার।
পুং স্ত্রী ক্লীবগণে নহে এক গতি
নহে এক ব্যবসায় নহে এক মতি।
স্তনেতে উদয় স্তন্য গর্ভ অনুসারে
শিশুর উঠয় দন্ত দুগ্ধ যবে ছাড়ে।

পশুর নাহিক হস্ত, নরে চতুষ্পদ,
পক্ষীর নাহিক স্তন, সুদন্ত বদনে।
মনুষ্য পশুয়ে কভু ডিম নাহি পাড়ে,
অথবা ওষ্ঠেতে কেহ চঞ্চুনাহি ধরে।
মাংস ভোজী পশু পক্ষী পদে তীক্ষ্ণ নখ
নখে চিড়ে খাবে বলে আহার্য্য বিস্তর।
অহিংস্র পশুর পদে খুড় দৃষ্ট হয়,
বিপদ এড়াণ তরে শৃঙ্গশিরে রয়।
কিন্তু সবে অগ্নি সোম আছে একাকার
মিলন সম্ভোগ ঠিক একই প্রকার।
তবুও বিভুর ইচ্ছা জাতে জাতে গড়
পশুর শুক্রেতে কভু নাহি হয় নর।
মহাকায় ক্ষুদ্রগ্রীব হস্তি মুণ্ডে শুড়
অরন্যে সৃষ্টির হেন রহস্য প্রচুর।
পাঠশালা নাট্যালয় মেলায় বাজারে
উদ্দেশে যাইয়া কার্য্য সাধি এসে পড়ে।

সময়ের সদাচার আবশ্যক বটে,
মুকুরের স্বচ্ছতায় চিত্র পট উঠে।
মকরন্দ করিদান ফুল ঝরে যায়,
শুষ্ক পথে যেতে কেহ নাহি চড়ে নায়।
ক্ষুধাকালে খায় খাদ্য, পিপাসায় জল,
দেহেতে রহিলে প্রাণ, থাকে দেহ বল
ভগ্ন পিজরের পাখী খাঁচান্তরে যায়,
মুক্ত বন্য পাখী শূন্যে উড়িয়া বেড়ায়।
নৈরলজ্জে সরস্বতী কৃপণত্বে ধন,
কর্ম্ম পাশে প্রাণ বাঁধা, নিষ্কামেতে মন।
মনের আনন্দে হয় প্রাণের সংসার,
ইচ্ছাই পুরুষ ধর্ম্ম লোক ব্যবহার।
যথা ধর্ম্ম তথা জয়, জয় বিধাতার
বিভুর আদেশে জয় আজ্ঞা গ্রহীতার!
আদিষ্ট কর্ত্তব্য হওয়া জয় অনিবার,
ইচ্ছুক মঙ্গলময় ইচ্ছা পূর্ণ তার।

বিপদ সম্পদ যাই, সৌভাগ্য অপার,
হউক নিদেশে কার্য্য ইচ্ছায় ধাতার।
ইচ্ছুক ব্রাহ্মণ বেশে করিতে পারণ
করিবেন মাংস মম ভাগ্যে প্ররণে ?
আমার মাংসেতে যদি ক্ষুধা নাশ হয়,
পিতৃ মাতৃ-ভক্তি তবে পাবে পরিচয়।
মা বাপের স্নেহ তবে স্বার্থক হইবে,
দাতাকর্ণ কবে বাপে প্রভু সুখী হবে।

"বংশ গুণে সুদাতা,
মাতৃত্বে গম্ভীর আত্মা,
কর্ম্মে ধনী পিতৃত্বে বিদ্ব্যান;
ভক্তি মার্গ বটে স্বর্গ স্থান।"

ভ্রমবাদ "মৃত্যু" নাশ ধ্রুব সত্য ভক্তি;
বাঁচন কয়েদ খাটা, দেহত্যাগ মুক্তি।
"অমুক মরিয়া গি'ছে" যায় কে কোথায় ?
পিঞ্জরের পাখী মৈলে যাইবে কোথায় ?

রহিবে খাঁচায় পরে থাইবে না আর,
"যায়" এ ক্রিয়ার সনে আত্মার নিস্তর।
আলোকের বিপর্য্যয় অন্ধকার যথা,
না বুঝিয়া শোকতাপ "মৃত্যু" অজ্ঞানতা
যাচকে করিয়া দান মাংস কুতুহলে
আমি না মরিব কভু যাব স্বর্গে চলে।
আগমনে অভ্যর্থন, গমনে বিদায়
মর্য্যাদার শুভ প্রথা সভ্য সম্ভাষণ।
জনমিন্দু যেই কালে আসিয়া তখন,
করেছিলা দর্শকেরা স্নেহ অভ্যার্থন;
যাইব যখন এবে সেসব ফেলিয়া
আসিগে বিদায় নিয়ে প্রবোধদাদি দিয়া?
কাঁদিলে খেলার সাথী বিদায়ের কালে,
মমতায় আমিও কাদিব ধরে গলে।
আসিতে কাঁদিছি "ও মা" ধরি একতান,
যাইতে কাঁদিয়া গাব বিদায়ের গান।
লইছি বিদায় সবে;

"পিতার নিদেশে নিজ মাংস করি দান,
ব্রাহ্মণ পারণ তরে করিছি প্রস্থান
আর ... ...

শুনেছিস্ !

তোরা কাঁদিস নারে ভাই !
আমি ভবে চলে যাই।
প্রাণের যোয়ার বহি যায়,
তোরা সবে আয় আয় ॥
তোদের খেলা রয়ে গেল,
আমার খেলা ফুরায়ে গেল।
আমি যাব, সে ডাকে আমায়;
তোরা বেলে আয় আয়
কিছু বলিস্ নারে ভাই।
বিদায় নিয়ে চলি যাই
ভাই

ও-মা !

"ও" আমার। ভয়কি আছে ?

দেহে

তোর বিষু ভাল হয়েছে ;

"ও মা"

পুরীততে—

মাংস দানে, চলি যাই যাই !

আমার বলতে কেহ নাই।

নাই, গাড়ীর ধর্ম্ম নাই,

সুষপ্তি ভাঙ্গিয়া যাই।

ক্ষমা চাই,

কাঁদিস্ নারে ভাই

আমি ওম্ "ক" তে যাই।"

পক্ষান্তরে

বিলাসে মগন লোক, বিলাসে মাতাল,

না হেরে সম্মুখ পাছ, নাহি হেরে কাল

চোর পালালে বুদ্ধি হয় বিলাসীর ভালে
সূক্ষ্ম দর্শী অহিংসুক আত্ম নাহি ভুলে।
বিবেক উন্মুখ কভু চাহে না বিলাসী
পর প্রপীড়নে নিজে রহিছে উল্লাসী।
আত্মবৎ এ জগত নাহি করে জ্ঞান.
আপনার সুখে নাশে পরের সম্মান।
কিন্তু এক দিন তার চরম সময়
আ, অন্তিম কর্ম্মাকর্ম্ম সব মনে হয়।
মনে হলে মনে পরে কিবা হিতাহিত
আত্ম গ্লানিতে দহে করে পরিমিত।
পরীক্ষিত মুনি সাপে বুঝি কর্ম্মফলে
বিষম দহনে কহে স্বগতে এ হেন;

পরীক্ষিত। ওকিশাপ!
সুখের উল্লাস কালে অশনি সম্পাত?
হায় হায় সপ্তদিনে যাব লোকান্তর!
না না!
না—?

হবে কি শৃঙ্গীর সাপ সকল জগতে?
তক্ষক দংশনে মোর হইবে মরণ!
পরীক্ষিত পরীক্ষায় করিব মিমাংসা
আজীবন স্থিরজ্ঞান ভ্রম প্রমাদের;
করিব পরম তত্ত্ব প্রকৃতি ভক্তির
নাস্তিকতা আস্তিকত্বে কিবা যে আমার।
আমি কি নাস্তিক তবে? আস্তিক ভূবণে,
সলিলের বিম্বপ্রায় প্রকৃতির ভক্ত।
আজীবন জীবনের তরঙ্গ লহরী
বিভুর ইচ্ছায় শুধু ইচ্ছা ভাল জানি।
সব ভাল। বুছেছিনু বিধিকার্য্য ভাল
মন্দ কিছু নহে সৃষ্ট, মন্দ ইচ্ছা নাই।
যাই হবে তাই ভাল, বিশ্ব সমস্যায়।
আধার আধেয় কাল সূক্ষ্ম স্থূল দ্রব্যে
হেরেছিনু এ বিশ্বের আদি অন্ত যত;
অনাদি অনন্ত যিনি পক্ষে, কর্ম্ম লোকে

কার্য্যের কারণ তত্ত্ব বীজ বৃক্ষ হেরে।
জ্ঞান বর্ণ, অস্ত্র বল, ধাতা বল যাই,
বিধি-সৃষ্টি-লয়-নাশ, আকাশ অসীম।
দৃশ্যাদৃশ্য সৃষ্ট নহে, বুঝেছিনু শেষে,
লয়স্থিতি বাস্তবিক নাহিক কাহার।
পরমাণু ছিল পূর্ব্বে থাকিবে অনন্ত
আছে এবে বিবর্ত্তনে, প্রকৃতি-ক্রীড়ায়
জ্যোতিষ দর্শন আদি করি তন্ন তন্ন
প্রকৃতি বৈচিত্রে ছিনু প্রমোদ খেলায়
স্থূল দৃশ্য নাহি ধ্বংস পরম অণুর,
সূক্ষালভি ঐককেন্দ্রায়িক জ্ঞান তায়।
তেই হেরি প্রকৃতি সুন্দরী প্রকৃতিতে
প্রকৃতি চালনে নিজ প্রকৃত আচারে।
লভিয়া ইহার ফল পুত্রচতুষ্টয়
ফুল্লমনে ফিরিছিনু প্রকৃতি কান্তারে।
ঋতু চর্চ্চা গ্রহ-গতি হেরিছি সবায়;

কিছু নাহি হয় বিশ্বে শুধু তপস্যায়।
যখন যা আবশ্যক প্রয়োজন বটে
সহজে পরীক্ষা এর ধরণীর হাটে।
পঞ্চভূত, বিনা মূল্যে বিনা শ্রমে মোরা
করি উপভোগ সদা প্রকৃতি অন্তরে।
জলাশয়ে আশুধান্য ফসলে নিস্ফল,
আমন না ফলে কভু শুষ্ক মৃত্তিকায়।
বপনে নিঃসার বীজ উপযুক্ত স্থানে
নিরর্থক রহে তেন বৃক্ষ উৎপাদন।
পুষ্পরথে মকরন্দ উপযুক্ত বাস
দম্পতিয়ে অগ্নিসোমে অস্তিত্ব নিবাস।
কিন্তু প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ মনুষ্য সকল
কর্ম্মক্ষেত্রে ঘুরি ফিরি পায় দেব-বল।
মানবই সুরাসুর স্বীয় কর্ম্মফলে
দেহান্তরে রহে নিত্য কর্ম্ম অনুবলে।
প্রকৃতি-রঞ্জন রহে প্রকৃতির ভক্ত

ইচ্ছা সম্পাদনে ছিনু মৃগয়ায় মত্ত।
বন পর্য্যটনে রহি প্রকৃতি দর্শনে,
প্রকৃতির ক্রমে হ'ল পানাশন মনে।
নেহারি সম্মুখে আশে সমীক মুনিরে
সম্বোধিনু শতবার সুকাতর স্বরে।
তবু মম প্রতি তাঁর দয়া নাহি হ'ল,
প্রকৃতিতে তেই মোর ক্রোধ উত্তেজিল।
কৃপাচার্য্য গুরু ছিল প্রকৃতির বলে,
সাধিলেন অশ্বমেধ তিনি কুতুহলে।
প্রকৃতির বিপরিত ভাবি তপস্যায়
একটু অভক্তি ছিল গুরুতে ইহার।
অভ্যাসে স্বভাব দোষ সহজে উপজে
যে কর্ম্ম করিনু হায় মরি এবে লাজে।
সমীকের না হেরিয়া আতিথ্যসৎকার,
ভাবিলাম বৃথা তাঁর ধ্যান যোগাচার।
মৃত সর্প গলে তার রাখিয়া তখনি

চলিয়া আসিনু দেশে ভুগি আত্মগ্লানি।
তবু পাপ প্রায়শ্চিত্ত না হইল তাপে,
শৃঙ্গী এসে ক্রোধ ভরে বধিলেক সাপে।
করিবে যখন মোরে তক্ষক দংশন,
হইবে স্বতই ধ্রুব অকালে মরণ।

হারে!

কর্ম্মে কত মহাসুখ কত না জনার!
শত ভ্রম কর্ম্মে মম হেরিছি মুকুরে।
ক্রোধানলে জ্বলে ক্রোধী আত্মগ্লানি ভুগি
দহে না কখন তাপে ক্রোধ যার প'রে।
তক্ষক দংশনে সাপে মরি যদি আমি
হবে না কি পূর্ব্ব ক্রোধ ভ্রম প্রমদায়?
অভিশাপ ফলে, কভু ছিল না বিশ্বাস,
আকাশ কুসুম ভ্রান্ত বুঝিনু তাপসে।
(হত ভাগ্য আমি) রহিলে ভকতি ভাব
ছাড়িয়া প্রকৃতি-ভক্তি, নিরবৃত্তে সদা

করিতাম বিভুতত্ত্ব প্রকৃতির অণু
সমীকের মত যাগে সতত তপাসে।

মম

মনে লহে শৃঙ্গী বাক্য না হবে সফল,
(হলেও হইতে পারে) হবে না কখন
হ'লে
তপস্বী কি তপকরে নাশিতে ভুবন ?
সমীক করিছে শৃঙ্গে শুনিয়া শাসন।
শৃঙ্গীর শাপেতে সত্য নাহিহে কিছু ;
যদি হয়, শৃঙ্গী শাপ হবে বিভুবাণী
যা হোক হবার হবে প্রকৃতি বহুল
তপ জপ অতি কম যদিও অতুল।
যদি মম ভ্রান্ত শাপে ঘটে সংমরণ
সর্প যজ্ঞ হো'ক পুত্রে সর্প সংহারণ।
দিলাগত সাপ আমি দেখিব বচন,
সাপ সত্য হলে ভবে, হবে ভক্তগণ

প্রকৃতি তৎপর কেহ বিভুত্বে মগন
স্থূল সূক্ষ্ম দৃশ্যা দৃশ্যে প্রমোদ ক্রীড়ায়।

ওকি ?

ওকি হেরি ? ধন্য ধন্য ভকতির চিত্র !
প্রকৃতিতে ভক্তি, ধন্য ! ধন্য ভক্তি ভ
সংর্ক সভায় যেন চক্ষে পারা দিয়া
আসিছে তক্ষক ওই ফলেতে রহিয়া ?
দলিব না সত্য খুঁলে বুঝেছি নিরা,
মৃত্যু কালে ভাগবত শুনিলে মুক্তি।

ভাল

সুবৃদ্ধ প্রপিতামহ শুকদেব প্রভো !
শুনাও পরম কথা ক্ষমে যেন বিভু।
আত্ম দাতা বৃষকেতু, পুত্র দাতাকর্ণ
ক্ষমাপ্রার্থী পরীক্ষিৎ নারীধর্ম্মে কর্ণ।

ভক্তি অনু কর্ম্ম লোকে
করাও হে
কৃ করস্থ ওম্ "ক"।

শুকদেব। পরীক্ষিত!

শোনিত সঞ্চয়ী তুমি শ্রীরাধার ধন,
কুলেতে উদাসী ব'লে নাই ছিল জ্ঞান।
বিষ্ণু অবতার কৃষ্ণ তাতে ভক্তি ভাল,
শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিতে স্নেহী আধারের আলো।
শুহন শ্রীমৎভাগবত গীতা ভূমি
বুঝিবে বীজই শ্রেষ্ট চেয়ে রস ভূমি;
যদি না রহিত ভূমে স্ত্রৈণ ব্যবহার,
পুরুষ বীজেতে হ'ত সুদৃশ্য বাহার।
নারী ভূমি লয়ে ভবে যত মোকদ্দমা
পুত্র কন্যা তরু লতে দ্বিজীব রচনা।
কুরুক্ষেত্রে রণে তব পিতামহ পার্থ
বিরত ছিলেন কভু না বুঝিয়া অর্থ।
শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ করিয়া গ্রহণ
বিজয়ী হইল গিয়ে সমর প্রাঙ্গণ।
গুরুর দক্ষিণা কৃষ্ণ দিয়াছেন ভাল,

প্রহ্লাদ ভকতে রক্ষি দিয়ে স্নেহবল,
বৃষকেতু-ভক্তি, কৃষ্ণ পরীক্ষা করিয়া
মরিয়া জীবণ পে'তে দিলা শিখাইয়া।
না করি সাত্ত্বিক ব্রত হলে রাজসিক
কায়ান্তরে রবে স্থিত হয়ে সুরসিক।
শিব ভক্ত ছিল বলে হিরণ্যকশিপু
ব্রহ্মার তপস্যা করে অভিস্পিত বরে ;
দিবা রাত্রে জীবজন্তু অগ্রেনা মরিবে
কহিছিল মহা ব্রহ্ম তুষ্ট হয়ে তারে।
হরি ভক্ত প্রহ্লাদের উত্তরানুসারে
হরি কৃষ্ণ শিব যোগে নৃসিংহের রূপে,
উঠিয়া স্ফটীক স্তম্ভে মূর্ত্তি প্রহারায়
দিবা রাত্র সন্ধি ভাগে নখে চিড়ি দিলা
অগ্নি জল বায়ু রূপে করি অনুমান
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নিত্য কর মনে জ্ঞান।
কারে কে বিনাশে চাহ বিশেষ চিন্তিয়া

ভক্ত যার তুমি নাই হয় বিষ্ণু প্রিয়া।
বিষ্ণুর ভকতা হয়ে সাধে কৃষ্ণ কাজ,
তুমি যে উদাসী তাহে নাহি পেলে লাজ ?
প্রকৃতির ভক্ত রূপে হয়ে পরীক্ষিত
তক্ষক দংশনে মৃত্যু হবে পরীক্ষিত !
দুষ্টের দমন করি শিষ্টের পালন
করিতে সতত রত বিষ্ণু মহাজন।
তুমি যে স্বভাবে ভক্ত সকলের নীচে
ভাগবত শুনে ভক্ত ভাল হয় পাছে।
পড়িবে পাঠক যত এসব কাহিনী
বংশ বৃদ্ধি হয়ে সবে ঘুরিবে ধরণী।
ক্ষমা চাহ পূর্ব্বকৃত অনৈতপস্যায়
দান কর কলেবর তক্ষকে প্রথায়।

পরীক্ষিৎ — গুরো

উপদেশ ভাল কিন্তু পালে কত জন ?
থাকিলে যাইত সৃষ্টি পালন এমন।

না হ'ত পালন কভু না হ'ত সৃজন
যতে যত আছে সব হয়ে বিসর্জ্জন।
ভক্তের শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে শ্রীরাধার মিলে
ব্রহ্মত্ব পাইয়া দোঁহে শিব পায় কলে।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা ছাড়ি ছিল যত কাল
আমাকে করিবে নাকি তেহেন কুকাল?
বিষ্ণুত্ব ব্রহ্মত্ব পেয়ে পাইলে শিবত্ব,
ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব পেয়ে পাবে নাকি সত্ব?
প্রকৃতি অনন্ত রাজে প্রকৃতি অনন্ত
কেমনে জানি না ধ্যানী স্থূলতায় ভ্রান্ত?
স্থূলত্ব না পেলে কিসে সূক্ষ্মত্ব বুঝিবে?
সূক্ষ্মত্ব নিবাসে কভু স্থূলত্ব না পাবে।
পিতৃ মাতৃ দেহলোক যবে স্থূল ময়
কর্ম্ম লোকে হবে কিসে সূক্ষত্ব উদয়?
ভব লোক যদি স্থূল সূক্ষ্মত্ব চর্চ্চিয়া
পরলোকে হবে সূক্ষ্মী স্থূলত্ব নাশিয়া।

সুর লোক পরলোকে দম্পতি আকারে
এক লোক দুই নাম ‘স্বামী স্ত্রী’ স্মরে।
লোকাবলী পরিধিতে ভক্তি স্নেহ যুতে
আত্মা অনু দম্পতির গাঁথা অনুসূত্যতে।
বৃত্ত মাঝে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন দেহে
কেন্দ্রে মহেশ্বর হয়ে এক নামে রহে।
সূক্ষ্ম দান চেয়ে শত স্থূল দান ভাল
ভক্তি স্নেহ মহাসুখ যদিচ জঞ্জাল।
ক্ষেত্রজ্ঞের ধ্যান সূক্ষ্ম স্নেহ চিতহরা।
শ্রীকৃষ্ণে রাধার ভক্তি, ভক্তা সূত ও ভক্ত,
শ্রীরাধায় কৃষ্ণ স্নেহ, স্নেহীসুতে মত।
শশ্রুকি স্নুষাকে কভু করেছে ভকতি ?
দৌহিত্র কি মাতামহে করে স্নেহ মাতি ?
স্নেহী না ভকত বড় ? আশক মাশুক ?
জায়া নাকি পতি বড় ? ভাবেয় ভাবুক ?
জন্মিলে মরিতে হয় মুকতি ‘কে কয় ?।

একত্ব হইয়া যায় বিভিন্নেতে লয়।
কিসের সাধনা আর কিসের ভাবনা ?
তপ জপ শুধু এক সাধে যাদু পণ !
পত্নী শাসের পতি শাসক প্রবর
ইচ্ছাময় ভগবান ইচ্ছায় ভবাণী।
সিদ্ধা যারা শাপ দেয় অসিদ্ধারা ভোগে
বিধির অদৃষ্ট পূর্ণ হ'তে স্বষ্টি মাগে।
যে প্রকাশে সমভাব সেই কি সটিক ?
যে অধম হয়ে পূজে নাকি সে প্রেমিক ?
গুরু পদ তলে স্থিত। লঘু উড়ে শিরে।
পত্নী ভক্তী শ্রেষ্টা নীচে, স্বামী অন্যে পরে।
পদে ধরে মধ্য ছাড়ি কে যায় উরধে ?
বৃক্ষ আরোহণ নীতি দেখি গুরু স্মরে।
রাধিকার মত রস তাতে কৃষ্ণ বশ
রসে রস, বশে বশ ভাল মহারস।
মহারসে রক্ত রাধা, রাধায় শ্রীকৃষ্ণ

সপ্ত রথ, সপ্ত কল, সপ্ত লোক কৃষ্ণ।
সপ্তে ত্রিভুবন, সপ্তে ধাতু ময় দেহ,
সপ্ত সমুদ্রের সুধা নীলে গরহণ।
আমি স্থূল, তক্ষক ভক্ষকে খাবে মোরে,
ফুলেতে লুকায়ে ওই, আমি কি ডরাই?
দিলাম তুলিয়া শিরে গুরো মহাজন!
করুক আহ্লাদে মোরে তক্ষক দংশন।
আমি মরি কলাকরা থোঁড়ের মতন!
তক্ষক! তক্ষক কর ওম্ করন্ব "ক"
গুরো কর আশির্ব্বাদ।
এ দিকে
শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে
শুনেতেছে হেন গান
বৃত্ত গ্রামোফণে
বল ভাল আত্মদান কার?
কার দান সমর্পণ,

ভাল কার বিবর্ত্তন,
কার ভাল প্রেম সম্মিলন ?
বল ভাল আত্মদান কার ?

রাধা। বল ভাল আত্মদান কার ?
কার দান সমর্পণ,
ভাল কার বিবর্ত্তন ?
কার ভাল প্রেম সম্মিলন ?
বল ভাল আত্মদান কার ?

কৃষ্ণ। পিতৃ মাতৃ কৃষ্ণ ভক্তি
বুঝি ভাল সার মুক্তি
বৃষকেতু আত্ম করে দান
আমিত ব্রাহ্মণ বেশে
সুদাতা কর্ণের পাশে
ছলে পূর্ণ চাহিছি পারণ
বুঝ ভাল আত্মদান কার ?
প্রিয়ে !
বুঝ ভাল আত্মদান কার ?

রাধা। পত্নী ধরা, রাধে ভজা,

এক ফলে দুই মজা,

পরীক্ষিতে তক্ষক দংশন ;

মৃত সর্পে উপহাস,

শাপগ্রস্তে হয়ে ত্রাস,

সর্প যজ্ঞ তরে প্রতি টান।

বুঝ ভাল আত্মদান কার ?

নাথ !

বুঝ ভাল আত্ম দান কার ?

কৃষ্ণ। স্বর্গী সহস্র দলে

মানস সরসী জলে

প্রস্ফুটিত ছিল'যে মুকুল,

এক দিনে হিমবাতে

হেরিতে না, না হেরিতে

কলিকাই নষ্ট হয়ে গেল !

সেই না হিমেরি ভরে,

পত্র সব গেল পরে,
মৃণাল এসঙ্গে শুকাইল,
অস্ফুট পাপড়ি গুলি
লয়ে মকরন্দ স্থলী
অনুশোকে ঝড়িয়া পরিল ;
যাচঞা কুজঝটিকায়
ফুটিতে নারিল হায় !
প্রভাতেই সূর্য্য অস্ত গেল ;
আশার জোছনা কাশে
কাল ঘন ডেকে এসে
সম্ভোগ, হৃদয় তৃপ্তি নিল।
বিধুর মানসে আর হেন
কুমুদ কহ্লর শুভক্ষণ,
পাইয়া ফুটে সব আর শত ;
সুখের সাত ভায়া তারা,
কুআশায় লুকি তারা,

নাহি হয় হৃদে প্রতিভাত !
ছিঁড়িয়া প্রেমের তার
ভক্তি তন্ত্র জানি সার
আমিত্ব তোমাতে লুটাইল,
"বউকথা কও বউ" গান
কুকিলের কুহুতান
আত্মদানে কোথায় মিশিল !
বুঝ ভাল আত্মদান কার ?
রাধা। "আধোফুটা পদ্ম প্রায়
কিরণময়ী তারা ন্যায়"
সুধাইত মোরে "কে সুন্দরি ?"
"তুমি কে সুন্দরি ?"
সান্ধ্য সমীরণ ধীরে
কহিত পুছিত মোরে
সুধাইয়া "তুমি কে সুন্দরি ?"
হরিয়া কোকিল স্বর,

শুনাইত সুখকর
মম কর্ণে "তুমি কে সুন্দরি ?"
"শিশুর খেলনা প্রায়
কৃপণের ধন ন্যায়
হৃদয়ে রাখিব তোমা" কত,
'শীতের অগ্নির তাপ
পাপীর পাপের মাপ,
বরষার আতপত্র শত—
নিদাঘের তরুছায়া'
কহিত আমার কায়া ;
সে কে ? 'তবুও বাকী রহিল,
'পারিলাম না হায় হা !
হরি নিলা কেবা কেড়া ?'
বলে তনু তক্ষক দানিল ?
বুঝ ভাল আত্মদান কার ?
কৃষ্ণ। শুনেছি শ্রীরাধে সব,
ভাবিলে শিহরি সবে,

ভকতের ভক্তিগাথা প্রেম!
পরীক্ষিতে নাহি যায়
সমোজনে সমতায়
রহে যথা আথিতাপে হেম।
শুনেছি সুধান কথা
"বনের মাধবিলতা!
কি কৌশলে মন হরি নিলে?
কুসুম স্তবক তব,
মনচোর কব কব,
ফুলঘ্রাণে হৃদয় মোহিল।
"বুঝেছি মাধবিলতা!
তুমি তরু পতিব্রতা,
ফুল ফুটা স্বভাব তোমার;
গৌরব ইহাতে ভব
রৌরব আমাতে সব,
—বামণের চাঁদধরা সার।

'তোমার স্বভাবজাত
প্রকৃতি উন্নত যত
আশাদি সংকীর্ণ তত মোর ;
তোমারি ছায়ারি জ্যোঃতি
পথিকের কিছু প্রীতি
আশা ভ্রমে দুরাশায় ভোর !
'তুমি বনফুল যবে
আমিত পথিক তবে
ভালবাসা লয়ে দূরে আছি ;
তব সে পাবিত্র্য বাস
আছে কি হয়েছে নাশ ?
হেরি নাগো ! দূরে সরিতেছি
'বল ভরসা সুখ আশা
পথিকের ভালবাসা
পথেতে গো কারিয়া নিয়াছ,
বিনিময় বুঝি তার

নিরাশার দুঃখ তার
পুরস্কার রূপ দিয়ে গিছ ?
"ফুটিয়াছ বটে লতা
আছে ঘ্রাণ কোমলতা,
সূক্ষ্মগতি আছে বায়ুভরে ;
নাহি কিন্তু মন নাই
গৌরবেতে দয়া নাই
সৌরভে তারালে কি যে কৈরে ?
"বহুল চেষ্টা করে
মন খুলে ভক্তি ক'রে
শেষে কথা বলিতে পারি না ;
নিভৃতে বনের ফুল
ফুটি যথা ঝরে স্থূল
তেন হায় আশা মিটিল না !
মনোকথা মনেতে রহিল ;
—আশা মিটিল না !"

পরীক্ষিতে আত্মদান;
অতি সুবাহার !
এত উচ্চ !!
আত্মদান কার ?

রাধা। দূর দাবানল প্রভা
রাত্রিতে নিরখি ধবা
ঔদাস্য কি সঞ্চারিতে ছিল ;
পূরণ চন্দ্রিকারাশি
উষার রক্তিমে ভাসি
মলিনেত সুন্দর লাগিল !
সন্ধ্যার মুকুল যেটি
আধো ফুটি মিটি মিটি
পূর্ণ বিকশিত হয়ে ভোরে ;
সুখাশ্রু শিশির হ'রে
ঝালরের রূপ ধরে
পাঁপরিতে নত মুখে নড়ে !

সৌরভে গৌরব নাই
তত্রাচ সুন্দর তাই
কি যেন পবন নিছে কে'রে ;
তবু সে ফুলের কাঁতি
ভাসে চোকে দিবারাতি
কত ভাবে কত মুগ্ধা কৈরে ! !
পর্ব্বতের ঘুঘু পাখী দূরে
কি জানি কি রব করে
হা হুতাশ করিছে সঞ্চার ;
নির্ঝরী বিরলে তটে,
সলিলের চিত্রপটে,
শুভ্রধ্বজা কেন ঘনে করে ?
পতাকা ও কৃষ্ণ ঘনে
জানি কার কি শ্মশানে
করে ভরে ঘন কাঁপিতেছে ;
এ ভাব নিরখি ভাবে

কি জানি কাহার লাভে,
হিয়া থর থর কাঁপিতেছে।
ও কেহে ? কেমন ভক্ত ?
পিতা মাতা ক্ষুদ্র ভক্ত
দম্পতির চারিকরে ধরি ;
দত্ত মুণ্ড স্বকরাতে
ছেদিয়া সুদেহ হ'তে
দাতৃত্বের পরাকাষ্ঠা করি !!
ভাল ভাল আত্মদান তার !
আত্মদানে বিধুরি বাহার !

কুঃ মঃ। প্রিয়ে !
ভাবিও বদন হেরে
উদ্যানেতে ক্রীড়াকরে
আপনা উপেক্ষা করি তায়
বনে ছিলে "এ বাগানে
লজ্জাবতী উ ও থানে

ফুটে না ফুটে না আর হায় !
"তাহা ও বাগানে ওই
ফুটিয়া রয়েছে শুই
নির্ব্বোধ ভ্রমর পূর্ব্বস্থানে ;
বন্ধ নবরাগ-পথ
তবু অনুগত রথ
যত্ন কৈরে পশিতে পারে না ;
"ভ্রমরের আশাবন
নিরাশার হুতাশন
শৃঙ্গদ্বয় সহ ভস্ম করে" ।
"প্রাণের কুসুম তুমি
ছিলে যথা রঙ্গভূমি
অন্ধকার করিয়াছ কারে ?
"আর কেন ফুট না ?
এ ভ্রমর জুটে না ?
প্রফুল্ল আনন ভালবাসি ;

ও পর্ব্বতে আছে সানু
কণ্টকে আবৃত তনু
ছিড়িয়া ফেলিনু তেই হাসি
বলেছিনু তব পরে লাগি।
তখন বিরস মনে
বলেছিলে সুআননে!
"কলি ছিল ফুটে ছিল যেই
দুষ্প্রাপ্য ফুলের মত
অকালের প্রস্ফুটিত,
দুই বনে দুই ফল সেই;
হাত বাড়াইনু পেতে
বড় সাধ করি তাতে
কণ্টকে সাধিল বাদ কার?
দুর্গমে ফলিত ফুল
অকাল মুকুলে ফুল
পরিপক্ক অপ্রস্ফুটে যেন!

লয়ে গেল দূরদেশে
লজ্জা দিয়ে মোরে শেষে,
উভয়ের হয় ইথে ধ্যান।”
আমার উঠিল মনে
তব সনে সেইক্ষণে
দ্বিপদ্মের সেই ভাব মনে ;
বলিছিনু তারপরে
অশ্রুত্যাগ কলেবরে
তুমিও বিমূহাছিলে প্রাণে।
এই কথা ;
“এক স্বপনের বেশে
দুই হৃদি সুসরসে
এক ফুল ফুটে ছিল—
কি সুন্দর ফুল্ল
হৃদয় সরোজ ফুল নাকি ?
হলেত পদ্মের দলে

কিম্বা পরশ ছলে
জলবিম্ব পতরে লাগে না ;
বিরহি-নয়ন জল
কমল কোমল ছল
কমলেই ছুঁইতে পে'ল না ;
সুচঞ্চলা কুল কুল করে
স্রোতস্বতী সরোবরে
নিম্নবহা অবিরাম র'ল ;
সুখ স্বপনের ফুল
ভাসাইয়া কুল কুল
খরতর স্রোতে লয়ে গেল !
একটু হেরিয়া আর
হেরিতে নেরিনু আর,
দরশন সাধ মিটিল না ;
আকৃতি অঙ্কিত র'ল
ফুল ঘ্রাণ লেগে গেল
হৃদে, তাহা ভুলিতে পারি

সেই পদ্ম নিতে স্রোতেঃ
বাড়াইয়া দিনু হাতে—
হায় !
না ধরিতে স্বপ্ন টুক গেল !
জল বুদ্‌বুদের সনে
মিশে গেল কার সনে ?
সুখ ভাঙ্গি কুল গেল !
মনোখেদ মনেতে রহিল !
কিন্তু——————”
কিন্তু থাক্—

রাধা। মোচাগ্রেতে হয়ে আজ কলা
হের মোর অগ্রে গেল পরে,
কলা, থোর খাইবে সমানে।
অস্ফুট সে, সে মুকুল
নাহি ধ্বংশ সেই ফুল
শিবত্ব পাইয়া শিব ধামে।

ব্রহ্মারে ডাকিয়া আন
করি তাঁরে শ্রী জ্ঞান ;
একাধারে মিল তিন জন।
কর্ণ পদ্মা সহ তুমি
খেলে বিমুরনু আমি,
দিনু তারে পুনর জীবন।
বুঝিলাম,
আত্মদান তোমাতেই ভাল !!
তুমি বিষ্ণু তব সবি ভাল !!
আমাতে যে আত্মদান ?
প্রাপ্তিত্ব কেবল।
পরীক্ষিতে,
ওই হের মুকুরে কি ভাল ?
পরীক্ষিত পারীক্ষিত ওম্ "ক" সম্বল
ইতি কর্ম্মলোক।

ভবলোক।

রাতে রাত দিনে দিন বৎসরে বৎসর।
মাসে মাস বনে বন সহরে সহর।
মুখে মুখ হাটে হাট পবনে পবন।
ধনে ধন মনে মন বাগানে বাগান।
অঙ্গে অঙ্গ বুকে বুক নাসিকায় নাক।
রসনে রসনা, চক্রে চক্র চাক থাক।
চোকে চোক, শ্বাসে শ্বাস তরলে তরল।
প্রাণে প্রাণ রূপে রূপ সরলে সরল।
দেশে দেশ শূন্যে শূন্য পর্ব্বতে পর্ব্বত।
গহ্বরে গহ্বর, কূতে কূ, সর্ব্বতে সর্ব্বত।
পাহাড়ে পাহাড়, সাগরে সাগর পা পা।

আছেতে আছে নাইতে নাই না'না।
হাসে হাসি কাঁদনে কাঁদন রাগে রাগ।
অজাতে অজাত জাতে জাত নায়কে নায়ক
বাদকে বাদক নর্ত্তকে নর্ত্তক গায়কে গায়ক
আগুণে আগুণ রোদে রোদ সলিলে সলিল
ভূতলে ভূতল মিলে মিল অমিলে অমিল।
রঙ্গে রঙ্গ ঢঙ্গে ঢঙ্গ মঙ্গলে মঙ্গল।
ছাপে ছাপ তাপে তাপ জঙ্গলে জঙ্গল।
সেখে সেখ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ ছাগলে ছাগল
করণে করণ ভরণে ভরণ পাগলে পাগল।

পাগলে পাগল
এ ভাবে ভাবমে;
পাগল। স্বগত উত্তম—স্বগত উত্তম,
হাঁ হাঁ
মনে মনে স্বগত উত্তম।
স্বগতও ভাল নহে, ভালে;
না না

স্বগতও ভাল নহে, উচ্চারণে।
পরশনে কথায় কথায়?
ভাল ভাল
পরশনে দরশনে কায়।
কত বিঘ্ন বিপর্য্যয় ভাবে!
বটে হায়!
কত বিঘ্ন মনোগত ভাবে।
একবার মানিতেত হয়?
অন্য যুক্তি
একবার মজিতেত হয়?
নয়
একবার গ্রাহ্য হয় এই
মম উক্তি।
কভুত বিবাদ তর্কে?
কভুত মীমাংসা?
সুখ দুঃখ শুধু।

প্রাণে মিলে না,
তানে সুরে খাটে না,
প্রাণ বাঁধা পরে না।
পৃথক পৃথক সব।
জাতে জাত কত সব!
কেহ আপন কেহ পর।
সহ অনুভূতি নাই!
পরের দুঃখে কাঁদেনা;
পরের সুখে হাসে না।
পর আবার কি?
হি হি হি হি!!
সকলে আপন।
সকলেই স্ত্রী নারী,
সকলেই মা।
কঠিন খাদ্য, তরল পেয়
মল মুত্র বিসর্জ্জের।

দম্পতিয়ে মিলনীয়।
মোটামুটি
সকল পুরুষ স্বামী।
সকল রমণী স্ত্রী।
আমি প্রকৃত কথা বলিলে,
লোকে পাগল বলবে।
তাই বলিব না।
যাহারা বুঝে না,
তারাইত পাগল ?
না—
তারা ব'লে ভাল।
কাজেই হাসি আসে ?
যারা থাকিবে না,
তারাও
গতি শীল দেখিয়া কাঁদে।
যাঁরে না দেখিয়া আছে,

তাঁর জন্য কাঁদে না।
তবুও তারা ভাল !!
হা হা হা হা !!
যারা বুঝে—হাসে কাঁদে।
কাঁদে
এক ভাবে এক প্রাণে
একের বিধানে।
তারা বলে পাগল ?
পাগল কে বুঝে না।
হা হা হা হা !!
গানের এক ভাগে সুর মিল
আর ভাগে তাল মিল
তালে সুরে মিলে না।
পায়ে ধরি, হাতে হাটি ;
তারা নাকি পাগল বটে ?
যদি তা না হত ?

তণ্ডুলের ভাত, গোধুমের রুটি,
সক চাই খায় ;
জল সকলে পান করে।
মল মুত্র সবে ত্যাগে।
এক রমণীকে
সকলে রমণ করে না কেন ?
মিলন কারে কহে জানে না;
তবুও তাহারা বলে ভাল।
সূক্ষ্ম ভাব মিলন।
মিলনে পুত্রাদি জন্মে না।
মিলনে সুখ জন্মে।
তবে বলিতে পারে ;
পরিণামে গর্ভোৎপত্তি ?
ইহা স্থুল মিলন।
তাই বলি
মিলন জানে না ভাল।

পাগলে জানে মিলন।

যাহারা বুঝে না

তাহারা বলে ঃ—

"যথায় মিলন লয়ে বিচ্ছেদ।

আর

"যথায় জন্ম হয়ে মৃত্যু"।

পাগলে কয়;

"যথায় ভাল তথায় ভালই।

যথায় হাসি তথায় হাসিয়াই।

যথায় কান্না তথায় কান্নাই।

যথায় জন্ম তথায় জন্মই।

যথায় মৃত্যু তথায় মৃত্যুই।

যথায় মিলন তথায় মিলনই।

যথায় সুখ তথায় সুখই।"

যে সংসারে একক আছে,

সে সংসারে দুঃখাদি কিছুই নাই

একটী থাকিলে,
তার বিপরীত নাই।
অর্থাৎ
পুণ্য থাকিলে পাপ নাই।
মনুষ্যত্ব, আত্মা থাকিলে জাতি নাই।
দান থাকিলে গ্রহণ নাই।
গ্রহণ থাকিলে দান নাই।
আবশ্যক যাহা আছে,
তাহাই আছে।
মরিলেই মরে।
জন্মিলে মরিতে হয় না।
এক দশরথই,
একবার রামের বাপ;
একবার কৌশল্যা পতি।
আত্মার দেহান্তরই,
একবার মৃত্যু;

একবার জন্ম।
বৃক্ষই বীজ।
বীজই বৃক্ষ।
বাস্তবিক,
জন্ম ইহা নহে।
জন্মে বিভুত্ব।
জন্ম বাঁধা নহে।
জন্ম মুক্ত।
জন্ম বায়ু।
জন্ম সদাগতি।
জন্ম নামামর।
জন্মই—
যারে পাগল কহে।
তবে?
মনের কথা খুলিয়া বলিলে
লোকে পাগল বলে।

কিন্তু ভব তরঙ্গে—
রঙ্গে ঢঙ্গে ভাসিয়া চলিলে
পাগল বলিবে না।
স্বগতানন্দে পাগল হয় না।
একটু ভুল হয়েছে !
সহস্রের বিপরীত এক,
পাগলইত ?
যদি এক আমিত্বে আর থাকে না
(বলিতে পারে)
তবে পাগলে হাসি কান্না
কেবল কেন ?
হাসি কান্না পাগলের
সুখেরই ভাব।
মিলনে,
বায়ু রস ভাব।
তেই পাগলকে

উড়া পঙ্খাশ বায়ুবলে ।
    সুতরাং
আমি বুঝিয়াছি;
আমি একজন পাগল ।
    অতএব
আমি হাসিয়া কাঁদিব ।
সকলের সঙ্গে মিলিব ।
মুখে নাহি কব কথা,
সম্বন্ধে গাথি রাখি প্রথা ।
    একবার গ্রাহী,
    একবার দাতা ।
সুখের তরে মিলনে রয় ।
    সুধু এক ধুয়া ধরে
মধ্যে মধ্যে সুখ গাহিব ।
পাগলামী ধুয়া শুনায়ে
    সকলে হাসাব ।

ধুয়া।

পাগল;

পাগল এসেছে?

পাগল যারা—

শুন্‌বে তারা—

আর শুনিবে কে?

ও যারা হেরবে পাগল

মিলবে পাগলে গো;—

সুখী হবে পাগলের

পা————রা—।

পাগল;

পাগল এসেছে!”

(পাগল মটরকার)

কে এসে? হরিণি!

এ বনের মৃগ বুঝি তোমায় মিলে না?

তারা এখন অন্য বনে গিয়াছে?

নির্ব্বোধ হরিণি !
পূর্ব্ব পরিচিত পথ, ধরিয়া ধরিয়া
ফিরিতে লাগিলি ?
এ কাননে পথ নাই,
যাইতে যাইয়া বুঝি,
ফিরিয়া আসিলে ?
মিলন বাসনা কৈরে
নৈরাশে ফিরিলে ?
আমি কিম্মিদম,
হয়েছি হরিণ।
মনো আশা পূরে কি এক্ষণ ?
ধুয়া।
"ও কে ? কে বাঁধিলে প্রাণে ?"
পাগল, এসেছে বলে।
মৃগ রূপে মৃগী প'রে
আছি রমণে।

ওরে পাগলে পাগলে
মিলন এহেন রে।—
প্রাণ হরি শৃঙ্গারে
হা———রা——।
"ও কে ?
কে বধিলে প্রাণে ?"
(পাগল নিরাকার)
কে তুমি ? বাশুনি,
দেবরাজ তুমি ?
শচীতে মিটে না আশ
আসিয়াছ তেঁই বুঝি ?
গৌতম আশ্রমে ?
গিয়াছে নদীতে মুনি
এহেন সুযোগে তুমি !
করিছ বাসনা আজি
ভুঞ্জিতে অহল্যা ?

তুমি যেই—
স্মরণ পাগল ;
আমি সেই
স্বর্গ পাগলিনী।
সাজিছ গৌতম তুমি
অহল্যা সাজিছি আমি।
কর আলিঙ্গন।
কেমন, কেমন লাগে ?
বেশী মজা নাকি শচীহ'তে ?
ধুয়া।
ওকে সাজিলে দোহায় ?
উভয়ে, ছিনুত ক্রীড়ায়।
পর স্ত্রী মাতৃ তুল্য
কেমনে ইহায় ?
এ যে সুক্ষ্ম দম্পতির
স্থূল মিলনে হে।

হা—রা—?
"ওকে ?
সাপিলে দোহায় ?"
(দোষ নাহি অহল্যার)
যাব স্বর্গে।
দেখব স্বর্গ।
বসি নাতো লোকে
স্বর্গ হ'তে মর্ত্তে আসে
স্বর্গ ভ্রষ্ট হয়।
আমি সদাগতি।
আমারই হয়।
আমিই তাহাদের,
বাসনা রূপে আমি।
বাসনা রূপে যাই।
বাসনার অনুকূলে
আশির্ব্বাদ।

বাসনার প্রতি কুলে
শাপ।
বাসনা—সাপ আশির্ব্বাদ রাস্তা
আষট্ট রাস্তা।
তাই বলি
পুরুবার মন্দা
ইন্দ্রিয় সভায়,
উর্ব্বশীর তাল ভঙ্গ হয়।
আমি উর্ব্বশীর রূপে
পুরুবা গৃহিণী।
উর্ব্বশীরও দোষ নাই।
অর্জ্জুনেরও দোষ নাই।
দোষ হলে আমার।
আমাকে না চিনিয়া
তাহারা দোষী।
আমি পাগল।

তাহারা পাগল চিনে না।
আমি সুধু পাগলই,
ভবে পাগল।
বেস্ বেস্ বেস্!
কত সুখ! কত সুখ!
সুখ!
ভক্তির মত সুখ নাই।
ভক্তির মত ধর্ম্ম নাই।
ভক্তির মত,
সর্ব্বত্র সমত্ত ন।
নাই
সর্ব্বাই দর্শণ ন।
ভক্তির মত
সর্ব্বজ্ঞতা নাই।
ভক্তির মত সর্ব্ব শান্তি নাই
ভক্তিই সর্ব্বে সর্ব্বা।?

আর
গুরুর ন্যায়,
রসের ভাণ্ড নাই।
গুরু মধুর চাক।
আমি দেখ্‌লেম ?
যে সত্য কথা কয়,
সে পাগল !
যাহারা মিথ্যা কথা কহে
তাহারা ভাল।
যেমন গুরু তেমন শিষ্য।
যেমন কর্ম্ম তেমন ধর্ম্ম।
গুরু যদি ইচ্ছায় হয় ?
শিষ্য কি প্রাণীরা নয় ?
ঈশ্বর এক,
সকল ঘরে।যায়
প্রাণী অনেক,

কেহর ঘরে কেহ যায় না।
বিভুর জাত নাই।
প্রাণীর অনেক জাত আছে
যাহার নানা জাত আছে,
তাহার নানা ধর্ম্ম আছে।
আর
নানা কর্ম্ম ও আছে।
যথা —
মুসলমান হিন্দু ব্রাহ্ম্য
খৃষ্টাণ ইহুদি।
ধর্ম্ম মতে কর্ম্ম বিজ্ঞান।
কিন্তু
প্রাপ্তী এক ঈশ্বর।
প্রাপ্তী এক সুখ।
না প্রাপ্ত এক দুঃখ।
তবে

যে কর্ম্মে সুখ আছে,
যে কর্ম্মে দুঃখ নাই,
যে কর্ম্মে গুরু আছে
যে কর্ম্মে শিষ্য আছে ;
যাহাতে সুখের কারণ আছে,
এরূইপ
একটী সাধারণ কর্ম্ম
সকল ধর্ম্ম হইতে বাছিয়াছি
ইহার নাম,
"সুখ ধর্ম্ম।"
কর্ম্মী, সুখ ধর্ম্মী।
গুরু—ঈশ্বর।
শিষ্য—ধর্ম্মী।
কর্ম্ম—ভক্তি।
প্রাপ্তি—শ্রদ্ধা সুখ।
স্নেহ।

আর যত ধর্ম্ম
সব ফেলিয়ে দিব।
ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া একতা নাশ
ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া মমতা নাশ।
অনেক ধর্ম্ম আছে বলিয়া হা হুতাশ,
দীর্ঘ নীশ্বাস।
সুতরাং
ভক্তি স্নেহের মিলনে
সুখের উৎপত্তি।
তবে আমি?
তবে আমি, কোন ধর্ম্মী?
আমি সুখ ধর্ম্মী।
আমার কর্ম্ম—ভক্তি
আমার প্রাপ্তি—স্নেহ।
গুরু—অহং ব্যতীত সমস্ত।
শিষ্য—শুধু আমি।

ভাব—মমতা

নিত্যফল—একতা

আবার

বেস্ বেস্ বেস্ !

কোরা তালি !

আমি ভব লোকে ধর্ম্ম

ছোট করিয়াছি ;

সহজ করিয়াছি ।

নাশুকেরে মত,

চন্দ্র সূর্য্যের মত,

ছোট কিন্তু বড় করিয়াছি

আমি আর

কার কথা শুনিব না ।

যদি পাগল অর্থ

"মন্দ" হয় ?

হোক তাতেও সুখ !

কারণ

ভক্ত ত মন্দ ৩

গুরু না ভাল ?

যদি পাগলামী কয় ?

তাতেও সুখী।

ভুল !

আমি ঘৃত খাইতেছি

গুরু বুঝি উপবাসি ?!

গুরুর এমন ত ভাল কেন

হা—হা—হা--হা—হা !

ভালইত ?

গুরু পারণ করাইবে,

আর ঘৃত খাইব।

মন্দ কিছুইনয়।

আমাকে ভ্রান্ত বলিয়া তাহারা হাসিবে

তাহারা সুখী হইবে।

সুখ দেওয়াইত আমার ভক্তির উদ্দেশ্য ?
গুরুর সমস্ত কাজইত গুণ সকলা ?
আমার গুণ বুঝিলে, আমি গুরুর ভাণ করিব
তবেই
আমার অনেক মন্দ হইবে,
ভক্তি যাইবে কর্ম্ম যাইবে।
সুতরাং
ভাল ভাবিয়া, আমি পাগলই থাকিব।
আমাকে ছাড়িয়া যেন গুরু না কাঁদে
ইহাই প্রার্থনা।
কিন্তু
আমাকে যে গুরু চিনে,
তাঁহার নিকট যাব।
আমাকে যে চায়
তাহাকে পাইতে দিব।
দিব কেমন তারে ?

শুধু এক ভক্তি ভাবে।
যদি ও স্নেহ ভাবে দেখিব
ভিতরে ভক্তি থাকিবে
স্নেহের অন্তরে ভক্তি থাকিবে।
এইক্ষণ ভব লোকে,
ভক্তির ধুয়া ধরিতেছি
ধুয়া।
তুমি একবার আছ কার কাছে ?

১

ও তুমি গুরুগুর্ব্বী ময় !
রূপের ভাবে রক্ত নীরবে
দৃষ্টিতে উদয়।
আমি পাগল পাগল,
হয়ে তোমারে হে !
নাম ধরে রূপ
কা—রা—।

তুমি এক জন আছ কার কাছে ?

(পাগল অহঙ্কার)

অহঙ্কার বিরাজিত

সমস্তই ভাল।

ভাল যারা গুরু তাঁরা।

গুরু অনেকই পাগল এক।

পাগল শুধু আমি।

তুমি, সে,

ইত্যাদি বচন "গুরু"

গুরুস্ব সমস্ত সরু।

গুরুর সর্ব্বস্ব গ্রহণীয়।

শিষ্যের গ্রাহ্য দৃষ্টে গুরুর সুখ।

শিষ্যের সুখদান ভক্তি।

ভক্তিই মুক্তি।

এখন দেখা যাউক,

সুখ ধর্ম্মে বিঘ্ন কি ?

বিন্নু উচ্চারণ।

বিন্নু মৈথুন।

তবে

এই দুইবীর সহায়।

সুখ ধর্ম্মের সহায়।

আর

পানাশন মল মূত্র ত্যাগ

সুখ ধর্ম্মের সহায়।

সুতরাং

উচ্চারণ ত মৈথুন ত্যাগ করিব।

আর পানাশন গ্রহণ করতঃ

মল মূত্র ত্যাগ করিব।

তাহাতেই

ধর্ম্ম কর্ম্ম হইবে।

এই

এক্ষণই আমি পরিক্ষা করিব।

সুখ ধর্ম্ম ভক্তি

দেখা থাকুক।

ধুয়া ।

'সুখ ধর্ম্মী হও জগত বাসী ।

১ ।

সুখ ধর্ম্ম কর ভক্তিতে ।

করি ভক্তি

লেহ মুক্তি

তুষ্ট হও ইথে ।

ভবের প্রাণী বর্গ

মিলেনা একে বারে ।

হওনে আর দিশে

হা—রা ।

সুখ ধর্ম্মী হও জগত বাসী ।"

(পাগল ভক্ত আর)

আমি পাগলই বাস্তবিক ।

শিষ্য হয়ে গুরুপদেশ কেন ।

মধ্যে মধ্যে আর একটী

নিজের ধুয়া ধর যেড়ানিব ।

সুখ অহরই ভুলিয়া ভুগাব ।

এখনিই সাধারণ ধুয়া
গাইতে বসিলাম।
সাধারণ ধুয়া।
"পাগল দিয়ে সুখ যদি মিলে।
কি ফল তবে,
বলনা ভবে,
ভাবে ভাব দিলে।
আমি সুখের মাঝে
সুখেতে ঢালিয়া গো!
আমার আমিত্ব যেন
হা———রা
পাগল চলে আয় দলে দলে।"
(পাগল হইত সকলের ?
এই সাধারণ ধুয়া গাহিয়া
একক স্থানে বিচরণ করিব।
এখন
পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করি
(ভবের বাগান)

মালতী বকুল যুই
কেনো ওলো কেন তুই।
হাসিয়া ঢলিয়া চাস্ চাস্ ?
গোলাপ বেলির সনে
কি ভাবিয়া মনে মনে
কামিনীরে চেয়ে আড়ে
করিছ উল্লাস ?
ওলো ওলো ওলো কেন তুই ?
সরসীর চারি পাশে
উদ্যানে কুসুম হাসে
সরোবরে হাসে সরোজিনী,
তারসনে হাসে কুমুদিনী,
ভাসিয়া সরসী জলে
সলীল—পাগলে দোলে
পদ্মিণী শঙ্খিণী রূপে
চিত্রানি হস্তিণী।
তুই কেনো গন্ধ বিরাজিনী।

ভ্রমরের গুণ গুণ স্বরে
গুণ গীতি গেয়ে কারে ?
এ পাগল ভর করে
কভু উড়ে কভু পরে
মধুর কুহরে।
মধুপান করি সুখে
ধরিয়া পাগল মুকে
বুক টেনে দেয় তোর গায়।
দিয়ে তোর এলো সারা
দিয়ে পুনঃ মৃদু নাড়া
সতীর্থ সুগন্ধ লয়ে কায়।
এত সুখ আছে কি কোথায় ?
ভকতি তোদের পুরে,
কি করিব চুই ?
আমি তবে যাই যুই ?
এখন চলিয়া আসিলাম।

আবার
সাধারণ ধুয়া গাইব।
এবার
কাননে প্রবেশ করি।
পাগলিনী হইলাম।
(ভব কান্তারে)
আমি হেথা একা যে গো
সতীর্থ সঙ্গিনী ?
বলতিকার পুষা বোন !
হে গো শুন শুন !!
তরু তারা তরু তারা
কত মনোহর !
এর মাঝে তুমি কে ?
কে সুন্দরি ?
কে সুন্দরী তুমি হে গো !
প্রাণ পুরা মহাভাগ

লয় তব ঘ্রাণ ;
আমায় না কি গো ?
মিলনে মস্তক ঘ্রাণ,
তুমি কি বুঝিলে প্রাণ !
কত সুখ কত সুখ !
মরি মরি হায় !!
সকলের পত্র কেশ হের
তোমাদর কেশ ওর পর
আমারে সম্ভোগ সবে
কাঁপে থর্ থর্ !
গুরু বা গুর্ব্বীর কাজ
দম্পতির এক সাজ
মিলন গোপনে হয় ;
দেখিলেই লাজ।
আমি সবে এক বারে
ইচ্ছা পূর্ণ করি তরে ?

করিলাম কত সুখ
নাহি আর কাজ।
ওই
আর চাহে লোকাচারে
যাই তবে এবে উড়ে ?
যাই আশা করিতে পূরণ ;
একা যাব,—করিলাম পণ।
এ গো ! এয় না গো !
আমি যাই যাই।
(ভবলোক।)
সাধারণ ধুয়া।
"পাগল ছেলে আয় দলে দলে"
১
পাগল দিয়ে সুখ যদি মিলে।
কি ফল তবে,
বলনা ভবে

ভাবে ভাব দিলে ?
আমি সুখের মাঝে
সুখে চলিয়া গো !
আমায় আমিত্ব যেন
হা———রা
"পাগল চেলে আয় দলে দলে"

(পাগল হইত সকলের ?)
পাগলের শুধু এক সুখ,
পাগলের নাহি বিন্দু দুঃখ।
পাগল এসেছি দেশে
সকলে দৌড়িয়ে আসে
কিবা বৃদ্ধ কিবা বাল
কিবা যুবা লোক ;
পাগল নেহারি' সুখী
অবনীর লোক।
পাগলের শুধু এক সুখ।

পাগলের শুধু এক সুখ ;
পাগলের নাহি বিন্দু দুঃখ।
কেহ এসে মারে ঠেলা
কেহ মারে শিরে ঢেলা
কেহ মিষ্টি মিষ্টি হেসে
করয় কৌতুক ;
পাগলের চোক হেরি
সকলের সুখ।
পাগলের শুধূ এক সুখ।

পাগলের শুধু এক সুখ,
পাগলের নাহি বিন্দু দুঃখ।
গ্রামের সহস্র নারি
অনূঢ়া বা সহচরী
সধবা বিধবা কিবা
রাণী সখি হো'ক ?
কিশোরী যুবতী বৃদ্ধা

আসন্ন সম্মুখ।
পাগলের শুধু এক সুখ।

পাগলের শুধু এক সুখ;
পাগলের নাহি বিন্দু দুঃখ।
বৃদ্ধ কি বালক যুবা
বড় ছোট আছে কিবা
আসি কাছে হাসে কেহ
হয়ে সমুৎসুক;
কেহ রোষে গালি দিয়া
লাথে কেহ বুক।
পাগলের তাহে শুধু সুখ।

পাগলের শুধু এক সুখ;
পাগলের নাহি বিন্দু দুঃখ।
উলঙ্গ পাগল থাকে

সকলকে স্ফুলিঙ্গ দেখে
সংযমিত বীরত্বের
পরাকাষ্ঠা টুক ;
ভোগে নীরবে বয়ে
ভকতির সুখ।
পাগলের শুধু এক সুক।

পাগলের শুধু এক সুখ,
পাগলের নাহি বিন্দু দুঃখ
পাগলে বিরাগ পেলে
গুরু গুর্ব্বী তাতে মিলে
দান করে স্নেহ প্রেম
লভি মহাসুখ ;
পাগলে ভকতি তরে
পানে স্নেহ টুক।
পাগলের শুধু এক সুখ।

পাগলের শুধু এক সুখ
পাগলের নাহি বিন্দু দুঃখ।
পাগলের সুখ ধর্ম্ম
নিয়তি সম্ভোগে কর্ম্ম
হাহুতাশ নাহি তার
প্রেম পূর্ণ বুক;
বিশ্বপ্রেমী মহাজন
নহে সর্ব্বভূক।
পাগলের শুধু এক সুখ।

পাগলের শুধু এক সুখ,
পাগলের নাহি বিন্দু দুঃখ।
সর্ব্বগ সর্ব্বত্র তিনি
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বথা যিনি
সর্ব্বতঃ সর্ব্বদা সর্ব্ব
সরোজী মিলুক;

সর্ব্বদর্শী শিবময়
বায়ু ভব লোক।
পাগলের শুধু এক সুখ ;
পাগলের নাহি বিন্দু দুঃখ।

শেষ ধুয়া।
"পাগল বম্ ভবম্, ভোমবলা
পাগল চেলে আয় এই বেলা।"
আস আস !
পাগল চলেত খ তে।
দেখ্‌লে দেখ্
এসে তবে,
থাক্‌লে জগতে ;
এ পাগল করি করস্থ
ওম্ "ক" গো ?
মুকুর ভেবে বুঝলে কি,

(২) ছোট ছোট বালিকারা ভাত রাঁধা খেলে
যুবক বালকগণ হেন নানাবিধ ;
নিরলে বাসনা করে বিরলেতে গেলে
বসায়েছে যেন সবে প্রমোদের মেলা
কবিগণ ফিরে সুখে কবিত্ব কান্তারে
ঝিঝি পোকা কবি সুখে ঝিঝি ঝিঝি করে ;
সোহাগিনী প্রেমে ঢলে বিলাস কান্তারে,
যোগশিক্ষা কুম্ভকান্তে হেরে কি মুকুরে।
অকস্মাৎ কি জানি কি পরিতার মনে
ধীরি ধীরি আহবানি প্রভাস স্বামীরে ;
আনিয়া নিকটে তাঁর নমি, শ্রীচরণ
কহিতে লাগিল সুখে এ হেন প্রকারে।

(৩) যোগসিক্ষা—

লোক লোক সুরলোক, সকলেই বলে লোক,
ইহলোক পরলোক আর
ইহলোকে ভবলোক, দেহলোক কর্ম্মলোক,
পিতৃ-মাতৃলোক আত্মার।

খে———লা ?
পাগল চেলে আস এই বেলা,
এই
পাগল বম্ বোলা
{ ভালোকে }
{ পাগল আর নাই }

ইতি ভবলোক।

পরলোক।



উঠেছে শারদশশী নির্ম্মল গগনে।
সরোবরে কুমুদিনী করে টল মল।
লক্ষ্মী পূর্ণিমায় আজি সাধ্বী যোগাসনে
কি জানি নিশিতে হেরি হাসে ঢল ঢল।

স্থরলোকে সূর যথা,   পরলোক জানি কোথা ?
নাহি বুঝি সাধনার সাধ ;
বুঝাও কৌশলে মোরে,   লোক অর্থ ব্যাখ্যা করে
অনুনয়ে কহি "প্রাণনাথ"
কেহ বলে লোক ব্যক্তি,   ব্যক্তমত লোক উক্তি,
তেই লোক মনুষ্যেরে কহে ;
পিতৃ মাতৃ যেই কহ,   আত্ম এক সূক্ষ্ম অহো !
কর্ম্ম লোক দৃশ্য লোক দেহে।
'ভুবন" লোকের অর্থ,   কভু নাহি হয় ব্যর্থ,
এই স্থির করে কোন জন,
তেঁই স্থরলোক শুন্য'   ভবলোক ধরাগণ্য,
পরলোক বলে না কেমন।
ত্রিভুবন এক নামে,   স্বর্গ মর্ত্ত পাতালামে
মোটা মোটী ক'র্তে পরিচয়,
অগ বা পাতাল কিসে,   এর নাহি পাই দিসে,
ইহাই কি পরলোক হয় ?

আমার বিশ্বাসলয়, লোক অর্থ "কাল" হয়,
ভূত ভাবী আর বর্ত্তমান ;
পূর্ব্বার্থের উক্ত লোক, সময়ের স্থানে লোক,
তবু শেষ বুঝি না গঠন।
স্বর্গ শুণ্য পরে ভাসে, তথাহতে আত্মা আসে,
সপ্তাকাশ জ্যোঃতিষ্ক মণ্ডলে,
মোরা যত ইতি প্রাণী, বর্ত্তমানে হেথা মানি,
নিরখিছি এই না ভূতলে।
কিন্তু পরলোক কোথা ? অস্তিত্ব কি এর প্রথা ?
অন্য স্থান অন্য কিবা ?
ভবিষ্য ভাবিয়া চ'লে, অস্তিত্ব না কিছু মিলে,
বিভাবরী হেরি নিত্য দিবা।
তলাতল আছি লয়, সাতটী পাতাল কয়,
নরকের নাম রূপান্তর ;
নরকই ভবিষ্যৎ, কত দীর্ঘ কালবৎ
দেহে বেদ পায় কিসে স্তর ?

তবে লোকে বলে বোল, সাধু বলে দেহ গোল
পরলোকে করি যে গমন ?
অসতীর হেন হেরি, কহে তারে গিয়ে মরি
কোথা যায় ও স্থান কেমন ?
সাধু বা অসত হো'ক, সকলের ইহলোক,
পরলোক অন্য এক বাস ;
ইহা কি একটী স্থান, নাকি দুই বিদ্যমান ;
কর্ম্মফল ভোগ্য দ্বি নিবাস ?

যাই হো'ক

পরলোক পরে কিন্তু, দৃশ্য ভাবে আছে কিন্তু,
যথা ইহলোক চারিলোক ;
ন্যূন্যাধিক দুই ভাগে, সাতটি বিষম রাগে,
নিরাময় অম দুই লোক।
আময় নিচয় লয়ে, নিরাময় অন্যে রয়ে,
দুই স্থান দৃষ্ট পরে হবে ;
চারিটি পাতালে মন্দ, বাকী তিনে সুশ্রী বন্ধ
মরামর দুইটি প্রভাবে।

ভাবের পাগল তুমি, তব যোগ সাধি আমি,
পরলোক জানিবার তরে ;
তোমার সুতীর্থ স্মরি, আমায় সতীর্থ করি,
সুবিদিহ আজি আভগীরে।

প্রভাস— প্রাণেশ্বরি !
অযোনী সম্ভুত যাঁরা, নির্ম্মুক্ত আলোক তাঁরা,
আ-স্থান আমিত্ব আমা বাতে ;
তাতে এসে শ্রীনিবাস, আলোকেতে এ প্রভাস,
যোগসিদ্ধা তুমিত্ব তোমাতে।
সে আয় পৃথক তরে, বিন্দুকার সৃষ্টি করে,
বিশ্বকর্ম্মা দৃষ্ট হ'ল কায়ে ;
সে আয়ের পত্নী তার, সুখ দুঃখ দুই করে,
সংজ্ঞাসৃষ্ট হইলেক তায়।
সূর্য্য প্রিয় হৈলা সংজ্ঞা, সুখ দুঃখ তার সংজ্ঞা,
বৈবশ্বত যম যমুনার ;

মাতা হয়ে দুঃখ ভরে, আত্ম ছায়া দৃষ্ট করে,
স্বামি ত্যাগি গেলা পিতৃধার।
নীতিপূর্ণ পিতৃ শাপে, অশ্বরূপা হয়ে লোকে
উত্তরে কুরুবর্ষ যায়;
অশ্বিনী কুমার দ্বয়, তথা সূর্য্য যমালয়,
স্বর্গ বৈদ্য নামে মহাজয়।
এ দিকে ছায়ার সঙ্গে, সূর্য্য ভুগী মনোরঙ্গে,
তপতী শনিরে জন্ম দিল;
ছায়া কুযমে ক্রোধী পদাঘাতে আঁখি মুদি
যমপদ কীট পূর্ণ কৈল।
সম্বরন তপতীয়ে, পরিণয় সূর্য্য দিয়ে,
জন্মাইলা কুরু মহারাজে;
চিত্রগুপ্তে কন্যাসনে, শনি সহবাস ক্ষণে,
পত্নী শাপে শনিদশা সাজ।
গণেশের হস্তি মুণ্ড, শনি দৃষ্টি অনখণ্ড,
দৃশ্য এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ;

স্নাগে নাহি অব্যাহতি, শাপে হয় যাম রাতি
কুকুরের পুতি পুয় করিতে ভক্ষণ।
কলেবর পরিহারে, যাবে লোক স্বর্গ প'রে,
কুরুবর্ষে পঞ্চকের ভূমি,
ইন্দ্রের সন্তুষ্ট বরে, কুরুক্ষেত্রে যারা মরে,
পাবে স্বর্গ "ধন্য তুমি"
মহাদেব পেয়ে বর, বৃত্রাসুর করে ঘর,
স্বর্গে নিয়ে অসুর সবায়
দধীচি সে শিব স্তবে, ভক্তি সমর্পিয়া ভবে,
দেব হিতে অস্থি দান তাঁর।
বিশ্বকর্ম্ম অস্থি নিয়া, বজ্রঅস্ত্র বিনির্ম্মিয়া,
ইন্দ্রে করে বৃত্রের সংহার ;
পঞ্চকের কুরুক্ষেত্র, আলোকে আধারে নেত্র,
চারি ভাবে ভবলোক সার।
পিতৃ-মাতৃ-দেহলোক, কর্ম্মে কর্ম্মে তিন লোক,
চতুষ্টয়ে কর্ম্ম সুবাহার!

দধীচির ভক্তি-ব্রতে আর চারি কর্ম্ম-সূতে
যুক্তপথ আছে পরলোক ;
যাইছে আপনে যারা, নিরখে বুঝিয়া তারা,
চমৎকার দুই মহালোক।
চিরনিদ্রা পরলোক, কর্ম্মলোক ইহলোক,
ইহলোক পরলোকাভাস ;
কর্ম্মই কেমেরা ভবে, পরলোক-বিম্ব লভে,
ছবি দুই বিচিত্র প্রকাশ।
গ্রন্থাবলী, রাস্তা, পোল, হস্পিটাল আদি টোল
পরলোক স্বর্গ চিত্র আঁকে ;
পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাদি, রোগের আশ্রয় বিধি,
পরলোক নরাকারে রাখে।
ভকতি নিষ্কাম পথে, স্বর্গ চিত্র উঠে লতে,
স্নেহ-কাম রাস্তায় নরক ;
চিত্রিত হইয়া আসে, বাসনার আশাকাশে,
স্বপ্ন দুই দোহার পরখ।

জাগরণ ইহলোক, না জাগিলে পরলোক,
সুখ কিম্বা দুঃখ স্বপ্ন এক ;
রহয় অনন্তকাল, না গণে কালের কাল,
মানবের গতি হেন লোক।
পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ, সুষপ্তিতে করে ভঙ্গ
জাগরণ (না হয় হিসাব)
মানব নরক স্তরে, দুষ্কৃতির ফল তরে,
দুঃখ স্বপ্নে করে চারি লাভ।
সজীবন প্রাণী চারি, পরলোক নরকেরি
চারিটী গঠন, কর্ম্মভোগ ;
স্বত্ব রজ তম গুণে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব জ্ঞানে,
দেবতা গঠন স্বর্গ ভোগ।
পরলোক দ্বি আকৃতি, এককায়, অন্য জ্যোঃতি
বর্ত্তমানে দুই পথ ধরে,
ভকতি জ্যোঃতিতে ঊর্দ্ধে সে নহে কারোত অধে
সমতল শূন্য গর্ত্ত করে।

পরলোক পঞ্চভুত, স্বর্গ এক বৌম্য ভুত
ক্ষিতি আদি চারিটী নরক ;
সূক্ষ্ম শূন্য তিন গুণ, স্থুলাচারে তিন গুণ,
দৃশ্যাদৃশ্য দুইটা গোলক।
নরক শরীর সাথে, সরগ মস্তকে ভাতে,
মুকুরেতে কর দরশন ;
দ্বি আঁখি মুদিয়া চেলে, দর্পণ ললাটে মিলে,
মিলে তার স্বলোক গঠন।
শেষলোক কর দৃষ্টি, কিবাহার কিবা সৃষ্টি
মুক্ত নর সূক্ষ্ম দেবতার ;
বর্ণন করহ মোরে, প্রতিভাতে যা মুকুরে,
সূক্ষ্মব্যোম ভবিষ্য বাহার !!

যোগসিদ্ধা—। এত দিনে ভ্রম গেল।
নাথ !
এত দিনে ভ্রম গেল !

পরলোক স্বর্গধামে, তিন লোক তিন নামে,
"ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব" যুক্ত লোক ;
সুরাসুর নর তিনে, অবতার রূপে তিনে,
ভক্তি স্নেহে সূক্ষ্ম কর্ম্মলোক।
দেব ভক্তি করে নরে, নর ভক্তি করে সুরে
অসুর ভজয়ে দেবগণে ;
নরে স্নেহ অসুরের দেবে স্নেহ কুনরের,
দেব স্নেহ তেন দৈত্য সনে।

হেরিলাম !
ব্রহ্মলোক ছিল অন্ধকার ;
ব্রহ্মা নিজ তেজে করে তিমির সংহার।
জল সৃষ্টি করি পরে, বীজ দিয়ে তদন্তরে,
স্বর্গ অন্তে করি অবস্থান ;
আকাশ পৃথিবী ভাগে, অন্য দুই অনুরাগে,
হ'ল পুনঃ একি দুই খান।

তদন্তর

মরীচি অঙ্গিরা অত্রি পুলস্ত্য পুলহ,
বশিষ্ঠ নারদ ক্রতু ভৃগু দক্ষ সহ
মানস তনয়রূপে সৃষ্টি পরে করি,
সাবিত্রী স্বপত্নী গর্ভে জন্মাল কুমারি।
দেব সেনা দৈত্য সেনা ;
স্বর্গ নিরয়ের দুই
এক আকাশেতে আর এক পৃথিবীতে,
কার্তিকেয় দানব পাত্রে রতা।
অতঃপর
কর্দ্দমের কন্যা কলা সহ
(এক নবম ছিলা যে সমস্তে)
করাইল বিয়া নিজে পুত্র মারীচিরে।
কশ্যপ হইলা জন্ম।
করাইলা বিয়া তাঁরে
দ্বাদশ কুমারী একে দক্ষ প্রজাপতি ;
হতে দেব দানবাদি পিতা

আরো হেরিলাম !
বিষ্ণুলোক বিষ্ণু অবতার
দশ অবতার নর রূপে।
কশ্যপ ঔরসে জন্মি অদিতির গর্ভে
পাণিতে ব্রহ্মার সৃষ্টি কর্ম্ম অনুসারে।
বিষ্ণু দেব,
লক্ষ্মী সরস্বতী করি বিয়া, টাকা বিদ্যা
কর্ম্ম ক্ষেত্রে ঘুরায় সতত, মহানন্দে।
সুদর্শন চক্র লয়ে আয়ুধ তাঁহার।
দিব্য স্নেহদানে ব্রহ্মলোকে।
শিবের ভকতি কায় দেব সংরক্ষণে,
যেইকালে অসুরেরা করে আক্রমণ।
পরে হেরিলাম ঃ
শিবলোক সংহার শকতি-পতি,
পরা বাঘছাল সর্প উত্তরীয় কটিবন্ধ ;
ভস্মেতে বিভূতি তার নন্দীর পার্শ্বদে।

অস্ত্র শস্ত্র পরিবিজ্ঞ, ত্রিগুণ আয়ুধ যাঁর,
পিণাক ধনুক আর পাশুপত অস্ত্র
তাহা দিয়ে নাশে দৈত্য সহায় বিষ্ণুর।
বিষ্ণু ভক্তি করে তায় শিবত্ব কারণে;
বিষ্ণুকেও করে তিনি স্নেহ, ভক্তিযোগে ব্রহ্মা
তেই আশুতোষ, শিব, শম্ভু হর আদি
আছে নামে "শূলপাণি" কর্ম্মত্ব বিধানে।
নেহারিয়া দক্ষসূতা সতী অপমান
নাশিতেছে যেন শিব দক্ষযজ্ঞ ওই?

ভুল লক্ষ্য ছিল।

ঐক কৈন্দ্রায়িক লোক ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব।
তুমি আমি কেন্দ্রস্থলে পুত্র পৌত্রী আর
পুত্র বৈবাহিক বৈবাহিকা পুত্র পৌত্রা
একাদশ জামাতারে সহ আদি সবে।
আছি বৃত্তাকারে। পুত্র পুত্রা ইন্দ্রশ্রেষ্ঠ
বটে দেবরাজ, পুত্র জামাতার বরে।

স্বর্গরাজ্যে নামে বৃত্ত অমরাবতীর
রহি ইন্দ্র বৈজায়ন্ত শ্রীরাজ প্রসাদে।
ঐরাবত হস্তী চড়ে, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব,
করিছে নিপাত বৃত্র, বজ্র অস্ত্র দিয়া।
মন্দাকিনী বহে তথা মৃদু কলস্বরে,
স্বপত্নী শচীরে রক্ষা করিতে বচনে।
"শত অশ্বমেধে নর পাইবে ইন্দ্রত্ব"
এই ভয়ে অপসরায় কররিছে প্রেরণ
তপস্বীর কাছে তপ করিতে ভঞ্জন।
ওই আর সুবাহার!
নরশ্রেষ্ট দেবত্ব লভিছে তথা সুখে
আমার প্রভাবে তোমা করিয়া স্মরণ
এদেশে মুকুরে এক মন্ত্র যেন জপি
ওম্ "ক" স্বর্গ প্রাপ্তি যাহা
নিরচয় পরলোকে অপসরা দর্শনে।
পরলোক, নরকেতে যায় না কখন।

পরে দেহ তেয়াগিয়া
আসে পরলোক
ওই স্বর্গ দেবধামে নিত্য সুখ লভি।
নাহি রোগ নাহি জরা নাহি মৃত্যু তথা।
অনন্ত যৌবন কান্তি অনন্ত সম্ভোগে।
ব্রহ্মার মানস বংশ শুধু ব্রহ্ম জ্ঞানে।
কিন্তু দেশ এক হেথা
যদিচ গুণেতে;
ভক্ত হয়ে দেবগণ যায় স্নেহী নরে,
নিম্ন গতি তেন নর পশ্বাদি নরকে।
স্নেহ ত্যাগ ভক্তি রক্ষা করিলে মঙ্গল
ভক্ত মত্ত, পাতালেতে না করে গমন।
রহে নিত্য ভক্তি পাশে সুখ স্বপ্নবৎ
আলোক স্বভাবে এক সংজ্ঞা সূক্ষ্ম লভে।
আলোক অভাবে এক "ছায়া" ভোগ করে
স্নেহাশক্ত ভক্তগণ "সুষপ্তি" রাত্রিতে।

এ সব ভকত হেরি শাক্ত বৈষ্ণবেতে,
পূর্ব্বোক্ত ভকত শ্রেষ্ঠ শৈব ব্রাহ্ম মতে।
ওম্ "ক" মন্ত্র এক দৃশ্য মুকুরেতে
সাধারণ "সুখ ধর্ম্ম" শুধু ভক্তি ইথে।
ধরম করম ভক্তি যুতে শিষ্য গণি
স্নেহ ত্যাগে সব দৃশ্য গুরু অনুমানি
দানে—"ইচ্ছা পূর্ণ গুরু" গ্রহণ "প্রদত্ত
সুখ দুঃখ যেই কি না? কোন দৃশ্য ইতে।
সুখ ধর্ম্ম শৈব ভক্ত ব্রাহ্ম্য ও বৈষ্ণব,
বিশ্ব প্রেমে একেশ্বর একত্বে বিভব।
ঈশ্বরের নাহি জাতি, জাত আর কিবা?
জাত হ'লে পুং স্ত্রী রাত আর দিবা।
আমি রাত্র তুমি দিবা
আমি স্ত্রী তুমি ধব
দম্পতিতে চন্দ্র সূর্য্য ব্রহ্মাণ্ড প্রচার;
দেবত্ব নক্ষত্র গ্রহ, লয়ে সবিতার।

আমি ভক্ত। সূক্ষ্ম ধর্ম্ম। তব শ্রীচরণে,
কর করম্ব ওম্ "ক" স্বর-বরণে।
রূপ গুণ শব্দ গন্ধ স্পর্শ ওম্ ভোগ
সপ্ত লোকে সপ্ত ভাবে নহে কিছু কম।
হেরিলাম পরলোকে স্বরগ নিরয়,
ভকতি স্নেহের পাশে টাকা বিদ্যা হয়।
নাথ! কর করম্ব ওম "ক"
তন্ত্র মতে জানিয়া সর্ব্বস্ব।

প্রভাস—প্রিয়ে কর অবধান, আর নাহি বলিও বচন
দেব শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা অপূর্ব্ব জনন;
সুর পরলোক, এবং দেহ কর্ম্ম ভবলোক একং
পিতৃ মাতৃলোক একং "ক"তে ত্রিভুবন।
বিশ্বকর্ম্মে সপ্তলোক, বিশ্বকর্ম্মা স্রষ্টা সপ্তলোক,
বিশ্বপ্রেমী হয়ে ভবে বিভুর নিদান
কার প্রেম সূত্রে গাঁথা, শান্তি সুধা শুভ প্রথা

কাঁদিয়া বাদনে তালে সুরে করি গান।
বিরলে করিছি গান করহ শ্রবণ;
শুন প্রিয়ে ইহা কত চিত্ত বিমোহন!!
ওত মোদেরি নন্দন?

বিশ্বকর্ম্মার গান।

(ক)

গুরো! তোমার বাসনা করিতে পূরণ,
আমি বিশ্বে, বিশ্বে, বিশ্বকর্ম্মা হই।
তব যে ইচ্ছা যায় হবে,
এ, আমায়, নিদেশিবে
কর আমায় ক্রীড়া, গুপ্ত রই

১

আমি অহং শিষ্য গুরু বিশ্বপতি
আছ বিশ্বময় লভি বিশ্বজনে প্রীতি!
তুমি বাস্তব আরতি

শুভ কর্ম্ম, ধর্ম্ম নীতি
ঘটে যাহা মোতে
সুশান্তি প্রভাবে সই।

২

আমি কি এমনি, বিমূঢ় হে ভব!
নিরলস না হয়ে, শুধু বসে রব?
আমি অহরহ তব,
নিত্য করিবাম স্তব,
বিশ্বকর্ম্মক্ষেত্রে
কর্ম্ম করে হব জয়ী!

৩

জানি আমি তোমা মঙ্গল আকর,
যায়ি মোতে রটে তায়ি ভাল কর,
তুমি নহ মন্দে দড়
শুধু, সৃষ্টি স্বর্গ কর
নরক কর্ম্মাশে
গুরু ভাবে দুঃখে দই।

৪

অতীত চিন্তিয়া নাহি তাপ পাব,
ভবিষ্য সুআশা, কভু না করিব
তোমা বর্ত্তমানে দিব,
আমা প্রেম ইথে নিব
সেচ্ছানু ব্যভারে
পেতে যথা, দিতে রই।

৫

যদি কেহ বৃথা দেয় মোরে গালি
না বুঝিয়া চিনি, বুঝিবাম বালি,
আমি, বুঝিব সকলি
সুধু, তব প্রেম বুলী
কর্ম্ম অনুবলে
দান তুচ্ছ, বলি "তুই"।

৬

আর কেহ কল্লে স্নেহ সম্ভাষণ,

বুঝিবাম দয়া, হয়ে ফুল্ল মন,
আমি, হব বেস্ নত
কত, লয়ে ভক্তি ব্রত
হাসিবাম সুখে
নেচে গুপ্তে তোমা লই।

৭

যদি কেহ রাগে দেয় লাথি কিল,
খুসী হয়ে বেশী দিব ইথে গিল,
আমি, পেতে অনুগ্রহ
জানব দোষে গ্রহ
তুমি ভিন্ন হয়ে
ভিন্ন ভাবে সূক্ষ্ম রই।

৮

গ্রহণ, বর্জ্জনে; কি পান অশানে
চক্ষু কর্ণ আদি লইয়া শ্রবণে
রটে ভাল মন্দ যত,

বটে, ভালই সতত
অনুভুতি যোগে
লব সবে, সুখ কই ।

৯

প্রভাস পিতা মম যোগসিদ্ধা মাতা,
আমালয়ে তিন, তুমি বিশ্বে ধাতা,
তুমি জান কিবা ভাল,
তুমি জান কিবা আলো
আমার ইথে ভাবা
নহে কি হে মূঢ়তা বই ?

১০

আমি নিত্য সুখী, ওহে ইচ্ছাময় !
মোতে কর শত যাহা ইচ্ছা হয়,
আমি, আছি রাজি সাজি
এ, হয়ে ভোজের বাজি
খেল মোরে দিয়া

মহানন্দে মত্ত হই।
গুরো তোমার বাসনা ঐ
(অ)
মনের আর্ত্তি ফুলের বনে
ফুল কি ফুটে না কাননে ?
১
সংজ্ঞা সংজ্ঞা সংজ্ঞা সংজ্ঞা
বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বে গঙ্গা
ত্রিভাবে ত্রিরূপে রঙ্গা
ধর্ম্ম বন্ধনে।
২
স্বরস্বতী সু যমুনা
সুরধুনী পার্শ্বালুনা,
কর্ম্ম খুটীর ধর্ম্ম স্থূণা
চর্চ্চি চন্দনে।
৩
অহং মম চমূ কর্ম্মে

চরু সান্তি মাতার ধর্ম্মে
প্রাণের পীড়া পিতার মর্ম্মে
সন্ধি গোপনে

৪

বন-মালী বনমালী,
পুষ্পোদ্যানে প্রেমাবলী
ভক্তি স্নেহ বন-বেলী
ঘ্রাণ পবনে

৫

দেব শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা
সহায় মম বিষ্ণু ব্রহ্মা
নাহি পত্নী শৈব ধর্ম্মা,
সংজ্ঞা বোধনে।

৬

কর্ম্ম জানা তরে বিদ্যা,
কর্ম্ম-মাতা যোগসিদ্ধা

পিতৃ কারণ জ্ঞান বিদ্যা
চৌদ্দ ধরনে।

৭

ফুলের মধু রসে ভরা
কর্ম্মভ্রমর কর্ম্মে উড়া
কার্য্য শুধু মধু করা
সুধা প্রদানে।

৮

দুধের সরে শ্বর সজা
তাপ দেওয়া কর্ম্ম ভজা
বস্তু কর্ম্ম অধীন প্রজা
বিশ্ব—এবনে।

(ব)

আরসিরে লাগে ভাল ;
মুখ দেখা যায় আর আলো।
শুক্তি মুক্তার স্বচ্ছ জলে
বুদবুদের ফুলে জাল॥

১

মিশা মিশি ঘসা ঘসি,
কান্না কাট্টা হাসা হাসি
ভাসায় ডুবায়ে রসাতলে
কামের বসে কামের চাল ।

২

দরপণে কর্ম্ম ভাল,
দীক্ষা শিক্ষা কর্ম্ম ভাল,
বিশ্বকর্ম্মা এ ভূতলে ;
আবিষ্কারে মুক্তি কাল ।

আপসোস্

লোকে কেন না কেন না, না,
করে না করম হে ?
জল মুকুর, না, নাকি,
হেরে না কেহ ?
পানাশন বিহরে,

ভবে করে না কেও ?
"কৃ" ধাতুর সৃষ্টি
হল বা কেন ?
অলস বিনাসে
মত্ বা কেন ?
কত কাল বাঁচবে
বুঝেছে গণে ?
হিসাব, দেওয়া
পারে না মনে ?
মায়া কারে কয়
জানে না কেনে ?
ফুল, চাহে না,
কেন বা বনে ?
রোদ জোছনা
হেরে না নয়নে ?
অমর সমর

বুঝে না কেনে ?
সুরের লহরী
ভুলে না তানে ?
মনের স্মৃতি
লয়না প্রাণে !
প্রেমের সাধ কি ?
বুঝে না লিখনে !
ভ্রমে
বুঝে ভবে ভোজের বাজি !
বুঝে
মিথ্যা সাজাসাজি !
বুঝে
বৃথা মুখো চুমো !
বুঝে
হেথা নিবে যম !
বুঝে

বুঝে
মিথ্যা কালের ফাকি।
বুঝে
সত্য থাকা যে থাকি।
মুকুর চাহে না।
জলে নামে
স্নান করে;
জলে
হরি, হেরে না!
কর্ম্মে কর্ম্মে
আছেত সবে;
সত্য কর্ম্ম,
সত্য ভাবে স্মরে না!
হায় আপসোস্!
সত্য কর্ম্ম স্মরে না!
হায় আপসোস্

সত্য কর্ম্ম স্মরে না।
বুঝে নাকি ভাল, ভাল
কিবা আলো কিবা কাল।

৩

দেব শিল্পী আমি আমি,
নর শিল্পী মমধ্যানী,
সংজ্ঞা লভি রসাতলে
স্বর্গধানি খনি আলো।

৪

চাওরে মুকুর থাকতে বিভা,
আয়ু সূর্য্য দেহে দিবা,
ত্রিবেনীর মজা কিবা;
মুক্তালভ ডুবরী ভাল
আরসিরে ল্যাগে ভাল ঐ॥

(ই)

যত কাম ধরিয়ে গেল

বিশ্বকর্ম্মার গায়
কেন কর হাবু ডুবু
পাল্লে খেল্লে আয় !!

১

মাতা পিতা তাদের পোয়া
পোয়াতীর কোলে শোয়া
কৃষ্ণ কিবা কাপড় ধোয়া
বিশ্ করমের কায়।

২

ভূত ভাবী বর্ত্তমানে
সপ্ত লোক সপ্ত স্থানে
একি দেহে মন প্রাণে
গানে স্থুরে স্বরে গায়।

৩

কুর্ম্ম ভবে রক্ষা কালী
জীভে কিসে হতে তুলি

লিখা লিখি কিসে ঠেলি
কি সে, অক্ষরে রেখায় !

৪

হিংস্র জন্তু যত ভবে
অহিংস্র বা কর্ম্মে সবে,
সুরাসুর দ্বি মানবে
বিশ্ব-কর্ম্মে প্রতিভায়।

৫

আকাসে রবনা খে'টে
কুপথে যাব না হে'টে
রব ভক্ত করপুটে
সদা শ্রীগুরুর পায়।

৬

দধীচির আত্ম দানে,
কত সুখী মন-প্রাণে
বজ্র অস্ত্র নিরমানে,
কৌশল আসায়।

৭

কর্ম্মে নর দেব সুখী
কর্ম্ম চিন্তে আখি মুদি
ভাগ্য সৃষ্টি করে বিধি
কর্ম্ম ব্যবসায়।

নৃত্য-গান।

অলস হয়ে বসে থাকা
নহে বিরাম-সুখ-শান্তি
বিরাম জ্ঞানে লোকে সুভ্রান্তি!
একটী ছেরে আরটী করা,
ক্লান্তি হলে ঘুমে পরা,
জাগরণে কর্ম্ম করা,
এই জীবের সার উক্তি।
বিরাম জ্ঞানে লোকে সুভ্রান্তি!

•

আত্মন রক্ষণে ধর্ম্ম,
স্বার্থ ত্যাগ আত্ম কর্ম্ম,

পরকে আত্ম দানে ব্রহ্মা,
"আত্ম রক্ষা" শেষ মুক্তি
বিরাম জ্ঞানে লোকে সুভ্রান্তি !

স্বচ্ছ যত মুকুর করি,
আত্ম কর্ম্ম তাতে হেরি,
মুকুর কাব্য বলিহারি,
আলস্য মোর বিরক্তি।
বিরাম বুঝালে সুখ শান্তি।
ইতি—পরলোক।

